THE BENGALI INSTRUCTOR,

FOR THE

USE OF SCHOOLS.

No. IV.

বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত

বঙ্গীয়

চতুর্থ খণ্ড।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL BOOK SOCIETY AT THE ENCYCLOPÆDIA PRESS.

সূচী পত্র ।

পত্র

হিতোপদেশের চতুর্থ ভাগ।

১ সংখ্যা।

পাঠকের প্রতি উপদেশ।

হে পাঠক আপনার তত্ত্বানুসন্ধান কর। তুমি কোন বস্তু ইহা বিবেচনা কর। তোমার হিতজনক অনেক প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তুমি যদি আপনার উপকার বোধে তাহা না পড়িয়া অমনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ কর তবে চেতন রহিত যন্ত্রের চালনেতে যেমন নিজ যন্ত্রের কোন উপকার হয় না তেমন সেই পাঠে তোমার কোন উপকার হইবে না। শরীরের পক্ষে আহার যেমত মনের পক্ষে পাঠও সেইরূপ জানিবা। মুখ নাড়নে অথবা দন্তের পরস্পর ঘর্ষণে তোমার জীবন রক্ষা হয় না, কিন্তু আহার চর্ব্বিত হইয়া উদরে জীর্ণ ও শরীরে সংমিলিত হইলে জীবন রক্ষা হয়। এই রূপ কেবল ধ্বনি করিলে অথবা বাক্য সকলের প্রভেদ জ্ঞাত হইলে তোমার যে উপকার হয় তাহা নয় কিন্তু যাহা পাঠ কর তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলে এবং তদনুসারে আচরণ করিলেই উপকার হয়। এবং যে জ্ঞানরূপ আহার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তোমার যথার্থ উপকার জন্মিবে তাহা তোমাকে প্রদান

করণার্থে এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার স্বভাব কেমন অর্থাৎ তুমি কোন্ বস্তু তাহা বিবেচনা কর। তুমি পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রতিপালন করিতেছেন, এবং তুমি যে কিছু কর্ম্ম কর তাহার লেখাজোখা তাঁহার কাছে দিতে হইবে। এই গ্রন্থে গুরুতর বিষয় তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইব এমত বাসনা করিয়াছি; তাহা দিন ২ পাঠ করিলে তুমি পরমেশ্বরের বিষয়ক এবং তোমার সহিত তাঁহার স্বজ্য স্বজক সম্বন্ধ বিষয়ক অনেক প্রসঙ্গ জ্ঞাত হইবা। সেই সকল প্রসঙ্গ পাঠ করণ কালে তাহার তত্ত্ব বিবেচনা কর, এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে রাখ, যেহেতু তুমি এই জ্ঞানদ্বার, শুদ্ধাচারী হইতে পারিবা।

এই জগতে তুমি একক নহ। তুমি যেমত সৃষ্ট হইয়াছ সেই রূপ আরও অনেক জীব ও বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুতে তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত আছে; সে সকলের সহিত প্রতিদিন প্রতি কার্য্যে তোমার সম্বন্ধ আছে, সে সকলের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণার্থে তাহার স্বভাব ও রীতি অবগত হওয়া তোমার অতি আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে কতক গুলিন জীব ও বস্তু অর্থাৎ পশু পক্ষী আদি করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু পর্য্যন্ত যত বস্তু আছে সে সকলি তোমা অপেক্ষা অধম। ইহার তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াতেই পদার্থবিদ্যা কহি এবং এই পুস্তকে পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ হইতে নীত অনেক প্রসঙ্গ পাঠ করিবা। তদ্দ্বারা বুদ্ধি ও প্রাণহীন বস্তু সমহ

বিষয়ক পরম উপকারক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। কিন্তু পর-
মেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আর এক প্রকার বস্তু আছে
অর্থাৎ তোমার সমান গণ্য মনুষ্য সকল। সেই মনুষ্যদিগের
প্রতি উপযুক্তাচরণকেই সদ্ব্যবহার কহি। সেই সদ্ব্যবহা-
রের সাহায্য করিতে আমরা বাসনা করি। এই নিমিত্তে
মাতা পিতা রাজা ও গুরু প্রভৃতি অন্যান্য মনুষ্যদের প্রতি
[illegible] তোমার সদ্ব্যবহার জন্মিতে পারে এমত শিক্ষা
এই গ্রন্থে পাইবা। সেই প্রসঙ্গ সকল তুমি অত্যন্ত
মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবা।

কিন্তু হে প্রিয় পাঠক তুমি পাপি মনুষ্য, ও পরমে-
[illegible] লঙ্ঘন করিলে যত দোষ হয় সেই সকল
[illegible] এবং অন্তঃকরণস্থ দুষ্টতাহইতে তোমার মুক্ত
হওনের আবশ্যক। এই গ্রন্থে পাপ এবং মুক্তি বিষয়ক
বিশেষতঃ পতিত মনুষ্যের ত্রাণকর্ত্তা যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার
দয়া বিষয়ক অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। এবং তোমার
নিজের মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থ
তোমাকে জ্ঞাত করাইবে। তোমার এই শরীর যে নশ্বর
এ কথা স্মরণ রাখ, যেহেতু এই কএক পংক্তি পাঠ
করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে, অতি
দীর্ঘায়ু হইলেও এ ভূতলে অতি অল্পকাল স্থিতি হয়, এবং
সেই স্থিতির কাল নিশ্চয় করা অসাধ্য, কিন্তু তোমার
দেহ নশ্বর হইলেও তোমার আত্মা অনশ্বর এবং সে পর-
লোকে গিয়া চিরকাল সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগী হইবে।
ন্যায় বিচারক জগদীশ্বর তোমার মৃত্যু কালীন গুণাগুণ

বিবেচনা করিয়া তদনুসারে পরকালে সুখ দুঃখরূপ ফল প্রদান করিবেন। এতদ্বিষয়ে অনেক প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ কর। ঐ সকল প্রসঙ্গ আমি পৃথক২ স্থানে দিয়াছি, তাহাতে পাঠকালীন তোমার বৈরক্তি জন্মিবে না, কিন্তু বৈচিত্র জন্য তোমার মনোরঞ্জন হইবেক। ধর্ম্ম এবং ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা এবং নীতি ও মুক্তি এবং পরকাল এই সকল বিষয়ক প্রসঙ্গ তাহাতে দেখিতে পাইবা। তাহাতে নানা প্রকার জ্ঞানরূপ আহার দ্বারা তুমি হৃষ্টমনা ও শুদ্ধচিত্ত এবং নির্ম্মল স্বভাব হইবা।

২ সংখ্যা।

আমেরিকা দেশের প্রকাশ বিষয়ক বৃত্তান্ত।

ইউরোপ, আশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকা নামক চারি খণ্ডে পৃথিবী বিভক্ত আছে। ইউরোপ, আশিয়া এবং আফ্রিকা এই তিন খণ্ড এক মহাদ্বীপে আছে, এবং সাগর দ্বারা সম্যক্রূপে পরস্পর বিভিন্ন নহে। কিন্তু এই দ্বীপ হইতে সহস্র ক্রোশাপেক্ষা অধিক দূর অন্য এক দ্বীপ অর্থাৎ আমেরিকা খণ্ড আছে। তিন শত ছাব্বিশ বৎসর গত হইল, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় এক হাজার চারি শত বিরানব্বই শকে এবং বাঙ্গলা আট শত আটানব্বই শকে আমেরিকা খণ্ড প্রথমতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ইহার নামও কেহ জানিত না। এই নিমিত্তে ইহার প্রকাশ বিষয়ক সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিতেছি, যেহেতু মনুষ্যকৃত

অদ্ভুত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে এই কর্ম্ম অতি মহৎ বলিয় গণনা করা যায়।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের বিশেষ গুণ প্রকাশ হইয়াছে। ইহার এই গুণ যে তাহা কোন লৌহখণ্ডের উপর ঘর্ষণ করিলে সেই লৌহখণ্ড সর্ব্বদা উত্তরাভিমুখ হইয়া থাকে। এই লৌহকে কোম্পাস অর্থাৎ দিক্‌নিরূপণ যন্ত্রের মধ্যে দিলে জগতের সকল স্থানে জলে কি স্থলে হউক পৃথিবীর দিক নিরূপণ হয়। এই কোম্পাসের আকার এই প্রকার, এক তক্তা কাগজে এক মণ্ডল আঁকিয়া তাহা বত্রিশ অংশে সমান বিভাগ করিতে হয়, অনন্তর তাহাতে পৃথিবীর চারিদিক ও তন্মধ্যে কোণাদিও লিখিতে হয়, এবং এই মণ্ডলের মধ্যস্থানে প্রেকের মত এক ক্ষুদ্র লৌহ বদ্ধ করা যায়, পরে সেই প্রেকের মাথায় একটি সূচ লাগাইতে হয়, সেই সূচের অগ্রভাগে চুম্বক পাথর ঘর্ষণ করিতে হয়, এবং সে সূচ যেন চতুর্দ্দিগে ঘুরিতে পারে এই রূপ করিয়া তাহাকে প্রেকের মাথায় রাখিতে হয়, তাহাতে কোম্পাসকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিগে রাখ সেই সূচ অবশ্যই উত্তরাভিমুখ হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর দিক সকল নিশ্চিত রূপে জানা যাইতে পারে।

এই চুম্বক পাথরের গুণ প্রকাশ হইলে পর মনুষ্যেরা নির্ভয়ে মহাসাগরে গমনাগমন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে দিক্‌নিরূপণের উপায় না থাকাতে কেহ তীর ছাড়িয়া অধিক দূরে যাতায়াত করিতে পারিত না। এই চুম্বক

পাথরের গুণ প্রকাশের দুই শত বৎসর পরে কলম্বস নামক এক ব্যক্তি জিনোয়া নামক নগরে জন্মিল। তৎকালে পোর্ত্তুগীশ লোকেরা ইউরোপের মধ্যে প্রধান নাবিক ছিল। কলম্বস ইহাদিগের সহিত বারম্বার সমুদ্র দ্বারা নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া উত্তম রূপে নাবিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সে বিবেচনা করিয়া মনে এই স্থির করিল যে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইউরোপহইতে ঠিক পশ্চিমদিকে গমন করিলে ভারতবর্ষে যাওয়া যায়। সেই কালে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষকে অসীম ধন সম্পূর্ণ দেশ বলিয়া মানিত এবং তথা হইতে স্থলপথে আনীত বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় দ্বারা ইউরোপীয় কএক নগরে অনেক ধন সঞ্চয় হইয়াছিল। তাহাতে পোর্ত্তুগীশ লোকদের বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রে গমনাগমন দেখিয়া জলপথে ভারতবর্ষে যাইতে সকল লোকের মনে অত্যন্ত বাসনা হইল। সেই কলম্বস অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও সাহস এবং অধ্যবসায় বিশিষ্ট ছিল। কোন সময়ে কতক গুলিন বেত এবং নূতন শিল্পকৃত কাষ্ঠ পশ্চিম বাতাসে ইউরোপের তীরে আসিয়া লাগিল। তাহাতে তাহার আরও দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিল যে পশ্চিমদিগে কোন দেশ আছে এবং এই বিষয়ের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিলে পর সেই সকল অজ্ঞাত দেশ অনুসন্ধান করিবার জন্যে সমুদ্রে যাত্রা করিতে মানস করিল। তৎকালে ইউরোপে যে অতি বৃহৎ জাহাজ সকল ছিল তাহাতে তিন হাজার মোনের অধিক ধরিত না এবং এক্ষণে যেমত বহুধনাঢ্য মহাজন আছে তৎকালে

এই রূপ ছিল না। এজন্যে যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কোন রাজার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিতে তাহার আবশ্যক হইল। সে আপন মনের কল্পনা প্রথমতঃ নিজ দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে জানাইল, এবং তাহাদের কাছে ব্যয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহারা ঐ বিষয় অনেক কাল বিবেচনা করিয়া তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। অপর সে পোর্ত্তুগাল দেশের রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করিলে ঐ রাজা আপনার দুই মন্ত্রিকে কলম্বসের প্রার্থনা বিবেচনা করিতে ভার দিলেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রিরা পূর্ব্বেতে এমত স্থির করিয়াছিল যে দক্ষিণদিগে জাহাজ না চালাইলে ভারতবর্ষে যাওয়া যায় না; এই জন্যে তাহারা তাহার স্বপক্ষ হইল না। কিন্তু তাহারা কলম্বসের অভিপ্রায় উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে ইহা স্থির করিল, কিন্তু সেই যাত্রা সফল হইলে যে প্রশংসা ও অর্থলাভ হইবে তাহা আমাদের রাজারই হইবে এই ভরসা করিয়া গোপনে এক ব্যক্তিকে সেই জলপথে পাঠাইল। সেই ব্যক্তি কলম্বসের তুল্য সাহসী এবং কর্ম্মে নিপুণ না হওয়াতে সমুদ্রে যাত্রা করিবার সময় এক মহাভয়ানক ঝড় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইল। কলম্বস ঐ মন্ত্রিদের শঠতা ব্যবহার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া আপন সহোদরকে ইংলণ্ডদেশে প্রেরণ করিল। কিন্তু সেখানেও কেহ সহায়তা করিল না। সেই কালে স্পেন দেশের রাজা মুষলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই মুষল-

মানেরা তাহার পূর্ব্বে প্রায় তাবৎ স্পেন দেশ অধিকার করিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে কেবল গ্রিণাডা নামক নগর তাহাদিগের অধিকারে ছিল। কলম্বস ইউরোপীয় অন্যান্য রাজাদিগের নিকটে যেরূপ করিয়াছিল সেই রূপ স্পেন-দেশীয় রাজার নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাতে সেই রাজা আপন মন্ত্রিবর্গকে এই বিষয়ে বিবেচনা করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু অজ্ঞান মন্ত্রিগণ কলম্বসের অভিপ্রায় বিবেচনার বিষয়ে অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ করিল; কেহ কহিল সমুদ্রের সীমা নাই, অন্যে কহিল পৃথিবীর গোলাকার জন্য তীর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিলে পুনরাগমন অসাধ্য হইবেক। অতএব তাহারা রাজাকে এইবিষয় অসাধ্য জানাইল। তাহাতে তিনি কলম্বসের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তাহার পর কলম্বস ইউরোপীয় আরও তিন ক্ষুদ্র রাজাকে নিবেদন করিল। কিন্তু তাঁহারা তাহার সহায়তা করণে অশক্ত হওয়াতে সে ইংলণ্ডদেশে গমন করিতে বাসনা করিল।

কলম্বস স্পেন দেশের রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কালে রাণীর কএক জন মন্ত্রি তাহাকে পুনর্ব্বার আনয়নার্থে রাজ্ঞীকে পরামর্শ দিল। এবং রাণী ও তাহাতে সম্মতা হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী কৃপণ স্বভাব প্রযুক্ত তাহাকে পুনরায় বিদায় করিলেন। তাহাতে কলম্বস পুনর্ব্বার আনীত হওয়াতে যেরূপ অতি আশাযুক্ত হইয়াছিল আর-বার আশা ভঙ্গ হওয়াতে ততোধিক ক্ষুব্ধ হইল।

কিছু দিবসের পর মুষলমানদিগের রাজধানী স্পেনদি-

গের অধীন হইল। তাহাতে রাজা ও রাণী এবং রাজ-সভাস্থ সকলে আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। কলম্বসের বন্ধুগণ লোক সাধারণের আনন্দ দেখিয়া এই সময় উপ-যুক্ত ইহা বুঝিয়া তাহার প্রার্থনা সফল করণার্থে রাণীকে অনেক সাধ্যসাধনা করিল। এবং রাণীকে কহিল যে আপন-কার এই রাজত্ব সময়ে যদি নূতন দ্বীপ পাওয়া যায় তবে তাহাতে আপনকার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হইবেক। পরে রাণী তাহাদিগের প্রার্থনা সফল করণে সম্মতা হইয়া পুনরায় কলম্বসকে ডাকইয়া যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আপনার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া অর্থ প্রস্তুত করিলেন। সেই অর্থে সে তিন খানি ক্ষুদ্র জাহাজ ক্রয় করিল, তাহাতে প্রায় বত্রিশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইল না। এতদ্রূপে কলম্বস প্রায় আট বৎসর পর্য্যন্ত ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া বার২ আশাভঙ্গ হইলেও পরে মানস পূর্ণ করণের উপায় প্রাপ্ত হইল।

সকল প্রস্তুত হইলে ইং ১৪৯২ শালের আগষ্টমাসের তৃতীয় দিবসে কলম্বস জাহাজ আরোহণ করিল। তাহার গমন কালীন অনেক লোক সমুদ্রতীরে যাত্রাসিদ্ধির নিমিত্তে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। কলম্বস ঠিক পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাইল। কিছু দিন পরে নাবিকেরা স্থল দেখিতে না পাইয়া অপরীক্ষিত ও অপরিচিত সাগর মধ্যে হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করত রোদন করিতে লা-গিল। কলম্বস আপন মানস পূর্ণ করণে এমত ব্যগ্রচিত্ত ছিল যে প্রায় তাহার বিশ্রাম ছিল না। সে আপন

বিবেচনানুসারে সকল বিষয় নিরূপণ করিল, এবং অন্য কাহাঁকেও জাহাজ চালাইতে না দিয়া আপনিই তাহা চালাইল। জাহাজ তীর হইতে কত পথ আসিয়াছে তাহা নাবিকদিগকে কখন জানাইত না। ঠিক পশ্চিম-দিগে জাহাজ চালাইতে২ তাহারা দেখিল সমুদ্রের জল শেয়ালাতে আচ্ছাদিত; তাহাতে তাহারা অনুমান করিল এই পৃথিবীর প্রান্তভাগ। কিন্তু কলম্বস তাহাদিগকে কহিল তাহা নয়, ইহাতে বরং এমত ভরসা হইতেছে যে আমরা অবশ্য কোন দেশের নিকটে আসিয়াছি।

আক্টোবর মাসের প্রথম দিবস পর্য্যন্ত তাঁহারা ৬০০ ক্রোশ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলম্বস তাহারদিগকে কহিল যে তীর হইতে কেবল ৪৯০ ক্রোশ আমরা আসিয়াছি তাহারা সেই সময়ে একুশ দিবস পর্য্যন্ত স্থল দেখিতে না পাইয়া শীঘ্র কোন দেশ পাইবার আশাতে নিরাশ হইল। তাহাতে প্রধান অপ্রধান তাবৎ নাবিক আপনাদিগকে অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত বোধ করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল এবং পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাইবার জন্যে অতি ব্যস্ত হইল। কিন্তু কলম্বস সাহসে নির্ভর করিয়া কখন সাধ্যসাধনা কখন বা ধমক দিয়া তাহারদিগের রাগাদি নিবারণ করিল। এই রূপ করাতে সে তখন কৃতকার্য্য হইল অর্থাৎ কিছু দিন তাহারা স্থির হইয়া থাকিল বটে, কিন্তু তাহার পর তাহারা পুনরায় হতাশ হইয়া কলম্বসকে সাগরে নিক্ষেপ করিতে ও স্বদেশে জাহাজ ফিরাইতে মন্ত্রণা করিল। সাধ্য সাধনা কিম্বা ধমক দ্বারা ইহাদিগকে আর রাখিতে পরিব

না। কলম্বাস এমন বুঝিয়া ছূঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে যদি তিন দিনের মধ্যে স্থল দেখিতে না পাই তবে দেশে প্রত্যাগমন করিব। সেই সময়ে কলম্বসের কোন দেশ পাইবার ভরসা অত্যন্ত প্রবল ছিল যেহেতুক জলমাপক সূত্র নিক্ষেপ করাতে মৃত্তিকা স্পর্শ হইল অধিকন্তু সে এক থোব টাটকা ফল এবং কতক গুলিন নূতন কাটা বেত সাগরের জলে ভাসিতে দেখিয়াছিল।

আক্টোবর মাসের একাদশ দিবসে কলম্বস জাহজের পাইল গুটাইতে আজ্ঞা করিল সেই রাত্রিতে জাহজস্থ কোন ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করে নাই সকলেই দেশ দেখিবার প্রতীক্ষাতে অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিল রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময় দেখিল দূরে একটা আলো ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছে। কিছু ক্ষণ পরে অগ্রগামি জাহাজের লোকেরা স্থল ২ বলিয়া উচ্চৈঃস্বর করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য জাহজস্থ লোকেরাও ঐ আনন্দজনক শব্দের প্রতিধ্বনি করিল। পর দিবসে তাহারা প্রাতঃকালে অর্থাৎ আক্টোবর মাসের দ্বাদশ দিবসে এক ক্রোশ দূরে তৃণ বৃক্ষাদিযুক্ত এক দ্বীপ দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং ধর্ম্মগীত গাইতে আরম্ভ করিল। নাবিকেরা কলম্বসের পদতলে পতিত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বের অসন্তোষ জন্য দোষের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল। অপর ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইয়া গীত বাদ্য করত দাঁড় বাহিয়া তীরে গমন করিল। কলম্বস কর্তৃক প্রাপ্ত এই নূতন দেশে কলম্বস প্রথমত নামিল। পরে যুদ্ধবাদ্য করত নাবিক সকল

নামিয়া পুনর্ব্বার হাঁটু গাড়িয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল। অপর তাহারা স্পেনদেশের রাজার পতাকা গাড়িয়া তাঁহার নামে ঐ দেশ অধিকার করিল।

তদ্দেশবাসি অনেক লোক তাহাদিগের নিকট একত্র হইয়া তাহাদিগের বস্ত্র অস্ত্রাদি এবং শুভ্রবর্ণ মুখ এবং লম্বা দাড়ি দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। কেননা তৎকালে পক্ষির পাখার ন্যায় পাইল দ্বারা প্রচালিত বৃহদাকার যন্ত্রে আরোহণ করিয়া ইহারা সমুদ্রে আগত হইয়াছে ইহা দেখিয়া এবং মেঘধ্বনির ন্যায় কামানের শব্দ শুনিয়া ও তাহাদিগের বন্দুকের বিদ্যুৎবৎ অগ্নি এবং ধূম দর্শন করিয়া ঐ দ্বীপস্থ অজ্ঞান মনুষ্যেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহাদিগকে ভূমণ্ডলাগত সূর্য্য সন্তান বলিয়া স্থির করিল। এবং স্পেনদেশীয় লোকেরাও ঐ দ্বীপবাসি লোকদের আকার দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল কারণ তাহারা একেবারে উলঙ্গ এবং তাহাদিগের চর্ম্ম অতি কোমল এবং বর্ণ তাম্রের মত। দিবাবসান কালে তাহারা ডোঙ্গায় চড়িয়া জাহাজের নিকট আসিয়া উপঢৌকন দিল। এবং তাহার পরিবর্ত্তে কাঁচের মালা ও ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও অন্যান্য অল্পমূল্য দ্রব্য পাইল। নূতন ও পুরাতন মহাদ্বীপের লোকেরা এই প্রকারে পরস্পর প্রথম সাক্ষাৎ কালীন সমস্ত কর্ম্ম প্রীতি দ্বারা নির্ব্বাহ করিল।

---

৩ সংখ্যা ।

অকবরের বিষয় ।

অকবরের জন্ম নগরকোঠেতে হইল । তাহার পিতা হুমায়ু এক ক্ষণমাত্র পুত্রকে অবলোকন করিয়া মনে২ ঐ পুত্রকে পরমেশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিয়া ঐ বালকের ও ঐ বালকের মাতার যোগ ক্ষেমার্থে বয়রম খাঁ খানখানাকে রাখিয়া আপনি বাইশ জন লোকের সহিত তথাহইতে প্রস্থান করিলেন । তাহার পর মহমুদ হুমায়ুর ভ্রাতা মীরজা অস্করি ভ্রাতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অতি ত্বরাতে নগরকোঠে উপস্থিত হইয়া তথাকার উর্দূ বাজার লুঠ করিতে লাগিল । ইহার আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ বয়রম খাঁ অকবরের মাতার তথাতে থাকা ভাল নয়, ইহা বুঝিয়া তাহাকে স্থানান্তরে রাখিয়া পশ্চাৎ অকবরকেও লইয়া যাইবেন, এই সময়ে লুঠ হইল । ঐ মীরজা অস্করি উর্দূ বাজার সমস্ত লুঠ করিয়া একাকী বালক অকবরকে পাইয়া প্রতিপালনার্থে আপন বেগমের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিলেন । পরে মহমুদ হুমায়ু খোরাসানে আসিয়া পঁহুছিলেন । তথাতে শাহ তহমাস্পের পুত্র মীরজা মহমুদ হুমায়ুর নানা প্রকার দান মানাদিতে পুরস্কার করিলেন । তাহার পর মহমুদ হুমায়ু মসহদে গিয়া পঁহুছিলেন, তথাতে ঐ তহমাস্প বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন ভ্রাতাদের শত্রুতাপ্রযুক্ত আপনার নানা স্থানীয়তার সবিশেষ কহিলেন । তাহাতে বাদশাহ কহিলেন, তোমার

পিতা বাবোর আমার সহিত এই রূপ অনেক করিয়াছিলেন: সে যাহা হউক, কিন্তু এই ক্ষণে আমি সৈন্য সামন্ত দিয়া তোমার সাহায্য করিব, কিন্তু তুমি জয়ী হইলে পর বলখ ও কন্ধার এই দুই দেশ আমাকে দিবা। মহম্মদ হুমায়ু তাহার এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক এক পুত্র ও দশ হাজার লশকর লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর কন্ধার ফতেহ করিয়া কিল্লার সহিত ঐ দেশ স্বীকারানুসারে ঐ তহমাস্প বাদশাহের পুত্রের হাওয়ালে করিলেন, এবং আপনিও কাবোল দেশে গেলেন। এই সময় কজলবাসের ফৌজেরা কন্ধারে আসিয়া উপদ্রব করিল, ও ঐ সময়ে তহমাস্পের পুত্র মরিল। এই কারণ মহম্মদ হুমায়ু পুনর্ব্বার কন্ধারে আসিয়া ঐ কজলবাসের ফৌজদিগকে দূর করিয়া আপনি পুনর্ব্বার কাবোলে গেলেন, সেখানে ফৌজ জমা করিয়া মীরজা কামরানের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে কাবা পাঠাইয়া দিলেন। মীরজা অস্করিও কাবা প্রস্থান করিয়াছিলেন, পথে তাঁহার মৃত্যু হইল, ও মীরজা হেন্দাল বিষ খাইয়া মরিলেন। ইহাতেই মহম্মদ হুমায়ুর এবং তাঁহার বেরাদারির সেখানে যত প্রাচীন ও নব্য সৈন্য ছিল, সকলে আসিয়া ইহাঁর কাছে উপস্থিত হইল। ইহাতে বাদশাহ কাবোলহইতে প্রস্থান করিয়া সেকন্দর শূরকে পরাজয় করিয়া লাহোর ও সিন্ধু অধিকার করিলেন। সেখানে অনেক ধন পাইয়া দিল্লীতে আসিয়া তক্তে বসিলেন এবং খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারী করিলেন।

তাহার পর হিন্দুস্থানেরও অনেক কিল্লা ফতেহ হইল। তাহার পর তিনি এক দিবস সিঁড়িহইতে নামিতেছেন, এই সময়ে আজ্জার শব্দ শুনিয়া তথাহইতেই তটস্থ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিলেন, পশ্চাৎ নামিবার উপক্রম করিতেই তথাহইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাঁর এই বারের বাদশাহি কেহ২ দশ বৎসর লিখে, কেহ বা ১০ দশ মাস লিখে; কিন্তু অঙ্কের মিলনের কারণ আমি দশ মাস গ্রহণ করিলাম।

তাহার পর তাঁহার পুত্র সোলতান জলালুদ্দীন মহম্মদ অকবর বাদশাহ হইলে বয়রম খাঁ. খানখানার পরামর্শে লাহোরের নিকটে কালানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ নয় শত তেষট্টি হিজিরি সনে জলুস করিলেন, ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন, খোৎবা ও সিক্কা আপন নামে জারী করিলেন; হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাত প্রভৃতি অনেক দেশ ও অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন, ও অনেক প্রধান লোক স্বতঃ ইহাঁর অনুগত হইল। আর অকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহার নামেতেই জয় হইতে লাগিল, কখন কোন স্থানে ইহাঁর পরাজয় হয় নাই। পরে খানখানা বয়রম খাঁ কোন বিষয়ে বাদশাহের কিছু আজ্ঞোল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অতএব বাদশাহ তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন, আপনি অতিবৃদ্ধ হইলেন, অতএব সম্প্রতি কাবা প্রস্থান করুন, আপনকার পুত্র মুনিয়ম খাঁ উজীরী করুন। বাদশাহ তাঁহাকে এই রূপ কহিয়া অতি বড় মর্য্যাদাপূর্ব্বক তাঁহাকে কাবা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার

পুত্র মুনিয়ম খাঁকে খানখানা খেতাব দিয়া উজীরী কর্ম্মে রাখিলেন। পরে প্রয়াগে ইলাহাবাদ নামে এক কিল্লা করিয়া প্রায় সেই খানেই থাকিতেন, ও প্রয়াগের জল বিনা অন্য জল পান করিতেন না, এবং অকবরাবাদ নামে এক শহর আবাদ করিয়া এক কিল্লা সেখানে করিলেন ও সলতনৎ সকল প্রায় সেখানেই থাকিত; মর্ম্মঠভট্ট প্রভৃতি অনেক দেশীয় নানা শাস্ত্রজ্ঞ অনেক পণ্ডিতদের সহিত ও ফয়জী ও অবুলফজল ও হকীম অবুল ফতেহ প্রভৃতি অনেক মওলানদের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় কথার আমোদে থাকিতেন, ও অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রের ফারসীতে তর্জ্জমা সেই কালে হয়। এই রূপে নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞানজন্য পারমার্থিক বুদ্ধিপ্রতিভাতে মহম্মদের মতে অনাস্থা করিয়া মনে২ হিন্দুদের মতেই আস্থা করিতেন; অতএব ইরান ও তুরানের রাজারা ইহাঁকে অনুযোগ করিয়া লিখিতেন। সেই সময়ে আর ২ দেশেও এমত পণ্ডিত ও মহাপুরুষ সকল হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদের করা শাস্ত্র ও মত সকল এখনও লোকে প্রচররূপ আছে, ও ইহারি করা আইনের মতে এখনো অনেক রাজকীয় ব্যাপার হইতেছে। পরে স্বজাতীয় অনেক বেগম থাকিতেও এক হিন্দু রাজাকে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার এক কন্যা আপনি বিবাহ করিলেন, সে রাণী অন্তঃপুরে হিন্দুদের মতানুসারে সূর্য্যার্ঘ্য দানাদি দেবপূজা নিত্য করিতেন। ঐ রাণীর পুত্র জাহাঁগীর যিনি ইহার পর বাদশাহ হইবেন। আর যে মহাপুরুষের বার্ত্তা শুনিতেন, সে মহাপুরুষের নিকটে

যাইবার দুই ক্রোশ থাকিতে সকল লোক রাখিয়া পদব্রজে আপনি তাঁহার স্থানে গিয়া তাঁহাকে বিনয় প্রার্থনাদি করিতেন, ইহাতেই কোন মহাপুরুষের প্রসাদে ইহার পুত্র হয়। পরে ইহার সভাতে তানসেন নামে এক অতি বড় গায়ক ছিলেন, তাঁহার করা গান প্রকাশেতে এখনও গায়কেরা গান করে, ও পূর্ব্বে যে২ দেশে যে২ হাকিম থাকিতেন, তাঁহারাই স্বস্বদেশে আপনাকে বাদশাহ করিয়া জানিতেন. ও কেহ কখনও জমাবন্দি ও পেশ কোশ রূপে কিছু খাজানা দিতেন। এই বাদশাহ একৈক প্রদেশকে একৈক সুবা করিয়া তাহার হাকিম একৈক সুবেদার করিলেন, তদবধি তত্তৎ প্রদেশীয় রাজারা জমীদার নামে কথিত হইল। ও রাজা তোড়মল্ল নামে ক্ষত্রিয় জাতীয় এক প্রধান মন্ত্রী প্রায় হিন্দুস্থানীয় সকল দেশের জমী জরিপ করিয়া জমাবন্দি করিলেন। সেই অবধি প্রত্যেক সুবাতে কানুনগোই সিরস্তা ও বাদশাহী একৈক অশ্বশালা ও একৈক হস্তিশালা মোকরর হইল। আর ইনি দামি হিসাবে মুনসব নিয়মিত করিলেন। আর বীরবর নামে এক মাথুর ব্রাহ্মণ ইহার সভাসদ ছিলেন, তিনি অতি বড় উপস্থিতবক্তা ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার সহিত অকবর বাদশাহ প্রায় সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও অন্যোপদেশ প্রভৃতি নানাবিধ সালঙ্কার বাক্যেতে আমোদ করিতেন। তাঁহাদের সেই সকল খোশ গল্প এখনও অনেক লোক করিয়া থাকে। ইনি ফয়জীকে ছদ্মরূপে কাশী পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা অনেক সংস্কৃত বিদ্যার আহরণ করিয়াছিলেন।

আর ইহাঁর সভাতে কবিগঙ্গ প্রভৃতি অনেক দ্রুতকবি ভাট ছিল, তাহার মধ্যে কবিগঙ্গ বড় কবি ছিল। তাহার করা অনেক দোঁহা ও কবিতা এখনও লোকতঃ প্রচার আছে। আর শাহ অকবর উদ্দাম দাতা ছিলেন; এক২ দিনে কোটি টাকা দান করিতেন, এ রূপ দান প্রায়ই মধ্যে২ করিতেন; আর ইনি গোমাংস ভক্ষণ করিতেন না, এবং কিল্লার মধ্যেতেও গোবধ বারণ করিয়া দিয়া ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তদবধি এখনও তাঁহার কিল্লাতে গোবধ হয় না। আর তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য গুণজ্ঞতা গুণগ্রাহকতা দোষত্যাগিতা শিষ্টসমাদরকারিতা দুষ্টবিনাশকারিতা বিদ্যামোদিতা দীনদয়ালুতা দুঃখিজন-বন্ধুতা ধনিজনরক্ষকতা বক্তৃতা রসিকতা দাতৃতা ধার্ম্মিকতা প্রজামনোরঞ্জকতা সাহসিকতা সদোৎসাহিতা নিত্যোদ্যম-কারিতা মাতৃপিতৃভক্ততা পরমেশ্বরানুরাগিতা প্রভৃতি উত্তম গুণের কথা আমি কত লিখিব? ইহাঁর অনেক তওয়ারিখ আছে, তাহাতে সে সকল কথার বিস্তার আছে। ইহার বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব? শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে তাহাতে সে সকল কথার বিস্তার আছে। ইহাঁর বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব? শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে অকবর শাহের সমান সম্রাট আর কেহ হন নাই।

---

৪ সংখ্যা।

বাণিজ্য।

ভিন্ন ২ জাতির ব্যবহার যোগ্য নানাবিধ দ্রব্যের যে পরস্পর বিনিময় করণ তাহাকেই বাণিজ্য কহে সকল দেশেতেই এক প্রকার বস্তু উৎপন্ন হয় না কিন্তু পরস্পর বিনিময় করিলে সকল দেশীয় লোকেতেই সকল দেশোৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করিতে পারে. উষ্ণ দেশ ব্যতিরিক্ত এদেশে তুলা জন্মে না আমেরিকা দেশের ক্ষেত্রে তুলা জন্মে কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা এতদ্দেশীয় লোকের ন্যায় সহজে সূত্র বা বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না কারণ আমাদের উক্ত বিষয়ের নিমিত্তে অনেক উত্তম ২ যন্ত্র ও অধিক নৈপুণ্য আছে অতএব তাহাদের পক্ষে এই উত্তম হয় যে এস্থানে তাহারা তুলা পাঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি বস্ত্র গ্রহণ করে এবং এই রূপ ব্যবহারেতে আমরা উভয়েই সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি. পুনশ্চ পশ্চিম ভারত বর্ষ হইতে চিনি ও চীন হইতে চা আসিয়া থাকে উক্ত উভয় দ্রব্য ঐ উষ্ণ স্থান ব্যতিরিক্ত ইংলণ্ড দেশে কোন রূপে উৎপন্ন করা যায় না এই রূপ পোর্ত্তুগীশ ও অন্য ২ দক্ষিণ দেশ হইতে যে কমলা লেবু আইসে তাহাও এস্থানে জন্মে না কিন্তু ছুরি কাঁচি ও বস্ত্র যে বস্ত্র চীন ও পশ্চিম ভারতবর্ষ এবং পোর্ত্তুগীশস্থ লোকদের অপেক্ষা অল্প মূল্যে অথচ উত্তম রূপ নির্ম্মাণ করিতে পারা যায় এই সকল দ্রব্যের বিনিময় অর্থাৎ বদল দিয়া চিনি প্রভৃতি দ্রব্য প্রাপ্ত হই

এই প্রকারে আপন২ দেশে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা অপেক্ষা বিনিময় করিলে উভয়ের অধিক লাভ হইতে পারে।

বাণিজ্য নিমিত্তে জল অতি উপকারক হইতেছে, সমুদ্রকে আপাততঃ বোধ হয় যে নানা প্রকার দেশকে ভিন্ন২ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু বাণিজ্য বিষয়ে সমুদ্র সমুদয় দেশকেই একত্র করিয়া রাখে যদি আমেরিকা ও আমাদের দেশের মধ্যবর্ত্তি স্থানে কেবল ভূমি মাত্র থাকিত অর্থাৎ সমুদ্র না থাকিত তবে আমরা তুলা প্রাপ্ত হইতাম না কারণ শকট দ্বারায় তুলা আনিতে হইলে তাহার মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় বিবেচনা কর যে একখান জাহাজে যে দ্রব্য আইসে সেই দ্রব্য শকটে আনিতে হইলে কত অশ্বেতে আনিতে পারে অধিকন্তু ঐ সকল অশ্ব যত দিন পথে থাকিবে তত দিন তাহারা আহার ও বিশ্রামও করিবে কিন্তু জাহাজ টানিবার অশ্ব বায়ু হইয়াছে এবং তাহাতে এক খান পাইল বিস্তারিত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যয় হয় না জাহাজ সর্ব্বদা জলের উপর থাকাতে শকটের ন্যায় ভূমির উপর টানা অপেক্ষা জাহাজ সহজেতেই বিচলিত হয় তন্নিমিত্তে জল দ্বারায় দ্রব্যাদি আনাইবার নিমিত্তে অনেক২ স্থানে খাল খনন করা গিয়াছে. জলের উপরিস্থ একখান এত বোঝাই বজরা একটা অথবা দুইটা অশ্বেতে অনায়াসেই টানিতে পারে যে তত বোঝাই বজরা ভূমির উপর থাকিলে তাহা দ্বিগুণ অশ্বেতে একবার নাড়াইতেও পারে না. ইহা কত পাপ ও দোষ জনক হয় যে ভিন্ন২

জাতীয়েরা বাণিজ্য না করিয়া পরস্পর ঈর্ষ্যা দ্বারা যু
করিতে প্রবৃত্ত হয় কারণ বাণিজ্য করিলে উভয়েই ধনি
হইতে পারে ও লাভ করিতে পারে কিন্তু ইহার বিপথগামির
প্রতি পরমেশ্বর কর্তৃক উত্তম ২ দান বৃথা দত্ত হয়।

---

৫ সংখ্যা।

পাপের বিষয়।

পাপ হইতে যে কুফল জন্মে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা
করি।

ঈশ্বরের গোচরে পাপ কি ইহা বিবেচনা কর।
জগদীশ্বরের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাঁহার গুণ সমূহ ও রাজ্য
শাসনের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা সেই পাপ। পরমেশ্বর যে
কোন অভিমত প্রকাশ করেন পাপ তাহার প্রতিবন্ধ-
কতা করে ও যে কোন আজ্ঞা দেন পাপ তাহা পদ-
দলিত করে। এ জন্য পাপ অপেক্ষা ঈশ্বরের বৈরক্তি
জনক অন্য কিছু নাই এবং এ জন্য ইহাকে ঈশ্বরের
ঘৃণার্হ্য ও গর্হ্য দ্রব্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছে।

মনুষ্যদিগের প্রতি পাপ কি করে তাহা বিবেচনা কর।
হায় ২ মনুষ্যের প্রথমাবস্থা ও বর্ত্তমানাস্থা কত স্বতন্ত্র।
পাপ হইতেই এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। পাপ মনুষ্যদের
মহিমারূপ বস্ত্র নষ্ট করিয়াছে ও গৌরবরূপ মুকুট অপহরণ
করিয়াছে। মনুষ্যের আত্মার বিষয় বিবেচনা কর। পাপ
এই আত্মাকে অপমানিত ও কলঙ্কযুক্ত ও ঈশ্বরের সাদৃশ্য

বিহীন ও তাহা হইতে পৃথক্ করিয়াছে। পাপ মনুষ্যের মনে ইন্দ্রিয় গণের প্রবলতা ও যন্ত্রণাদায়ক ভাবনা ও আন্তরিক ভয় ও দুঃখজনক পরিতাপ উৎপন্ন করিয়াছে। মনুষ্যের দেহের বিষয় বিবেচনা কর। এই দেহ পূর্ব্বে অমর ও নিখুঁত এবং নীরোগ ছিল। কিন্তু পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্ব জীবের অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে। এবং এই ক্ষণে স্ত্রীগর্ভজাত মনুষ্য অত্যল্পকালজীবী ও অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত হইয়াছে। মনুষ্যদের তাবৎ সুখ দুঃখগ্রস্ত ও তাবৎ মঙ্গল শাপগ্রস্ত। পৃথিবীতে এইক্ষণে যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ও যুদ্ধ ও মারীভয় ও দুর্ভিক্ষাদি জন্য মনুষ্যগণ যে২ দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করে সে সকল যদি একেবারে দৃষ্টি গোচর হইত তবে যে পাপরূপ শত্রু এই সকল গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটায় তাহার বিষয়ে কিরূপ বোধ হইত।

পাপহইতে ইহলোকে পূর্ব্বোক্ত অমঙ্গল সমূহ ঘটে। কিন্তু পরলোকও আছে; আর ইহলোক ধ্বংস হইলেও লোকান্তর চিরকাল থাকিবে। সেখানে পাপের ভয়ানক দুঃখরূপ ফল সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইবে। পাপ হেতুকই নরকের নির্ম্মাণ, পাপহইতে তত্রস্থ অমর কীটের উৎপত্তি, পাপদ্বারা অনির্ব্বাণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এখন শুন, আমি যাহা কহি তাহা বালকেরাও বুঝিতে পারে। যদি ঈশ্বর ন্যায় পূর্ব্বক এই রূপ শাস্তির কথা কহিতে পারিয়াছেন, তবে অবশ্যই ন্যায় পূর্ব্বক শাস্তি প্রদানও করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি ন্যায় পূর্ব্বক এই রূপ শাস্তি দিতে পারেন তবে পাপীও এই রূপ শাস্তির যোগ্য

বটে ইহা স্থিত হইল এবং যদি পাপী এইরূপ শাস্তির যোগ্য হইল তবে পাপকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ বস্তু জ্ঞান করা আমাদের উচিত।

৬ সংখ্যা।

১৭৫৫ শালে লিস্‌বান নগরের আশ্চর্য্য ভূমিকম্প।

উক্ত শালে নবেম্বর মাসের প্রথম দিবসে অপূর্ব্ব প্রাতঃকাল দৃষ্ট হইয়াছিল ঐ দিবসে সূর্য্য সম্পূর্ণ রূপে কিরণ বিতরণ করেন, ও গগণ মণ্ডল অতি নির্ম্মল এবং সুস্থির ছিল, ঐ দিবসে উক্ত বহুজন যুক্ত ও ধনি এবং বর্দ্ধিষ্ণু লিসবান নগর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে ঘটনা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের দুঃখের ও নাশের কারণ হয় ঘটনার কোন চিহ্ন পূর্ব্বে জানা যায় নাই।

উক্ত সাংঘাতিক দিবসীয় দশ ঘটিকা সময়ে আমি নিজ গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম ইতোমধ্যে একখান পত্র লিখিয়া সাঙ্গ করিবা মাত্রেই আমি যে টেবিলের উপর লিখিতেছিলাম ঐ টেবিল অল্প২ কাঁপিতে আরম্ভ হইল তৎকালীন কিঞ্চিৎও বায়ুর গমনাগমন দৃষ্ট না হওয়াতে ঐ বিষয় দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আমি এই বিষয়ের কারণান্বেষণের চিন্তা করিবার সময় বাটীর মূল অবধি সমুদয় কাঁপিতে আরম্ভ হইল তাহাতে একবার এরূপ জ্ঞান হইল যে বুঝি পথের শকটের ধ্বনিতেই এই রূপ হইতেছে কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বোধ হইল যে ঐ শব্দ দুরস্থ

বজ্রের শব্দের ন্যায় ভূমির নীচে হইতেছে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সকল হইল। আমিও কিঞ্চিৎ ভীত হইলাম কারণ আমার মনেতে হঠাৎ এরূপ উপস্থিত হইল যে এই শব্দ বুঝি ভূমিকম্পের পূর্ব্ব চিহ্ন হইবে। পরে আমি হস্ত হইতে কলম ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত সত্বর হইলাম এবং এরূপ শঙ্কিত হইলাম যে এক্ষণে আমি এই গৃহ মধ্যে থাকি কি বাহিরে গমন করি কিন্তু ঐ নগরের অট্টালিকাদি সমুদয় বাটী এককালে পতিত হইয়া একটা আশ্চর্য্য শব্দ হওয়াতে বোধ হইল যে যেন হঠাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। আর আমি যে গৃহমধ্যে ছিলাম সে গৃহ এত অধিক কাঁপিতে আরম্ভ হইল যে তাহার উপরিস্থ গৃহ তৎক্ষণাৎ পতিত হইয়া গেল এবং আমার সেই একতালা ঘর তৎকালে একেবারে ভূমিতে পতিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাবৎ বস্তু স্ব২ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল ও অতি কষ্ট দ্বারা আমি পদদ্বয় সুস্থির করিয়াছিলাম।

তৎকালীন আমার অন্য কোন বোধ না হইয়া কেবল ইহাই বোধ হইল যে চাপা পড়িয়া প্রাণ বিয়োগ হইবে, কারণ সমুদয় দেওয়াল ভয়ানক রূপে ইতস্তত চলিতে ও কোন২ স্থান ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল ও বৃহৎ প্রস্তর সকল বিদীর্ণ হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছিল, ও বরগা সকল দেওয়াল হইতে অতি দূরে২ ছটকিয়া গেল এবং অতি অল্প কালের মধ্যে আকাশে এরূপ অন্ধকার হইল যে তাহাতে আর কিছুমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং চূণ ও ধূলির পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল

পড়াতে আর কেহ২ কহে যে গন্ধকের বাষ্পদ্বারা অত্যন্ত মেঘোদয় হওয়াতে ঠিক যেন মিশর দেশের অন্ধকারের ন্যায় হইয়াছিল, সে যাহা হউক, প্রায় দশ মিনিট অর্থাৎ ২৫ পল পর্য্যন্ত আমার নিশ্বাস রোধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।

পশ্চাৎ যখন ঐ অন্ধকার নষ্ট ও কম্পের বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, তখন প্রথমে একটি স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গে ধূলি যুক্ত ও অত্যন্ত মলিন ও একটী শিশু ক্রোড়ে করিয়া আমার মেজের উপর অত্যন্ত কম্পিত হইয়া উপবিষ্ট দেখিলাম, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি কি রূপে এস্থানে উপস্থিত হইলে, কিন্তু তিনি তাহার বৃত্তান্ত কহিতে পারিলেন না, অত্যন্ত কষ্ট পূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই পৃথিবী রসাতল হইয়াছে কি না, ইহা তোমার বুদ্ধিতে কি হয়, আরও তিনি কহিলেন যে আমার নিশ্বাস রোধ হইয়াছে এবং কিঞ্চিৎ পানীয় দ্রব্য ও যাচ্ঞা করিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম যে তুমি তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা না পাইয়া এক্ষণে যাহাতে জীবন রক্ষা হয় তাহারি চেষ্টা পাও; কারণ এই বাটী আমাদের মস্তকোপরি পতিত হইতেছে এবং পুনর্ব্বার এরূপ কম্প হইলে আমাদিগকে পৃথিবীর নীচে যাইতে হইবে এই কথার পরেতেই ঐ স্ত্রীলোকের হস্ত ধরিয়া অতি ত্বরায় নীচে নামিয়া আইলাম, ও টেগস নামক নদীতে গমনাগমনের যে পথ তাহাতে তৎক্ষণাৎ যাইতেছিলাম, কিন্তু বৃহৎ বাটী সকল পড়িয়া ঐ পথ রুদ্ধ হওয়াতে পুনর্ব্বার ফিরিলাম, ও আসিবার

কালীন বৃহৎ২ ভগ্ন বাটীর উপর দিয়া ঐ স্ত্রীলোককে আনিতে অনেক ক্লেশ হইয়াছিল, এবং আসিবার কালীন এক স্থানে এরূপ ঘটিল যে হস্ত পদ উভয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে সেস্থানে উঠা যায় না, তন্নিমিত্তে উক্ত স্ত্রীলোককে কহিলেন যে আমার হস্ত ত্যাগ কর তিনিও হস্ত ত্যাগ করিয়া আমার দুই তিন পাদ পশ্চাতে থাকিলেন এই সময়ে একটা ভগ্ন দেওয়াল হইতে একখান অতি বৃহৎ প্রস্তর পড়াতে ঐ স্ত্রী লোক ও তাহার বালক একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। আমিও ঐ সময়ে এক অতি ক্ষুদ্র পথ যাহার দুই পার্শ্বে অতি উচ্চ চারি পাঁচ তালা পুরাতন অট্টালিকা ছিল সেই পথ দিয়া চলিলাম, ঐ সকল বাটীর মধ্যে তৎকালীন প্রায় অনেকেই পতিত হইয়াছিল এবং কতগুলি পড়িতেছে তাহাতে পথিক লোকের প্রতি পদে অর্থাৎ পায়২ মৃত্যু ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, আর উক্ত পথে দেখিলাম যে, অনেকেই মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কতগুলি লোকের শরীরে এরূপ ক্ষত ও আঘাত হইয়াছিল যে তাহাদের অগ্রেতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও অর্থাৎ ঐ সকল ভগ্ন বাটী তাহারদের উপর পড়িবার কালীনও তাহারা সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, জগতের এই রীতি যে, সকল অপেক্ষা আত্মার রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম, তন্নিমিত্তে আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য ছিল তদনুসারে সত্বর হইয়া গমন করিলাম কিঞ্চিৎ পরেই ঐ অতি অপ্রশস্ত পথ হইতে মুক্ত হইয়া

সেন্টপাল নামক গ্রিজার সম্মুখে অনাবৃত স্থানে উপস্থিত হইলাম, এবং সে স্থানে আসিয়া আমার সমুদয় উদ্বেগ দূর হইল। আমি উপস্থিত হইবার কিছু পূর্ব্বেতে ঐ গ্রীজা পতিত হইয়া তাহার মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগকে একেবারে সমভূমি করিয়াছে, সে স্থানে থাকিয়া চিন্তা করিলাম যে এক্ষণে আমি কি করি, কিন্তু আমার উদ্বেগ দূর না হওয়াতে সেই স্থানের নদীর দিগে যাইবার নিমিত্তে ঐ গ্রীজার পশ্চিম অংশে উঠিলাম, আমার সেখানে যাইবার তাৎপর্য্য এই যে পুনর্ব্বার কম্প উপস্থিত হইলে আমি ভগ্ন বাটীহইতে যত দূরে থাকিতে পারি সেই ভাল হয়।

আমি অতি কষ্টেতে নদীতীরে যাইয়া দেখিলাম যে সেস্থানে নানা প্রকার লোক কি ধনী কি নির্ধন এবং স্ত্রী ও পুরুষ অর্থাৎ নানাবিধ লোক আসিয়াছে। ঐ সকল লোক অর্থাৎ যাহারা এই নিরুদ্বেগ স্থানে একত্র হইয়াছে তাহারা আসন্ন মৃত্যুর ন্যায় মূর্ত্তি হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছিল এবং অনেকেই বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক ঈশ্বর নিকটে রক্ষা ও কৃপার নিমিত্তে নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছিল।

ঐ রূপে আরাধনা করিতে২ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প বেগে পুনর্ব্বার কম্প উপস্থিত হইল, এবং ঐ কম্পেতে পূর্ব্বের অবশিষ্ট ছিন্নভিন্ন যে কিছু গৃহাদি ছিল তাহা সমুদয় নষ্ট হইয়া গেল, তৎকালীন, তাবৎ লোক একে কালে এরূপ ভীত হইল যে অনেক দূরের ক্রন্দন ও উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি সুস্পষ্টরূপে শুনা যাইতে লাগিল, এবং

আরও শুনা গেল যে গ্রাম্য গ্রীজা পতিত হইয়া অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, ঐ কম্পের বেগ এত অধিক হইয়াছিল যে আমার দুই জানুর কম্প কোন রূপে নিবারণ করিতে আমি সমর্থ হইলাম না, এবং ঐ কম্পের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভয়ানক বিষয়ের যোগ ছিল।

হঠাৎ শুনা গেল যে সমুদ্র উথলিয়াছে, অতএব আমরা, সকলেই মারা পড়িলাম, আমি তাহাতে টেগস নামক নদীরদিগে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম যে ঐ দুই ক্রোশ বিস্তৃত নদী বায়ু ব্যতিরেকে আশ্চর্য্য স্ফীত হইতেছে, পরে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখা গেল যে একটা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া জল আসিতেছে, এবং ঐ জল মহাশব্দ পূর্ব্বক সফেণ হইয়া নদীর কূলে অতিবেগ পুরঃসর আসিতে লাগিল, তাহাতে আমরা আপন ২ প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে সাধ্যানুসারে দৌড়িয়া চলিলাম। পরন্তু ঐ জলেতে অনেক লোককে একেবারে ধূয়ে লইয়া গেল, কিন্তু আমি অতি কষ্টেতে প্রাণ রক্ষা করিলাম, যদ্যপি একটা বৃহৎ কড়িকাটকে দৃঢ়রূপে না ধরিতাম তবে আমি নিশ্চিন্তই মারা পড়িতাম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ জল পুনর্ব্বার সে স্থান হইতে সমান বেগে সরিয়া যায় নাই এপর্য্যন্তই ঐ কড়ি-কাট অবলম্বন করিয়াছিলাম।

ভূমিতে যেরূপ বিপৎ সমুদ্রেতেও সেই রূপ বিপৎ দেখিয়া আমি স্থির করিতে পারিলাম না যে প্রাণরক্ষার নিমিত্তে কোন্ স্থানে পলায়ন করিব, অতএব সেণ্টপাল নামক গ্রীজার সম্মুখে পুনর্ব্বার যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলাম।

পরে সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলাম যে জাহাজ সকল যেন অত্যন্ত ঝড়েতে ডুবিতেছে এবং কতগুলি জাহাজের কাছি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে ও কতগুলা টেগস নদীর এক পার হইতে অন্য পারে গমন করিয়াছে আর কতগুলি অতিবেগে ঘুরিতেছে এবং কতগুলি বৃহৎ ২ নৌকা একেবারে উবুড় হইয়া পতিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল হওন কালীন বায়ু লেশও ছিল না। এই সময়ে ঐ নদীর একটা নূতন ঘাট যাহা উচ্চ নীচ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল সেই ঘাট এবং তত্রস্থ লোক সকলকে সমুদ্র আসিয়া একেবারে গ্রাস করিল যে সকল লোক আপন ২ প্রাণরক্ষার নিমিত্তে ঐ স্থানে আসিয়াছিল এবং যাহারা এরূপ প্রবোধ পাইয়াছিল যে এস্থানে থাকিলে প্রাণরক্ষা পাইতে পাবে আর ঐ ঘাটের নিকটে যে সকল নৌকা ও ছোট ২ জাহাজ লঙ্গর করা ছিল এবং ঐ জাহাজে প্রাণরক্ষার নিমিত্তে যে সকল লোক পলায়িত হইয়াছিল এ সমুদয়কে একেবারে একটা জলের ঘূর্ণা আসিয়া গ্রাস করিল তাহারদিগকে পুনর্ব্বার আর দেখা গেল না।

কিন্তু উক্ত ভয়ানক ব্যাপার আমি স্বচক্ষুতে দেখি নাই, কারণ আমি যেস্থানে ছিলাম তাহা হইতে আদ্‌পোয়া অন্তরে এই ব্যাপার হইয়াছিল, কিন্তু অনেক ২ জাহাজাধ্যক্ষ যাহারা ঐ সমুদয়ের বিনাশ দেখিয়াছে তাহারদের প্রমুখাৎ সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইলাম, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন যে দ্বিতীয় বার কম্পেতে দেখিলাম

যে যেমন বায়ুর আরম্ভেতে সমুদ্র ঢুলিতে থাকে সেই রূপ সমুদয় নগর ঢুলিতেছে এবং পৃথিবীর কম্প এতো অধিক হইয়াছিল যে নদীর মধ্যে যে সকল লঙ্গর বিদ্ধ ছিল তাহাদিগকে জলের উপর ভাসিতে দেখা গেল. এই চমৎকার কম্প হইবামাত্রেই নদীর জল একেবারে প্রায় ২০ পদ উচ্চ হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেই রূপই হয়, তৎকালীন যে ব্যক্তি দেখিল যে ঐ ঘাটের উপর কতগুলা ডুবা মনুষ্য রহিয়াছে এবং ঐ ঘাটের নিকটে যে সকল নৌকা ও জাহাজ ছিল. তাহারা এরূপ গভীর স্থানে নিমগ্ন হইয়া গেল যে. পশ্চাৎ তাহাদের ছিন্ন ভিন্নের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

আমি সেন্টপাল নামক গীর্জার চতুঃসীমার মধ্যে পদার্পণ করিবা মাত্রেই তৃতীয়বার ভূমিকম্পের চিহ্ন পাইলাম পূর্ব্বের দুই কম্প অপেক্ষা তৃতীয়বার কম্পের বেগ কিঞ্চিৎ অল্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমুদ্র পুনর্ব্বার উথলিয়া উঠে পরন্তু যেমন উঠে সেই রূপ তৎক্ষণাৎ সরিয়া যায়। জল এমন বেগে ও নিঃশেষে সরিয়া গেল যে, যে সকল জাহাজ তৎকালীন সাত বাও জলের উপর ভাসিতেছি তাহারাই শেষে একেবারে শুষ্ক ভূমির উপর থাকিল।

তোমরা মনে করিতেছ যে ইহাতেই এবারকার কম্পের দুঃখ সমাপ্ত হইল. কিন্তু হায় হায়! সে দিনের দুঃখের বিবরণ এতো অধিক আছে যে তাহাতে এক খান গ্রন্থ সমাপন করা যাইতে পারে। সে দিবস সন্ধ্যার পর অন্ধকার হইলে আর একটা দুঃখ দেখা গেল, যাহ

পূর্ব্বের দুঃখ হইতে কিছু অল্প দুঃখদায়ক হইয়াছিল, সমুদয় নগর একরূপ উজ্জ্বল আলোকময় হইয়াছিল, যে তাহাতে অনায়াসে পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়, ঐ নগরের শত ২ স্থান একেবারে অগ্নিময় হইয়াছিল এবং সেই অগ্নি ক্রমিক ছয় দিবস অনিবার্য্যরূপে নিরন্তর দগ্ধ করে, অতএব পূর্ব্বের কম্প হইতে যাহারা প্রাণরক্ষা করে তাহারা পুনর্ব্বার এই রূপ কষ্টেতে পতিত হয়।

এই প্রকার অগ্নি যে পৃথিবীকে ভেদ করিয়া উঠিয়াছে তাহা আমি তৎকালীন জানিতে পারি নাই, ১ নবেম্বর আলসেন্টস ডে অর্থাৎ এক প্রকার উৎসবের দিন হওয়াতে তাবৎ গ্রীজা ও মন্দিরস্থ বেদিতে নানা প্রকার প্রদীপ ও বাতিদ্বারা আলো করা গিয়াছিল, ঐ সকল প্রদীপ ও বাতি পর্দা ও কাষ্ঠেতে কম্পদ্বারা পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ গৃহ সকলে ধরিয়া যায় এই প্রকারে নগরের তাবৎ দ্রব্য অর্থাৎ তাবৎ বহুমূল্য দ্রব্য নষ্ট হয়।

যে সকল লোক দগ্ধ হয় আর পতিত গৃহ খনন করাতে যে সকল লোক উঠে তাহাদের স্থান সংখ্যা ৬০০০০ ছয় হাজারের ও অধিক হইবে, এই অতি ধনি মহানগর কেবল এক নষ্ট দ্রব্যের রাশির ন্যায় হইয়াছিল, এবং ধনি ও নির্ধন ব্যক্তিরা সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও সহস্র ২ মনুষ্য যাহারা পূর্ব্বদিন স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছে তাহারাই পরদিন সমুদয় সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া মাঠেতে ছন্নাকার হইয়া কালযাপন করে, এবং তৎকালীন এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে তাহাদের কোন রূপে উপকার করে।

৭ সংখ্যা।

মিথ্যা কথার বিষয়।

হে যুবক বন্ধুগণ নিরন্তর সত্যকথা কহা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ সৌভাগ্যক্রমে বালককালাবধি সত্য কথা কহিতে অভ্যাস করিলে বোধ হয় তোমাদের সেই অভ্যাস যাবজ্জীবন থাকিবেক। যদ্যপি এখন মিথ্যা কথনে ও প্রবঞ্চনা করণে শঙ্কাশূন্য হও তবে যত বয়োবৃদ্ধি হইবেক উত্তরোত্তর অধিক প্রবঞ্চক হইবা। কোন কুক্রিয়া করিলে তাহা গোপনার্থে মাতা পিতা কিম্বা শিক্ষকাদির নিকটে মিথ্যা কহিতে মনের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে কিন্তু এমন প্রবঞ্চনার বিষয়ে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক তোমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যেহেতু এ রূপ করিলে এক দোষের জন্যে অন্য দোষ করা মাত্র হয় এবং তাহাতে তোমাদিগের আচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মন্দ হইবেক যদ্যপি তোমরা সরল ভাবে স্বদোষ প্রকাশ কর তবে কেহ ঐ দোষের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেক না এমন প্রায় বোধ হয়, কিন্তু কোন দোষ করিয়া যদি মিথ্যা বাক্য দ্বারা গোপন করিতে সচেষ্টিত হও তবে পশ্চাৎ তাহা প্রকাশ পাইলে তোমাদের গুরুতর দণ্ড হইবে। মিথ্যা কথা দ্বারা দোষ সংগোপন করিতে মনের যে কুপ্রবৃত্তি তাহা হইতে মুক্ত হইতে যদি বাসনা কর তবে যথাসাধ্য দোষ করণে ক্ষান্ত হও। আপনার পা

অভ্যাস ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নবান হও, আর অনুচিত ব্যবহার ও অনিষ্টকারি ক্রীড়া করিও না এবং আপন মাতা পিতা ও শিক্ষকের বাক্য সাবধান পূর্ব্বক প্রতিপালন করহ। যদি তোমার সঙ্গিগণ কদাচার ও কুকর্ম্মশালী হয় তবে তাহারা আপন দোষ সম্বরণের নিমিত্তে তোমাকে মিথ্যা কথা কহিতে বলিবে আর যদি তুমি তাহা না কহ তবে তাহারা তোমাকে তিরস্কার করিবে এবং অপবাদক বলিবে ইহা অসম্ভব নহে। অন্যের দোষের অনুসন্ধান এবং তাহা দর্শন মাত্রে প্রকাশ করা অতি অধম কর্ম্ম দুরাত্মার কর্ত্তব্য। কিন্তু যদ্যপি কেহ পরের দোষ গুণের বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন নিরুত্তর হওয়া অথবা সত্যকথা কহা উচিত হয়। সার কথা এই, যে সময়ে২ লাভের আশা কি ক্ষতির ভয় থাকিলেও কোন প্রকারে মিথ্যা কথা কহিও না। মিথ্যা কথা অধম ও ঘৃণার্হ স্বভাবের চিহ্ন। যদ্যপিও মিথ্যা কথা দ্বারা কখন২ ক্লেশ নিবারণ অথচ কিঞ্চিৎ লাভ হয় তথাপি এমত ফলভোগ করা তোমাদের অকর্ত্তব্য। এবং সেই মিথ্যা দ্বারা প্রাপ্ত ফল অচিরে বিনাশ পায় কেননা যে ব্যক্তিরা মিথ্যা কথা কহে তাহাদের শঠতা অবশ্যই ব্যক্ত হয়, এবং ব্যক্ত হইলে আর কেহ তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। মিথ্যা কথা হইতে অন্যান্য দোষের উৎপত্তি হয়। তাহাতে মনুষ্য গুণ ও তেজোহীন হওয়াতে সকলের কাছে তুচ্ছনীয় ও ঘৃণার পাত্র হয়। সত্য কথনে যে সকল ফল জন্মে তাহা এক্ষণে বিবেচনা কর।

নিত্য সত্যকথনে কি তোমার মনের সন্তোষ জন্মিবে না। মিথ্যাকথন রূপ অধম কর্ম্মে লিপ্ত হই নাই, ইহা মনে ভাবিলে কি আনন্দ জন্মে না। আর তৎপ্রযুক্ত অন্যের নিকটে সম্মান পাইলে কি অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় নাই। এবং সত্য হইতে সম্ভ্রমজনক অন্য কি আছে এবং যে বালক কি বালিকা কি পুরুষ কি স্ত্রীর বিষয়ে লোক বলে ইনি সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করেন সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মান্য ও সম্ভ্রান্ত আর কে আছে। তোমরা যুবা একজন্য সচ্চরিত্র কি রূপ সুখ-দায়ক ও উপকারজনক তাহা বুঝি এখনে উত্তম রূপে জ্ঞাত নহ। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে ঈশ্বরের সংগ্রহে শঠতাশূন্য ও সরল স্বভাব এক্ষণ অবধি হইলে, তোমরা যৌবন কালাবধি মিথ্যাতে ঘৃণা ও সত্যেতে প্রীতিকরণ বিষয়ক যে উপদেশ পাইয়াছ তাহা চিরকাল পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইবা। পরন্তু পরমে-শ্বরের বাক্যে মিথ্যা বিষয়ে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা স্মরণে রাখহ। হিতোপদেশ নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে মিথ্যাবাদিরা ঈশ্বরের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হয়। এবং প্রকাশিত বাক্য নামক গ্রন্থেও কথিত আছে যাহারা মিথ্যা কহে এবং মিথ্যাতে সন্তুষ্ট হয় তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। হে বন্ধুগণ এই সকল গুরুতর বচন স্মরণে রাখ, এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করিয়া সত্যেতে প্রবর্ত্ত না হইলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না ইহা কদাচ বিস্মৃত হইও না।

৮ সংখ্যা।

অবতীর্ণ হইতেছে দশমাবতার।
ঈশ্বর প্রসাদে হবে মূর্খতা সংহার
স্বরস্বতী বীনা যন্ত্র করিয়া ধ্বনিত।
করিবেন প্রজাগণে সর্ব্বদা মোহিত।
প্রণয় জ্ঞানের দাতা মদন গণেশ।
স্বস্বকর্ম্ম গুণে পূর্ণ রাখিবেন দেশ।

অনাদি পরম্পরা সিদ্ধ প্রাচীন প্রথা এই যে মনুষ্য এবং উদ্ভিদ্ জঙ্গম স্থাবর সকলেরই ধারা বাহিক ক্রমে পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে, যথা পৃথিবীতে বীজ রোপণ করিলে প্রথমে অঙ্কুর তদনন্তর শাখা পল্লব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃক্ষ তৎপরে মহাবৃক্ষ রূপে পরিণত হয় এবং ক্রমশ তাহাতে পুষ্প ফুল তন্মধ্যে বীজ জন্মে ও সেই বৃক্ষের নিয়মিত জীবন-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি হইলে তাহা শুষ্ক হইয়া নষ্ট হয় এবং তৎস্থান ও পূর্ব্ববৎ সমভূমি হইয়া যায় এই রূপে ক্রমাগত বীজ হইতে বৃক্ষাদির উৎপত্তি হইয়া অবশেষে বীজেতেই পরিনাম হইতেছে, এবং কাষ্ঠ পত্র পুষ্প ইত্যাদির ও পুনঃ২ উৎপত্তি বিনাশ দেখা যাইতেছে অতএব এই সকলের পরিবর্ত্ত যে রূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ মনুষ্য জাতিরও সেই রূপ হইয়া থাকে কিন্তু বাহ্য পদার্থের দৃষ্টান্ত আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তের সম্ভাবনা বোধে সেই পরিবর্ত্ত রীতি ব্যবহার ও মানসিক ভাব ইত্যাদির উপরে যে প্রকারে ঘটে তদ্বিষয়েই আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য।

ইউরোপীয় লোকেরা এতদ্দেশে উত্তীর্ণ হইয়া অবধি এদেশস্থ ব্যক্তিদিগের প্রাচীন সভ্যতা স্থির করিয়াছেন এবং তাহাদিগের এমত প্রতীতি হইয়াছে যে ভারতবর্ষস্থ জনগণ হইতেই প্রথমে সভ্যতার সৃষ্টি হয়; আর এই জাতীয় লোকদিগের উপরে যে রূপ বারম্বার আক্রমণ ও পরাভব হইয়াছে অন্যান্য জাতীয়দিগের প্রতি সেই রূপ হইয়া তাহাদিগের রীতি ব্যবহার ও রাজ শাসনের একেবারে বিপর্য্যয় হইয়াছে কিন্তু ইহাদিগের তাহা না হইয়া প্রাচীন রীতি ব্যবহার রাজ শাসন ধর্ম্ম জ্ঞান ও ঈশ্বরারাধনা ক্রমাগত অদ্যাবধি এই রূপ হইয়া আসিতেছে যেহেতু প্রথম আক্রমণ কর্ত্তা ঐ সকল বিষয় যে প্রকার দেখিয়াছিলেন তৎপর পর ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথ হয় নাই।

সম্প্রতি এতদ্দেশের অন্যান্য তাবৎ বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রীতি ব্যবহারাদির বিপর্য্যয় কেন হয় নাই এতৎ পত্রে তাহার কারণানুসন্ধান অনাবশ্যক এবং যদ্যপি অত্রস্থ ব্যক্তিদিগের মতও ঐ সকল ধর্ম্মজ্ঞানাদিও কোন ২ রাজকীয় ব্যবহার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত আছে তথাপি অন্য দেশীয় ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের এদেশ অধিকার হওয়াতে ব্যবহারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ও ইহাদিগের ধর্ম্ম অন্য দেশীয়দিগের কোন ২ মিথ্যা ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কোন দেশ ভিন্ন দেশস্থ অন্য জাতীয় লোক দ্বারা আক্রান্ত এবং পরাভূত হইলে যদ্যপিও যুদ্ধাদি দ্বারা তত্রস্থ শিল্পাদি ও শাস্ত্রাদির উচ্ছেদ হইয়া মহা অনিষ্ট হয়

তথাপি সেই পরাভবে তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের এক উপকার এই যে জয়কারিদিগের সভ্যতা হইতে কালক্রমে তাহাদিগের অসভ্যতা দূর হয় এবং পুনর্ব্বার দেশ সমৃদ্ধিকর শিল্পাদির বৃদ্ধি হয় কিন্তু ভারতবর্ষে বারম্বার রাজোপপ্লব হইয়াছে অথচ কিঞ্চিন্মাত্র তাদৃশ ফল দৃষ্ট হয় নাই ফলত ইহা স্পষ্ট প্রমাণ সিদ্ধ যে এতদ্দেশের পূর্ব্ব জয়কর্ত্তা মুসলমানেরা এদেশের লোকাপেক্ষা অধিক সভ্য কিম্বা অত্রস্থ ব্যক্তি-দিগের সদুপদেশ প্রদানে সক্ষম ছিলেন না সুতরাং অন্য দেশীয় লোক কর্ত্তৃক আক্রমণ দ্বারা ইহাদিগের সাহস বিদ্যা প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হওয়াতে ইহারা ক্রমে সকল জাতীয় লোকাপেক্ষা অত্যধম হইয়াছে।

ব্রিটন দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে আসিয়া প্রায় ৭৫ বৎসর গত হইল পরমেশ্বরেচ্ছাতে এদেশের রাজা হইয়াছেন এবং যদ্যপিও ঐ ৭৫ বর্ষ রাজত্ব মধ্যে তাহা-দিগের যত্নাভাবে প্রজাদিগের উন্নতি, ও অনায়াসে জীবিকো পায়, এবং স্ব স্ব বিষয়ানুসন্ধানের অর্থাৎ তাহাদিগের বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থার সদসদ্বিবেচনার ক্ষমতা হয় নাই তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইংরাজ-দিগের রাজত্ব হওয়াতে প্রজারা পুনঃ২ অন্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যদিও তাহারা রাজ্যারম্ভ কালে অতিশয় লোভী ছিলেন যাহা এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেওন অনাবশ্যক এবং স্মরণ করাইলেও আমা-দিগের সুখাসুখভাব হয় না, তথাপি এক্ষণে প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ইহাতে

আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক আমাদিগের পূর্ব্ব দুঃখ সমূহ গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলাম ।

যে সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ইহাদিগের রাজ্য শাসন পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন একণে তাঁহাদিগের অবশ্য বোধ হইয়াছে যে ঐ শাসন কর্ত্তারদিগের পূর্ব্বাভিলাষের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে যেহেতু তাঁহারা রাজ্য শাসনে সুনিয়ম প্রজাদিগের মঙ্গল চেষ্টা এবং দেশ মধ্যে বিবিধ বিদ্যা প্রচারার্থ বিশেষ যত্ন করিতেছেন ইহাতে এবং রাজকীয় কর্ম্মে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের নিয়ম হওয়াতে আমাদিগের বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে এবং শাসন কর্ত্তারা যে আরো অধিক উপকার করিবেন তাহাতে আশ্বাসও জন্মিয়াছে । বহু কালাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা অজ্ঞান স্বরূপ ঘোরতর অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিলেন কিন্তু একণে যদিও আলোকের রেখা মাত্র উদয় হইয়াছে তথাপি অবিলম্বে আলোকময় হইবার সম্ভাবনা যেহেতু স্থানে ২ ঐ আলোকের বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং অবশ্যই অতি শীঘ্র সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে এবং লোকদিগের বিদ্যা ও সাহস অনেক কাল পর্য্যন্ত স্থির বায়ুর ন্যায় লয় পাইয়াছিল কিন্তু একণে তাহাতে কিঞ্চিৎ উৎসাহ হওয়াতে বোধ হয় যে বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া তৎস্রোতে মূর্খতা স্বরূপ বন্য বৃক্ষ একেবারে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ।

যে কোন ব্যক্তি উত্তম রূপে হিন্দু শাস্ত্র অবগত হইয়া তৎশাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারাদি বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া-

ছেন তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে ঐ শাস্ত্রের কোন ২ অংশের পরিবর্ত্ত না করিলে কোন মতে তদনুসারে চলা যায় না সুতরাং যে সকল ব্যক্তিরা তৎশাস্ত্রের প্রতি প্রকাশ্য রূপে দ্বেষ করেন তদ্ব্যতিরিক্ত যাহারা তাহাতে শ্রদ্ধাবান তাহারাও শুদ্ধ তন্মতে কর্ম্ম করিতে পারেন না অতএব আমাদিগের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, এবং ঈশ্বরারাধনাদি কোন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ বোধ হয় না। কোন জ্ঞানি ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার বর্ণনোপলক্ষে কহেন যে সেক্সনদিগের আক্রমণ কালীন ইংরাজী ভাষা হইতে ইদানীন্তন তদ্ভাষা অতিশয় বিভিন্ন। এবং যেমন কুইন ইলিজাবেথের রাজত্ব কালে নির্ম্মিত কোন কুর্ত্তি অর্থাৎ বস্ত্র বিশেষ তদবধি ক্রমিক ব্যবহার দ্বারা স্থানে ২ ছিন্ন প্রযুক্ত সময়ানুসারে শ্বেত রক্ত পীত হরিদ্রা প্রভৃতি নানাবর্ণের বস্ত্রখণ্ড যুক্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্রী হয় ইংরাজী ভাষাও ফ্রাঙ্ক ল্যাটিন ইটালিয়ন প্রভৃতি নানাবিধ ভাষা মিশ্রিত প্রযুক্ত সেই রূপ হইয়াছে, এই বর্ণনাই আমাদিগের রীতি, ব্যবহার, মানসিক ভাব, ভাষা, ও বিবেচনা ইত্যাদির উপযুক্ত উপমা স্থল যেহেতু আমাদিগের ঐ সকল বিষয়ের অধিকাংশ মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার হইয়াছে অতএব উক্ত ব্যবহারাদি মিশ্রিত হইয়া বিরূপ হওয়াতে নিশ্চয় রূপে বোধ হয় যে বর্ত্তমান রীতি ব্যবহারাদিও চিরস্থায়ী হইবেক না এবং আন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যাপারের রীতি মতে অতি সুন্দর রূপ পরিবর্ত্ত শীঘ্র হইবেক।

অতি প্রসিদ্ধ সামান্য এক কথা এই যে কালক্রমে

জলেও পাথর ক্ষয় হয় অতএব ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় লোকদিগের তুল্য অন্য দুই জাতির যদি শাস্যশাসক সম্বন্ধে বহুকালাবধি পরস্পর আলাপ পরিচয় থাকে তবে অবশ্যই তন্মধ্যে অসভ্য জাতীয়েরদিগের সময় ক্রমে মূর্খতা দূর হইয়া বিদ্যা ও সভ্যতা জন্মিতে পারে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সুশাসন সহকারে সেই দুই জাতির বিবেচনা ও কর্ম্ম এক প্রকার ও যুক্তি বিরুদ্ধ রীতি ব্যবহারাদির উচ্ছেদ হইতে পারে।

অতএব সম্প্রতি আমারদিগের উক্ত রূপ অবস্থা হইবার উপক্রম হওয়াতে এই সময়ে তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিলে অন্তঃকরণে সুখোদয় এবং এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষা বৃদ্ধি ও অন্যান্য উপকার সম্ভাবনা। পরমেশ্বরেচ্ছাতে মনুষ্যের মন কখন এক বিষয়ে স্থির নহে তন্নিমিত্তে এদেশের লোকেরা বহুকাল পর্য্যন্ত কুৎসিত শাসনাধীনে জড়বৎ থাকিয়া এক্ষণে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান দৃষ্টির উন্মীলন প্রাপ্ত হইয়া দেখিতেছেন যে পূর্ব্ব আক্রমণকর্ত্তা এবং লুঠকারকেরা এখানকার কেবল ধন লুঠ করেন নাই কিন্তু বিদ্যা ও নানা প্রকার শাস্ত্রেরও ক্ষতি ও তত্তন্নাশ কর্ত্তা এবং জ্ঞান প্রচারক ব্যক্তিদিগের বিনাশ এবং তাহাদিগের পুস্তক সকলের লোপ করিয়াছেন এবং ইহাঁরা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বদেশের ধর্ম্মাচরণের অনেক ব্যতিক্রম দৃষ্টে এতদ্দেশস্থ প্রাচীন পণ্ডিত মান্য ব্যক্তিদিগকে কখন২ তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু ঐ পণ্ডিত মহাশয়েরা কলিযুগের মাহাত্ম্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণ দর্শাইতে

পারেন না আর ইহাঁদিগের বোধ হইয়াছে যে বর্ত্তমান লুঠকারিরা এদেশে স্বাধিকার দৃঢ় করিয়াছে ও তাঁহাদিগের যদ্যপিও অন্যান্য দোষ থাকুক তথাপি প্রজাদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি ও সদ্বিচারার্থে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহাতে উক্ত পণ্ডিতদিগের নিকট যদি প্রশ্ন হয় যে কলিযুগে কি বিদ্যারও বৃদ্ধি হইবে তবে তাহারা তাহাতেও সায় দিতে পারেন। অতএব এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে এতদ্দেশ বহুকালাবধি জ্ঞান সাগর ধারণ জন্য অতিখ্যাত এবং পূর্ব্বকালীন তাবৎ লোকেরা এদেশের জ্ঞান সমুদ্রে বিদ্যা রূপ অমৃত পান করিয়া মূর্খতা রূপ তৃষ্ণা দূর করিতেন কিন্তু কালবশত পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা ক্রমে তৎসমুদ্র শুষ্ক হওয়াতে যে সকল ব্যক্তিরা পরে জন্মিয়াছেন তাহারা ঐ বিদ্যামৃতাস্বাদনে বঞ্চিত এবং এক্ষণকার নূতন সৃষ্ট বিদ্যাতেও অনভিজ্ঞ অতএব তাহাদিগের উচিত যে ইদানীন্তন ভিন্নদেশীয় সুবিদ্বানদিগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া স্ব২ অজ্ঞান নষ্ট করেন তাহাতে অনেক কালাবধি শুষ্ক এবং মলিন পূর্ব্বাঞ্চলের জ্ঞান সমুদ্র পশ্চিমদেশীয় জ্ঞানার্ণবের জল দ্বারা পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল হইবেক।

পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক পণ্ডিতদিগের ভবিষ্যদ্বিষয় কথনের ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা বিষাদ প্রকাশ করিয়া কহিতেন যে তাহাদিগের মাহাত্ম্যের হ্রাসোপক্রম হওয়াতে আমাদের শেষ হইল কারণ আমরা দেখিতেছি যজ্ঞসূত্রধারি নটরূপি ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে ঈশ্বরবৎ পূজ্য পরম গুরু ও তাবতের

আশীর্ব্বাদক ছিলেন আর ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেরা যথাক্রমে মধ্যমাধম অত্যধম ছিল কিন্তু পাশা খেলার পাশা পতনের ন্যায় বিপরীত ঘটনা হইয়া নীচ জাতিরা উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা করিতেছে এবং জাতি ভেদের লোপ ও বর্ণ সঙ্কর দ্বারা উক্ত শ্রেণীর ব্যাঘাত হইয়া সমুদয় একেবারে নষ্ট হইল এবং ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমান ও ধর্ম্ম পরিচ্ছদ ও তৎসামগ্রীর উচ্ছেদ এবং অনবরত ভাবনার গোচর যে দেবদেবী ও যক্ষরক্ষো গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনি উদারাধনার বিচ্ছেদ আর অপবিত্র পূজা দেবালয় প্রতিমা যাগ যজ্ঞ ও বলিদানাদির লোপ হইতে লাগিল অতএব বোধ হয় যে পর্ব্বতের নিকটস্থ নদী তীরে বৃক্ষচ্ছায়াতে যে সকল প্রসিদ্ধ আশ্রম, পীঠ স্থান ও সমাজ প্রভৃতি আছে তাহাও কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবেক এবং তাহার কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্নও থাকিবেক না।

এক্ষণে আমাদিগের আচার ব্যবহারাদি মিশ্রিত এব পরিবর্ত্তিত হইতেছে অতএব তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবেচনার উপযুক্ত সময় এই, কারণ মনুষ্যদিগের স্বভাব এই যখন কোন বিষয়ের ভ্রম বোধ গম্য হয় তখন সত্য পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তৎপরিবর্ত্তনের ব্যস্ততা প্রযুক্ত তত্তুল ভ্রমান্তরে পতিত হন এবিষয় সপ্রমাণের নিমিত্তে দূরদেশের দৃষ্টান্তান্বেষণের আবশ্যকতা নাই যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান বিস্তর দোষ আমাদিগের মধ্যে গুপ্ত রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং অনেকানেক রীতি ব্যবহার যাহা তাঁহাদিগের উপযুক্ত কিন্তু অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের

ঘৃণার্হ তাহার ও এতদ্দেশে প্রচারারম্ভ হইয়াছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে অদ্যাবধি তাহার বিস্তার হয় নাই অতএব এই সময়ে নীতিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে যে সকল কুব্যবহার ও কুপ্রবৃত্তি দ্বারা দেশের অনিষ্ট সম্ভাবনা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। গত দশ বৎসরের মধ্যে উক্ত বিষয়ের যে রূপ পরিবর্ত্ত হইয়াছে ইহাতে আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে আর ৯০ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশের বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় লুপ্ত হইবেক অর্থাৎ এদেশের প্রাচীন রীতি ব্যবহার শ্রবণাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহই তাহার অনুসন্ধান করিবেন না এবং ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারাদি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইতিহাস স্বরূপ হইবেক। হে মহাশয়গণ আপনাদিগের মধ্যে যেং ব্যক্তি বিদ্যা রূপ নির্ঝরোদ পান করিয়াছেন এবং সত্যাশ্রমে তপস্যা করিয়াছেন তাহারা উন্মত্ততা রূপ শত্রু বশতঃ বিপথগামি এবং অবিবেচনা স্বরূপ রাক্ষস মুখে পতিত এতদ্দেশীয় লোকদিগের দুরবস্থাবলোকনে ঘৃণা করিবেন না; কারণ এক্ষণে এদেশের বহুসংখ্যক লোকেরা স্বদেশস্থ জ্ঞানি মনুষ্যের নিকটে সাহায্য এবং উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন এবং আমার বোধ হয় যাঁহারা স্বয়ং জ্ঞান দীপিকার আলোক ভোগ করেন তাঁহারা অবশ্যই তদ্দ্বারা অন্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবেন।

৮ সংখ্যা।

অথ সত্যবীর কথা।

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া মিথ্যাবাদী হইবেন, কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

পূর্ব্ব কালে হস্তিনা নগরে মহানন্দ নামে এক যবনরাজ ছিলেন, তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন করিয়া রাজ্য করেন। মহানন্দের ঐশ্বর্য্যাসহনশীল কাফর রাজ সৈন্য সমূহেতে বেষ্টিত হইয়া মহানন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার নিকটে গেলেন। যবনেশ্বর কাফর রাজকে নিকটে পহুঁছ জানিয়া বাহ্লীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ অশ্বারোহেতে পরিবৃত হইয়া নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফর রাজের বলবান বীরগণ কর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া রণভূমিহইতে পলায়ন করিল। পশ্চাৎ যেমত সিংহভয়েতে হস্তিযূথ পলায়ন করে, সেই প্রকার মরণভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন, হে আমার যোদ্ধা সকল, তোমাদের মধ্যে রাজা কিম্বা রাজপুত্র এমত কেহ নাহি যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন আমার সেনাগণকে নিজ বাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে? যবনস্বামির এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাট-জাতি নরসিংহদেব নামা রাজকুমার এবং চোহান জাতি

চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন, হে স্বামিন, নীচগামি সলিলপ্রায় শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ, তাহাদিগকে সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে? যদি আপনি এক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন, তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারে পরিচিত কিম্বা চিতাশায়ী করি। যবনাধিপতি কহিলেন তোমরাই সাধু, তোমাদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে? তাহার পর নরসিংহদেব সাহসে স্ফুরিতবাহু হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফর রাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে নরসিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থিত কাফর রাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন। কাফর রাজ সেই অস্ত্রপ্রহারেতে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িলেন। সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং ত্যক্তজীবন সেই কাফর রাজের মস্তক ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন। যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মস্তক কাহার? চাচিকদেব উত্তর কহিলেন, এ মস্তক কাফর রাজের। যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বীর কাফর রাজকে নষ্ট করিয়াছেন? চাচিকদেব উত্তর করিলেন, হে রাজাধিরাজ; অনুপম পরাক্রম এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফর রাজকে নষ্ট করিয়াছেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া কাফর রাজের শিরশ্ছেদন করিলাম। যবনরাজ

পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, নরসিংহদেব কোথায় আছেন? চাচিকদেব কহিলেন, হে ভূপাল, কাফর রাজের সন্নিধিবর্ত্তী এবং স্বামি সংহার জন্য কোপে কম্পিত কলেবর এমত বীরগণকর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় আছে তাহা আমি জানি না। সেই ক্ষণে যবনেশ্বর হতনায়ক এবং পলায়মান শত্রুসেনা সকলকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামি নিজ সেনাগণকে কহিলেন, হে আমার যোদ্ধাগণ, তোমরা কেন শত্রুসেনাগণকে নষ্ট করিতেছ? সম্প্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং কাফর রাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব তাঁহাকে আনিয়া দেও। পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া অনেক নারাচাস্ত্রপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন শরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্র২ ধারাতে স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরসিংহদেব, তুমি বাঁচিবা? নরসিংহদেব উত্তর করিলেন, হে রাজাধিরাজ, আমি যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন? নরপতি প্রত্যুত্তর করিলেন, চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার শত্রু বিনাশ করিয়াছ, তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য জানিয়াছি। নরসিংহদেব কহিলেন আমি যাঁহার হিতেচ্ছাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম, যদি তিনি সে সকল জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল, অতএব

আমি দীর্ঘজীবী হইব। তদনন্তর যবনরাজ নরসিংহদেবের শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহকে অক্ষত শরীর করিলেন। পরে যবনরাজ সহস্র২ উত্তমাশ্ব ও লক্ষ২ স্বর্ণ ছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবনরাজকে নিবেদন করিলেন, হে রাজাধিরাজ, যুদ্ধ করা রাজপুত্রদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমি কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ সম্মান করিলেন? সে যে হউক, যদি আমার পুরস্কার বিহিত হইল, তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন, তিনি সত্য প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়া আমার যশঃ প্রশংসা করিয়াছেন, স্বীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাই; ইনি সাবর্ণচিহ্নরূপক শত্রুমস্তক আনিয়াও, আমি বৈরিবিনাশ করিয়াছি, ইহা কহেন নাই, তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য। পরে চাচিকদেব কহিলেন, হে রাজকুমার, আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য নহে আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্ট ভোগী হইব? তাহা শুনিয়া নর সিংহদেব কহিলেন, হে সত্যবীর চাচিকদেব তুমি সাধু তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম তুমি পণ্ডিত এবং সতীপুত্র ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয়। তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্ট চিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন।

---

৯ সংখ্যা ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য ।

আমি এই কর্ম্ম করিব, এই প্রকার যে কথন তাহার নাম প্রতিজ্ঞা। বিজ্ঞদিগের উচিত হয় পূর্ব্বে বিবেচনা করেন যে এই কার্য্য সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য এবং এই কার্য্য করণে আমার ক্ষমতা আছে কি না: অনন্তর যদি যোগ্য হয়েন তবে প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য; কারণ প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে অসমর্থ হয়েন, তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজন্য নিন্দা ও মিথ্যা বাক্য হয়, তাহাতে বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়েন। আর কোন জনের অনুরোধ কিম্বা লজ্জা প্রযুক্ত যে প্রতিজ্ঞা করা সে অতি অজ্ঞের কর্ম্ম, যেহেতু প্রতিজ্ঞা কোন কারণ বশতঃ ভগ্না হইলে সুতরাং সে অনুরোধ ব্যর্থ আর লজ্জাও দ্বিগুণা হয়। আরো তদ্ভিন্ন বাক্যের মিথ্যাত্ব ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজন্য দোষ ও সকল সমীপে তুচ্ছতা হয়, অতএব তদপেক্ষা প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে লজ্জা ভয় ও অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা না করাই উত্তম। অপর কুৎসিত প্রজ্ঞ জনগণ অনায়াসে শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু পরক্ষণে তাহা আর চিত্তে উদয় পায় না। যেমত অতিশয় প্রবলতর বায়ু শীঘ্র আইসে কিন্তু পরক্ষণে নিবৃত্ত হয়, তাহার ন্যায় জানিবে। আর তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে যে দোষ ও নিন্দা ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি হয়, তাহা অন্তঃকরণে স্থান দানও করে

া। আর বিজ্ঞ মনুষ্যগণ অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক বহু বিলম্বে যে কার্য্য সাধনযোগ্য ও যাহাতে ক্ষমতা আছে এমত কার্য্যে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা করেন, আর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ প্রাণ দান করিয়াও কার্য্য সাধন করেন। অতএব তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম করিবা, যাহাতে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম রক্ষা পায়; কেননা যদ্যপি রক্ষা না হয় তবে লোকে নিন্দা ও তাচ্ছল্য ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস করেন।

---

১১ সংখ্যা।

পাঠের উপকার।

কোন মনুষ্য বহু পুস্তকাধ্যয়ন করিলে তাহার জ্ঞান জন্মে ও তাহা অলঙ্কৃত হয় এবং তাহাতে আমোদ জন্মায় আর সকল বিষয় হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে একক বসিয়া থাকিলে আপন পঠিত নানা বিষয় মনে উপস্থিত হইয়া আমোদ হইতে থাকে এবং লোকের সহিত কথোপকথন কালে আপন পঠিত নানা বিষয়ের উপমা দিয়া অলঙ্কার যুক্ত বাক্যালাপ করা যায়, ও বিষয় কর্ম্ম বিবেচনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পারকতার বৃদ্ধি হয়। কারণ চতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদিও প্রত্যেক বিষয় এক ২ করিয়া উত্তম বিবেচনা ও নিষ্পন্ন করিতে পারেন বটে কিন্তু যাঁহারা অনেক পাঠ করেন তাঁহারাই সকল বিষয় ঝটিতি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম সুনিষ্পন্ন করণে সক্ষম হয়েন। চিরকালই কেবল পুস্তকাধ্যয়নে ক্ষেপণ করা এক প্রকার ভূতের বেগার

খাটো হয়, আবার অধিক শিক্ষার দ্বারা অলঙ্কার যুক্ত
বাক্য কহা কেবল আপন গর্ব্ব লোককে জ্ঞাপন করা মাত্র
বহু অধ্যয়নে পরমেশ্বরের সমুদয় সৃষ্টি দৃষ্টি করণে
উপযোগী পরিপক্ক জ্ঞানোদয় হয়, ও বহু দর্শন দ্বারা তাহা
সম্পূর্ণ হয়, কারণ স্বাভাবিক বুদ্ধি বিনা পালনে জঙ্গ
বুনো বৃক্ষের ন্যায়, এবং তাহার পাটি করিলে তাহা
যদ্রূপ তেজস্বি হইয়া উঠে বহু পাঠ দ্বারাও স্বাভাবিক
বুদ্ধির তদ্রূপ পরিপাক জন্মায় এবং বহু পুস্তকাধ্যয়নে
জ্ঞানোৎপত্তি হয় তাহা বহু দর্শন দ্বারা বন্ধন না থাকিলে
অসীম হইয়া পড়ে। শঠ মনুষ্যে পুস্তকাধ্যয়ন তুচ্ছ করে
সাধারণ মানবে তাহার প্রশংসা করে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি
তাহা ব্যবহার করিয়া তাহার ফলভোগী হয়, কারণ
পুস্তক পাঠ করিলেই তাহার ব্যবহার শিক্ষা করা যায়
আপন বুদ্ধি ব্যয় করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে উপযুক্ত
ব্যবহার করণে সক্ষম হওয়া যায়। কেবল তর্ক ও সকল
বিষয়েই অবিশ্বাস অথবা সকলই গ্রাহ্য এবং সকলেতে
সম্পূর্ণ বিশ্বাস কিম্বা কথোপকথনের নিমিত্ত পাঠ করিতে
লভ্য নাই, কিন্তু সকল বিষয় সূক্ষ্ম বিবেচনা এবং পরিমাণ
করিলে যথেষ্ট উপকার আছে। কতক পুস্তক কেবল
আস্বাদন করিতে হয়, কতক বা গিলিয়া ফেলিতে হয়
এবং অত্যল্প সংখ্যা বা উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া পাক
করিতে হয়, অর্থাৎ কতক পুস্তকের কেবল এক২ অংশ
পাঠ করিতে হয়, কতক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে
হয়, কিন্তু অত্যল্প সংখ্যা বিশেষ যত্ন ও যথা সাধ্য মনো

‍াগ পূর্ব্বক সমুদয় পাঠ করিয়া চিরকাল স্মরণ রাখিতে য়, আর কোন২ পুস্তক অপরের দ্বারা পাঠ করাইয়া াহার কৃত চুম্বক লইয়া ছুটি করিলেই হয়, কিন্তু শযোক্ত প্রথা কেবল সামান্য ও ক্ষুদ্র২ পুস্তকের প্রতি র্হণীয়। বহু পুস্তকাধ্যয়ন করিলে প্রকৃত মনুষ্য হওয়া ায় এবং কেবল লোকের সহিত বাক্যালাপে জ্ঞানোপার্জ্জন রিলে কর্ম্মিষ্ঠ হওয়া যায়, এবং অভিপ্রায় লেখাতে ারকতা হইলে উচিত বক্তা হয়, অতএব শেষোক্ত কারণে নুষ্যের উত্তম স্মৃতি থাকা আবশ্যক করে তার যে কেহ অল্প বাক্যালাপ করে তাহার উপস্থিত বক্তা হওনের আবশ্যক করে, এবং অল্পাধ্যয়ন করিলে আপন অজানিত বিষয় জানিত বলিয়া জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অধিক ধূর্ত্ততা ও চতুরতার প্রয়োজন রাখে। ইতিহাস পুস্তক পাঠে মনুষ্য জ্ঞানি হয়েন, ও কবিতা ও পাঁচালিতে সদ্বক্তা হয়েন ভূমি পরিমাপক বিদ্যায় চতুর হয়েন, পদার্থ বিদ্যায় প্রগাঢ় বুদ্ধিমান হয়েন, নীতিজ্ঞানে ধৈর্য্যশীল এবং গম্ভীর হয়েন ন্যায় শাস্ত্রে তার্কিক হয়েন, এই রূপে এক২ প্রকার বিদ্যালোচনায় মনুষ্যের এক২ গুণ জন্মিয়া থাকে, যথা শারীরিক এক২ অসুখ এক২ ঔষধির উপায় দ্বারা শাম্য হইয়া থাকে মনের এক২ প্রকার শিক্ষার দ্বারা তদ্রূপ হইয়া থাকে অতএব যে ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকা বুদ্ধি থাকে তাহার উচিত যে তাহা চালনা ও পরিপাক করণার্থ বিদ্যা উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকেন ইতি।

---

১২ সংখ্যা ।

উৎকৃষ্ট স্থানের বিষয় ।

১ তব মুখে শুনি শ্রেষ্ঠ স্থানের বিষয় ।
তথাকার শিশু না কি অতি সুখী হয় ।
বলগো বলগো ওমা কোথা সেই তীর ।
তত্ত্বকরি সুখী হব ফেলিব না নীর ।
কমলা লেবুর ফুল ফুটে যেই খানে ।
অথবা জোনাকী পোকা থাকে যেই স্থানে ।
সেই বুঝি রম্যস্থান জিজ্ঞাসি জননি ।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি ।

২ তবে বুঝি যে ভূমিতে তালগাছ হয় ।
তপনের তাপে যথা খর্জ্জূর পাকয় ।
অথবা হরিতবর্ণ দ্বীপ যে সাগরে ।
সুগন্ধি পুষ্পের বনে সুবাতাস করে ।
নানা পক্ষী সুন্দর বিচিত্র পাখা ধরি ।
বিভূষিত বিবিধ বর্ণেতে শোভাকারী ।
মনোহর স্থান সেই বলিগো জননি ।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি ।

৩ পূর্ব্বতন কোন খণ্ডে এ দেশ কি হয় ।
স্বর্ণময় বালুকায় নদী ধারা বয় ।
যথা পদ্মরাগ মণি অতি দীপ্তি করে ।
হীরক জ্বলয়ে যথা আকর ভিতরে ।
নদীর তীরস্থ ভূমি পূর্ণ প্রবালেতে ।

মুকুতার ছটা শোভে তাহার মধ্যেতে।
সেই কি উৎকৃষ্ট স্থান বলিগো জননি।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি।

৪ চক্ষু নাহি দেখে তাহা শুন প্রাণ ধন।
শ্রবণ না করে কভু সে গীত শ্রবণ।
স্বপন অশক্ত তার ছবি লিখিবারে।
শোক মৃত্যু তথায় প্রবেশ নাহি করে।
অমালিন্য মুকুল নিয়ত হয় যথা।
কালের কুটিল কর নাহি যায় তথা।
মন স্থানাভাব যথা সমাজ না শুনি।
তথায় তথায় হয় অরে যাদুমণি॥

১৩ সংখ্যা।

পূর্ব্বকালীন ইংলণ্ডীয় পুরোহিতদের রাজ্যশাসন তাহার রীতি এবং ব্যবস্থাদির অবশিষ্ট বিবরণ।

ব্রিটীয়ান দেশের প্রাচীন রাজাদের শক্তি অতি অপ্রশস্ত সীমাতে বদ্ধ ছিল অর্থাৎ অতি সামান্যরূপ শক্তি ছিল। ব্রিটীয়ান দেশের প্রজারা যেরূপ ভয়ানক ও তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষেরা যেরূপ যোদ্ধা ও বলবান এবং সে স্থানের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা যেরূপ পুরোহিতদের ন্যায় পরাক্রমী ছিল তাতে এই সকল মনুষ্যেরা রাজার ইচ্ছাকে প্রধান ব্যবস্থা বলিয়া ঐ ইচ্ছার অধীন হইবার যোগ্য হয় না।

রাজারা যুদ্ধ কালীন আপন২ সৈন্যের অধ্যক্ষ থাকিতেন বটে, কিন্তু কোন সৈন্যকে কারাগারে বদ্ধ বা অন্য কোন দণ্ড করিতে পারিতেন না, পরন্তু এ কর্ম্ম সম্যক্রূপে পুরোহিতদের অধীনে ছিল। টাসিটস্ কহেন যে, কারাগারে বদ্ধ বা অন্য কোন দণ্ড করিতে কেবল পুরোহিতদেরই ক্ষমতা ছিল, এবং এই দণ্ড সৈন্যাধ্যক্ষের মতানুসারে না করিয়া তাঁহারা ছলক্রমে যে দেবতাদিগকে যুদ্ধকালীন সৈন্যের মধ্যস্থ করিয়া কহিতেন সেই দেবতাদের মান্যতানুসারে করিতেন।

অতি পূর্ব্বে ব্রিটীয়ান দেশের ব্যবস্থা ও অন্য২ বিদ্যার শাস্ত্র কেবল পদ্যেতে রচিত ছিল; এ রীতি আমাদের এক্ষণে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু তৎকালীন ব্রিটীয়ানদের মধ্যে আশ্চর্য্য বোধ হইত না। প্রথমে প্রজামাত্রের ব্যবস্থা পদ্যেতে হয়, এবং ঐ সকল পদ্য লইয়া পশ্চাৎ গান করিত। এরূপ বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে গ্রিশ দেশের প্রথমাবস্থাতে সমুদয় ব্যবস্থা গীতের ন্যায় ছিল, প্রাচীন স্পেন দেশীয় লোকদের ব্যবস্থা যাহা লইয়া তাহারা গান করিত তাহাও শ্লোকেতে রচিত ছিল। এই প্রকার রীতি অনেক জাতির মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল এবং ঐ সকল জাতীয়েরা উক্ত কবিতা সকল অভ্যাস করিতে ও স্মরণ রাখিতে সমর্থ ছিল।

সমুদয় জাতীয়েরি প্রথমাবস্থাতে মেষ পাল ও গোপাল অর্থাৎ মেষ সমূহ ও গো সমূহ বহুমূল্য ধন ছিল,

যখন ব্রিটীয়ান দেশ রুম্যানকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তখন এ প্রদেশীয় অনেকেরি গো বা মেষ সমূহ ব্যতিরেকে অন্য কোন ধন ছিল না, এবং জীবিকারও অন্য কোন পথ ছিল না, অতএব কর্ম্মণ্য পশুদের রক্ষার নিমিত্তে যেরূপ অত্যন্ত যত্ন করা যাইত তাহাদের শরীরের এক ২ অংশ রক্ষার নিমিত্তেও সেই রূপ যত্ন ছিল। লাঙ্গলে নিযুক্ত গোকে কোন প্রস্তরাদিদ্বারা আঘাত করা কিম্বা ঐ গোকে জোঁয়ালে আকর্ষণ করিয়া দৃঢ় বন্ধন করা অথবা অধিক কর্ষণ করিবার নিমিত্তে তাহাকে আঘাত করা এই সকল কর্ম্ম ওএল্স দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাদ্বারা কোন দৃঢ় শাসন পূর্ব্বক নিষেধ ছিল এবং সেস্থানে এরূপ আজ্ঞা ছিল যে,যদ্যপি কোনকৃষির ক্ষেত্রেতে অন্যের শূকর বা মেষ অথবা ছাগল ও হংস কিম্বা কুক্কুট আইসে তবে ঐ কৃষির উক্ত শূকরাদির তিনটার মধ্যে একটা আপনি লইয়া শূকরাদির স্বামির ক্ষতি করিবার ক্ষমতা ছিল।

যে বাক্পারুষ্য অর্থাৎ গালিপ্রদানকে এক্ষণে অত্যন্ত ভারি করিয়া জ্ঞান করে এবং তাহাতে যথোচিত রাগ দ্বেষ করে সে বাক্পারুষ্যের নিবারণ করিতে কিম্বা তাহার শাসন করিবার নিমিত্তে ব্রিটীয়ান দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাতে কোন নিয়ম ছিল না. পূর্ব্বকালে প্রায় সকল দেশেই কদর্য্য ভাষাদ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর হইত, কিন্তু এ বিষয় নিবারণ করিবার জন্যে ব্যবস্থাপকদের যে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য এরূপ বিবেচনা হইত না।

দায়ভাগের ব্যবস্থাতে কোন ব্যক্তির মরণানন্তর তাহার

সমুদয় ভূমিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার হইত না কিন্তু সমুদয় পুত্রের সমান অংশ হইত, এবং ঐ বিভাগবিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে পুরোহিতদের কর্ত্তৃক সে বিবাদের ভঞ্জন হইত। জ্যেষ্ঠ বা অন্য২ পুত্র অপেক্ষা কনিষ্ঠ পুত্র অধিক স্নেহপাত্র হইতেন। যখন সকল ভ্রাতা একত্র মিলিয়া পিতৃধন বিভাগ করিতেন তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার প্রধান বাটী ও কর্ম্মশালা এবং কৃষি কর্ম্মের অস্ত্র শস্ত্র ও পিতার আর২ তাম্র হাঁড়ি ও বাইস ও ছুরি এ সকল বিষয় পাইতে পারিতেন, শেষোক্ত তিন দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে দানাদি করিতে পারিতেন না এবং কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতিরেকে অন্য২ পুত্রদিগকে দান বা অংশ পত্র দিতে পারিতেন না, যদ্যপি ঐ কএক দ্রব্য কোন স্থানে বন্ধক থাকে তবে অবশ্যই তাহার মোচন করিতে হইবে। এই আশ্চর্য্য ব্যবস্থা থাকিবার কারণ নির্ণয় করা অতি কঠিন নহে, যে হেতু এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, পিতার মরণের পূর্ব্বেতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রদের পিতৃগৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র২ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বীয় প্রয়োজনার্হ দ্রব্যের সহিত বাস করিবার ক্ষমতা হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত ঐ নিরাশ্রয় বালক জ্যেষ্ঠাদির ন্যায় উত্তমাবস্থায় অবস্থিত হইতে পারেন না।

১৩ সংখ্যা ।

গতির ব্যবস্থা ।

যখন কোন চক্রোপরি অবস্থিত শকট প্রথম চলিতে প্রবৃত্ত হয় তখন বোধ হয় যেন ঐ শকট পশ্চাৎ দিগে ধাক্কা পায় এবং যে ব্যক্তি উক্ত শকটোপরি আরূঢ় থাকে তাহাকে হঠাৎ পশ্চাৎ দিগে ক্ষেপ করে, ও যখন ঐ শকটের গতি নিবৃত্ত হয় তখন অগ্রেতে ঝুঁকিয়া যায় আর যদ্যপি অকস্মাৎ শকট স্থির হয় তবে তাহাতে অসাবধান ব্যক্তি থাকিলে তাঁহার মস্তক সম্মুখের কাছের উপর পড়িতে পারে, ইহা দ্বারা প্রথমে অর্থাৎ যখন শকট হঠাৎ চলিতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার স্থিতি বিষয়ে স্বতন্ত্র ক্রিয়া রহিতত্ব গুণের জ্ঞান হয় । দ্বিতীয় অর্থাৎ যখন শকট হঠাৎ স্থির হয় তখন তাহার গমন বিষয়ে স্বতন্ত্র ক্রিয়া রহিতত্ব গুণের বোধ হয় ।

দ্বিতীয় কোন মনুষ্য যদি অসাবধানে নৌকার পশ্চাদংশের অগ্রে দণ্ডায়মান থাকে তবে সেই নৌকা চলিবার কালীন ঐ ব্যক্তি অনায়াসে জলে পতিত হইতে পারে, কারণ তাঁহার পদদ্বয় সম্মুখ দিগে টানা হয় এবং অন্য২ শরীর স্বতন্ত্র ক্রিয়া রহিতত্ব গুণ দ্বারা পশ্চাৎ হেলিয়া যায় এবং নৌকা স্থির হইবার কালীন ঐ রূপে দণ্ডায়মান থাকিলে সে সম্মুখদিগে পতিত হওয়াতে তাহার শরীরের গতি বিষয়ে স্বতন্ত্র রহিতত্ব গুণের প্রামাণ্য হয় ।

তৃতীয় । কোন অপটু ব্যক্তি অশ্বারূঢ় হইলে যদি সেই

অশ্ব হঠাৎ দৌড়িয়া যায় তবে ঐ ব্যক্তি পশ্চাদ্দিগে পতিত হয়, কিম্বা যে দিগে অশ্ব উল্লম্ফন করিয়া উঠে তাহার অন্য পার্শ্বে পতিত হয়, কোন ঘোটক অতিশয় বেগে গমন করিতে ২ স্থির হইলে তাহাতে আরূঢ় ব্যক্তিকে সম্মুখদিগে ক্ষেপ করে।

চতুর্থ এক ব্যক্তি যুবা মহৎ সন্তান কিন্তু শকট চালনে নৈপুণ্যহীন তিনি পথিমধ্যে এক বৃহৎ শকটের উপর স্বীয় শকট ক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনি অজ্ঞতা প্রযুক্ত স্বীয় অনৈপুণ্য গোপন করিবার নিমিত্তে আপন পিতার নিকটে এরূপ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা সারথিকে দমন করিবার জন্যে ঐ রূপ বেগে শকট চালায় ইহা কহিয়া বিচার স্থানে আবেদন করেন, ঐ যুবা ও ভৃত্য ইহারা উভয়েই দিব্য করিয়া কহিল যে, উক্ত বৃহৎ শকটের ধাক্কা দ্বারা তাঁহারা সম্মুখদিগে পতিত হয়েন, এবং বেগে শকট চালাইবার দোষ তাঁহাদের উপর পতিত হওয়াতে ঐ বিচারে পরাজিত হইলেন।

পঞ্চম অতি বেগে শকট যাইবার কালীন তাহা হইতে নামিতে হইলে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয় কারণ ঐ শকটের অগ্রসর ব্যক্তি যে রূপ বেগে গমন করিতেছে তাঁহারও তদ্রূপ বেগে নামিতে হয়, অতএব তিনি যদি দৌড়নের বেগে অর্থাৎ যে রূপ বেগে নামিলে তাঁহার শরীর ধারণ হইতে পারে সে রূপে যদি না নামেন তবে যেমন কোন ব্যক্তি বেগে গমন করিবার কালীন পাদদ্বয়ে কোন প্রতি-বন্ধক হইলে যে রূপ পতিত হয় তাঁহাকেও সেই রূপে

ভূমিতে পতিত হইতে হয়। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়সওয়ার স্থির হইবার কোন সঙ্কেত পাইলে ও কোন শকটারূঢ় ব্যক্তির নামিতে হইলে তাঁহাদের ক্রমে২ গমনের বেগ হ্রাস করিতে হয়।

ষষ্ঠ কোন মেজের উপর দুগ্ধের কলসী রাখিয়া ঐ মেজ হঠাৎ টানিলে সেই দুগ্ধ ছত্রাকার হইয়া যায় কিম্বা পশ্চাদ্দিগে পতিত হয় এবং ঐ দুগ্ধপূর্ণ কলসীকে গোপেরা যেরূপ মস্তকে রাখিয়া লইয়া যায় যদি সেই রূপে লইয়া যাওয়া যায় আর কোন প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত হঠাৎ স্থির হওয়া যায় তবে ঐ দুগ্ধ অগ্রের দিগে পতিত হয়।

---

১৫ সংখ্যা।

ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ক গীত

ঊর্দ্ধদেশে সুবিস্তৃত গগণ মণ্ডল।
মহাদীর্ঘ নীলবর্ণ আশ্চর্য্য সকল ॥
স্বর্গোপরে শোভা করে তারাগণ ভাস।
বিশ্ব রচকের গুণ করয়ে প্রকাশ ॥
ভ্রান্তিহীন দিন দিন দিনেশ তপন।
আদ্যোপান্ত দেশ সব করয়ে ভ্রমণ ॥
সর্ব্বদেশে সর্ব্বদিকে তাহার সুভাস।
সর্ব্ব নিয়ন্তার শক্তি করয়ে প্রকাশ ॥
সিন্ধুজলে দিবাকর করিলে প্রবেশ।
সন্ধ্যাকালে নিশানাথ ধরিয়া সুবেশ ॥

নিজ জন্ম বিবরণ আশ্চর্য্য কথন।
ভূমিস্থ সমস্ত জীবে করান শ্রবণ॥
গ্রহগণ নিজ পথে করিয়া ভ্রমণ।
তারাবৃন্দ চন্দ্রে বেড়ি প্রকাশি কিরণ॥
পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদেশ।
সাক্ষ্য দেয় ঈশ্বরের মহিমা অশেষ॥
পৃথিবী বেড়ি গ্রহ শশী আদিত্য নক্ষত্র।
নিতান্ত নীরবে যদি ভ্রমিছে সর্ব্বত্র॥
শব্দ মাত্র কদাচিৎ না হয় শ্রবণ।
যদবধি তাহাদের হয়্যাছে সৃজন॥
তবু জ্ঞানবান তাদের সুস্পষ্ট বচন।
জ্ঞান কর্ণে করে পান করিয়া মনন॥
চিরকাল এই বাক্য ভুবনে বিদিত।
বিশ্বনাথ বিশ্ব করেছেন বিরচিত॥

---

১৬ সংখ্যা।

মুসলমানদিগের পরাক্রমের উৎপত্তির বিবরণ।

খ্রীষ্টের জন্ম সময়ের পাঁচশত উনসত্তরি বৎসর পরে রেড্ সি নামক সমুদ্রের পূর্ব্বতীরস্থ মক্কা নগরেতে মহম্মদ জন্মিয়াছিল। ঐ নগর আরবিয়া দেশের অন্তঃপাতী এবং কলিকাতার পশ্চিম ষোলশত পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর। মহম্মদ রাজবংশে জন্মে নাই, এবং সে পৈতৃক ধনের মধ্যে

পাঁচটি উট ও এক দাসী এই মাত্র পাইয়াছিল। সে চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে প্রকাশ করত মক্কা নগরস্থ লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল, এবং সে কোরান নামক ধর্ম্মপুস্তক ক্রমে ২ রচনা করিয়া প্রচার করিল, এই পুস্তক স্বর্গ হইতে পাইয়াছি। তাহার শিষ্যদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহার দেশের লোকেরা ততই তাহাকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতে অধিক লোক তাহার মতাবলম্বি হইল। এই রূপে সে লোকসকলকে আপন রচিত ধর্ম্মের উপদেশ ক্রমাগত তের বৎসর পর্য্যন্ত প্রদান করিল। অনন্তর তাহার শত্রুগণ তাহাকে নষ্ট করিতে পরামর্শ করাতে তাহার বন্ধুরা ইহা জানিয়া তাহাকে মদিনা নগরে লইয়া গেল। মহম্মদ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বাইশ বৎসর পরে ঐ নগরে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। তাহার পলায়ন হিজিরা নামে খ্যাত আছে, এবং ঐ সময়াবধি মুসলমানেরা আপনাদিগের শক নিরূপণ করিয়াছে।

মহম্মদ মদিনা নগরে পৌঁছিয়া তত্রস্থ লোক সকলের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া আপন শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, এবং এই কথা প্রচার করিল, যে ঈশ্বর আমাকে খড়্গদ্বারা আপন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অপর সে আরব ও যিহুদিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল, এবং শেষে কনষ্টান্টিনোপল নগরের রাজাধিরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া সিরিয়া প্রদেশ

অধিকার করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু তাহার এ চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সেই কালে সে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়াছিল, এবং তাহার বহুসংখ্য সৈন্য তাহাকে সেনাধিপতি করিয়া মানিত, তাহা কেবল নয়, স্বর্গ হইতে প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা রূপেও তাহার পূজা করিত, এবং আপনাদের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করণার্থে অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার শিষ্যগণের এমত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে সে মহাতীর্থ রূপ মান্য যে মক্কানগর তাহাতে আপনার অনুগত এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার যাত্রী লইয়া গিয়াছিল। ত্রিষষ্টি বৎসর বয়সে সে মক্কানগরেতে আপন বন্ধুগণের সম্মুখে খ্রীষ্টীয় শকের ছয় শত বত্রিশ সালে প্রাণত্যাগ করিল। সে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত আছে। এই ধর্ম্ম তাহার জন্মের পূর্ব্বে ছিল না।

তাহার মৃত্যুর পর আবুবেকর এবং ওমার ও ওথমান নামক তাহার তিন জন শিষ্য ক্রমেতে রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া মেক্কানগরেতে রাজত্ব করিল। ওথমান হত হইলে পরে মহম্মদের ফতিমা নাম্নিকা কন্যার স্বামী আলি রাজ্যাভিষিক্ত হইল। মহম্মদের মৃত্যুর পরেই আবুবেকরের পূর্ব্বে মুসলমানেরা আলিকে রাজদণ্ড প্রদান করণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করে নাই। ওথমানের মৃত্যুর পর তাহারা তাহাকে বল পূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট করাইল। তৎকালীন মোয়াইয়া নামক এক জন পরাক্রমী সেনাধ্যক্ষ রাজ দণ্ড

প্রাপণার্থ বিবিধ চেষ্টা করিয়া আশী হাজার আরব সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আলির সহিত এক শত চৌদ্দ দিবস পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিল। এই বিরোধি সৈন্য দল নব্বই বার পরস্পর যুদ্ধ করিল, এবং তাহাতে উভয় দলস্থ সত্তরি সহস্র মুসলমান বিনাশিত হইল। অবশেষে আলি জয় যুক্ত হইল, কিন্তু শত্রুপক্ষীয় এক ব্যক্তি তাহাকে বিনাশ করিতে স্থির করিয়া বিষাক্ত এক অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিল, এবং যখন আলি কফার মন্দিরে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত ছিল, তৎকালীন সে ব্যক্তি তাহার হৃদয়ে অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া সংহার করিল। আলি মৃত্যুকালীন ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

তাহার মৃত্যুর পরে মুসলমানেরা হাসন নামক তাহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, কিন্তু মুসলমানদিগের রাজ্যের অধিকাংশ লোক মোয়াইয়াদিগের অধিকারে ছিল। মোয়াইয়ার পুত্র ইজেদ হাসনের স্ত্রীকে কুমন্ত্রণা দিয়া আপন স্বামিকে গরল ভক্ষণ করাইতে প্রবর্ত্ত করাইল, তাহাতে হাসন নষ্ট হইল।

ইহার মধ্যে মোয়াইয়ার মৃত্যু হইবাতে তাহার পুত্র ইজেদ বিবিধ প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাতে এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র মুসলমানেরা এক বাক্য হইয়া আলির অবশিষ্ট পুত্র হোসেনকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইল। কিন্তু কিছু দিন পরে তাহারা তাহার রাজ্য হীনবল বুঝিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অপর আবদুল্লা নামক এক জন ইজেদের সেনাধ্যক্ষ হোসেনকে সৈন্য দ্বারা ঘেরিয়া ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা দিল। হোসেনের

সমভিব্যাহারে কেবল সত্তর জন সৈন্য ছিল। তাহারা উপস্থিত বিপদ দেখিয়া মরণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করণে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে আপনাদিগের শিবিরের চতুর্দ্দিগে এক গড়খাই করিয়া শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইয়া থাকিল। এমত সময়ে আবদুল্লার দলস্থ হাড়ো নামক এক জন সেনাপতি ত্রিশ জন যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া হোসেনের পক্ষে গেল। শতাধিক সংখ্যক এই ক্ষুদ্র যোদ্ধার দল প্রাণপণে সংগ্রাম করত একে২ সকলেই বিনাশিত হইল। কেবল হোসেন এবং তাহার ভগিনী অবশিষ্ট থাকিল। ইতিমধ্যে হোসেন আপন তাম্বুর দ্বারে বসিয়া এক বাটী জল মুখে তুলিতেছিল, এমত কালীন শত্রু পক্ষীয় এক জন তাহাকে শরাঘাতে বিদ্ধ করিল। পরে বিপক্ষ দল তাহাকে ঘেরিল। কিন্তু হোসেন হস্তে অসি ধরিয়া একাকী এমত সমর করিল, যে তাহাদের কেহই তাহার সম্মুখে স্থির হইতে শক্ত হইল না। অবশেষে শত্রুগণ তাহাকে একেবারে আক্রমণ করিবায় হোসেন তেত্রিশ বার অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া পরাজিত হইল। অনন্তর হোসেনের দেহ আবদুল্লার সমীপে আনীত হইলে আবদুল্লা তাহার মুখে প্রহার করিল। তদ্দৃষ্টে এক জন বৃদ্ধ যোদ্ধা কহিল, হায়২ পবিত্র ভবিষদ্বক্তাকে কতবার ঐ মুখে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি। ঐ সময়াবধি মুসলমানেরা দুই দলে বিভক্ত হইল, তাহার এক দল আবুবেকর এবং ওমার ও ওথমানকে মান্য করে, এবং অন্য দল উহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া

আলি এবং তাহার দুই পুত্র হাসন ও হোসেনকে অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করে।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তেইশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা আরব, পারস্ব, সিরিয়া ও মিসর দেশ জয় করিল। সেই ২ দেশের লোকেরা প্রায় তাবতেই মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আলির মৃত্যুর পর মহম্মদের বংশজাত আর কেহই কখন সিংহাসনারূঢ় হয় নাই। কিন্তু তাহার বংশজাত লোক বহু সংখ্যক ও অতি মান্য অদ্যাপি আছে। আরব দেশে তাহারা সরিফ, ও তুরকি দেশে আমির এবং পারস্ব ও আফ্রিকা দেশে এবং ভারতবর্ষে সৈয়দ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

হোসেনের মৃত্যুর পর মোয়াইয়ার সন্তানেরা মুসলমান-দিগের রাজ্যাধিপতি হইল। এবং মহম্মদের মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য কএক প্রদেশ জয় করিল। তাহারা ফ্রান্সদেশে প্রবেশানন্তর তাহার অর্দ্ধেক দেশ অধিকার করিল। কিন্তু চার্ল্‌স মার্টেল নামক এক সেনাপতি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তথাহইতে তাড়াইয়া দিল। যদি সে ব্যক্তি তাহা-দিগকে পরাভব করিতে শক্ত না হইত, তবে বোধ হয় তাহারা সমস্ত ইউরোপ দেশ অধিকার করিত।

সেই কালে মুসলমানদিগের রাজ্য তিন অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশ স্পেন দেশ, দ্বিতীয় অংশ আফ্রিকা ও তদন্তঃপাতি মিসর দেশ, তৃতীয় অংশের রাজধানী বগদাদ নগর; এই অংশের মধ্যে পারস্ব সিরিয়া প্রভৃতি

দেশ ছিল। এই তিন অংশে যে ২ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ কহি।

মুসলমানদিগের স্পেনদেশে রাজত্বের বিষয়।

খ্রীষ্টের জন্মের সাত শত পঞ্চাশ বৎসর পরে মুসলমানেরা স্পেন দেশ জয় করিল, এবং তাহারা সাতশত ব্যাল্লিশ বৎসর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় শকের চৌদ্দশত নিরানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিল। ঐ বৎসরে স্পেন দেশের রাণীর সাহায্য দ্বারা আমেরিকা দেশ প্রকাশিত হইল। মুসলমানেরা স্পেন দেশের রাজত্ব চ্যুত হওনের পরে একশত বৎসর তথায় বাস করিল। পরে তত্রস্থ রাজা মুসলমান ধর্ম্ম নাশার্থে যত চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বিফল দেখিয়া সকল মুসলমানদিগকে দেশ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিল। এবং তাহাদিগকে স্ত্রী পুত্র সহিত জাহাজ আরোহণ করাইয়া আফ্রিকা দেশে প্রেরণ করিল। তাহারা তথায় পলায়িত লোকের ন্যায় ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া অরণ্যবাসি আরবদিগের হস্তগত হইয়া প্রায় সকলি বিনাশিত হইল। এই রূপ মুসলমানদিগের স্পেনদেশে রাজত্ব বিনষ্ট হইল। ঐ দেশ যত কাল তাহাদিগের অধিকারে ছিল, তত কাল অত্যন্ত উন্নতি বিশিষ্ট ছিল। বিদ্যা ও শাস্ত্রালোচনা ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রায় লুপ্ত হইলেও কেবল এই স্থানে অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্পেনদেশস্থ মুসলমানেরা ভুগোল ও খগোল শাস্ত্রালোচনাতে অতি খ্যাত ছিল। প্রধান ২ গ্রামে বিদ্যা-লয় স্থাপিত হইয়াছিল। এবং ঐ রাজ্যে আশীটা বৃহৎ

ঐশ্বর্য্যশালী নগর এবং তিন শত ক্ষুদ্র নগর ছিল। এবং বিবিধ প্রকার বাণিজ্য দ্বারা ঐ রাজ্যে অত্যন্ত ধন সঞ্চয় হইয়াছিল। এবং তথাকার রাজকর পাঁচ কোটি মুদ্রা ছিল। মুসলমান রাজারা অন্যান্য দেশে প্রজাদের প্রতি যেরূপ নিগ্রহ করে, স্পেন দেশে তদ্রূপ করিত না। অন্যান্য দেশের রাজারা কেবল আপনার উন্নতি চেষ্টা করিত, কিন্তু এই দেশের রাজারা প্রজাদিগের সুখ ও সম্পত্তি ও উন্নতির চেষ্টা করিত।

মুসলমানদিগের আফ্রিকা দেশীয় রাজত্বের বিবরণ।

আফ্রিকা খণ্ডের উত্তরাংশ মাত্র মুসলমানদিগের অধিকার হইয়াছিল। তাহাদিগের রাজ্য ভূমধ্যস্থ সাগরের দক্ষিণ তীরে বিস্তৃত ছিল। এতদ্দেশস্থ রাজগণ পরস্পর নানা বিবাদ বিসম্বাদে সতত নিযুক্ত থাকিত, এবং তাহাদিগের মধ্যে যে সকল রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তদ্বর্ণনে কেবল পাঠকবর্গের শ্রান্তি হইত। তুরকি জাতিরা ১৫১৭ শকে মিশর দেশ জয় করিয়া তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিল; সম্প্রতি রাজ্য চ্যুত হইয়াছে। অন্যান্য আফ্রিকা দেশস্থ মুসলমান রাজারা পূর্ব্বাপর স্বাধীন রূপে রাজত্ব করে। কিন্তু তাহাদিগের অন্যায় ও অবিচার সর্ব্বত্র বিদিত আছে।

বগদাদ নগরে মুসলমানদিগের সম্রাজ্য বিষয়ক বিবরণ।

মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা বগদাদ নগরে ও তচ্চতুর্দিকস্থ দেশ সমূহে পাঁচশত বৎসরাবধি রাজত্ব করিল। ১২৫৮ শকে এই রাজ্য জঙ্গিশ খাঁর পৌত্র কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। এবং ১৫১৭ শকে তুরকি জাতিরা ইহা অধিকার করে। তদনন্তর ঐ দেশে নানা রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং ইহা এইক্ষণে পারস্য জাতিদের অধীনে আছে।

১৭ সংখ্যা।

ব্রীটীন দেশে মঙ্গল সমাচার প্রবিষ্ট হইবার বিবরণ।

প্রথমতঃ ব্রীটীন দেশে মঙ্গল সংবাদের বার্ত্তা কে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না কিন্তু এই এক প্রকার প্রবাদ আছে যে ব্রীটীন দেশীয় সেনাপতি কেরেকটেকস নামক ব্যক্তির পিতা ব্রান সাহেব প্রথম প্রবিষ্ট করেন তিনি তাঁহার পুত্রের সহিত কয়েদী হইয়া যখন রোম দেশে গিয়াছিলেন তখন ঐ মঙ্গল বাক্য সে স্থানে গ্রহণ করেন।

এবং তিনিই স্বদেশীয় লোকদিগের নীচ দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার উপায় স্বরূপ হয়েন ধর্ম্ম বোধক পাল সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত যে ক্লাডীয়া নাম্নী স্ত্রী ও পুডেন্স নামক

পুরুষ তাঁহারাও যে উক্ত প্রসিদ্ধ বংশোদ্ভব তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে কারণ ঐ সময়ে পুটন সাহেবের উক্ত নাম্নী এক স্ত্রী ছিলেন ইহা জানা গিয়াছে।

ব্রীটীন দেশে যে ব্যক্তি প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মেতে প্রাণপণ করেন তাঁহার নাম আলবান্ ঐ উপদ্বীপে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা বিরক্ত হওয়াতে দশ বারের বার এক পুরোহিত রেরি উলেগস নামক গ্রামে পলায়ন করেন এবং আলমন সাহেবের বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন আলমন নামক সাহেব উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না বটে কিন্তু অত্যন্ত স্নেহ হওয়াতে তাঁহাকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন এবং আলবান সাহেব অতিথির কৃত আরাধনার পারিপাট্য ও তদ্বিষয়ে ব্যগ্রতা দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ উক্ত ধর্ম্মকে স্পর্শ করিল। আর ঐ পুরোহিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করিলেন ইতোমধ্যে পুরোহিতের বিরক্ত কারকেরা পুরোহিতের অনুসন্ধান করিয়া তাহার লুক্কায়িত স্থান ব্যক্ত করিল কিন্তু যখন তাহারা ঐ গোপন গৃহ অনুসন্ধান করিতে আইল তখন আলবন আপন উপদেশক পুরোহিতের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া লুক্কায়িত ব্যক্তির বেশ ধারণ করিয়া উহাদের হস্তে পড়িলেন পশ্চাৎ তাহাকে উক্ত অন্বেষণকারিদের ও পৌত্তলিকদের পূজক ও শাসনকর্ত্তার নিকটে লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যে পুরোহিতের অন্বেষণে তাহারা গিয়াছিল সে ব্যক্তি পলায়ন করিবার যথেষ্ট কাল পাইলেন। আলবান সাহেব রোম দেশীয় দেবতার নিকটে বলিদানাদি না করাতে এবং পুরো-

হিতকে প্রকাশ না করাতে তাঁহার প্রতি কতকগুলি কোড়ার আঘাত দণ্ড হইল এবং যে স্থানে তাঁহার স্মরণার্থে এক ধর্ম্মশালা গ্রথিত হয় ও তাঁহার নামেতেই যে স্থান বিখ্যাত আছে সেই স্থানে তাঁহাকে ফাঁশী দিবার নিমিত্তে লইয়া যায়। এই রূপে প্রাণদাতা লোক আরও কতকগুলি আছে তাহার মধ্যে কাহারো ২ নাম অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে কাহারো ২ তাহাদের সঙ্গেই গিয়াছে তাহাদের বিষয় খ্যাত্যাপন্ন ফুলর সাহেব চমৎকার রূপে লিখিয়াছেন এইনিয়ান লোকেরা অবৈধ ধর্ম্মের নিমিত্তে অজ্ঞাত দেবতার প্রীত্যর্থ বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ধর্ম্মের নিমিত্তে যাহারা প্রাণপণ করিয়াছেন এবং যাহাদের নাম লুপ্ত হইয়াছে তাহাদের স্মরণার্থে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিলে যথার্থ রূপে ধর্ম্মের সঞ্চয় হইতে পারে। দেবপূজক রাজাদের অধীনে যে নিগ্রহ হয় তাহার শেষ নিগ্রহ এই রোম রাজ্য অতি কুৎসিতাবস্থাতে অর্থাৎ যৎকালীন কি সংসারিক বিষয় কি ধর্ম্ম বিষয় উভয়েতেই যখন প্রবল অত্যাচার আরম্ভ হইল তখন ঐ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মই সে দেশের যথার্থ ধর্ম্ম হইল। যখন শিল্পবিদ্যা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি ছিল তখন সেন্টপাল নামক ব্যক্তি রোম নগরীয় গিরিজাতে পত্র লেখেন সেই পত্রে রোমদেশীয় লোকেদের নীতি ব্যবহার লেখেন তিনি কহেন যে খ্রীষ্টের মঙ্গল সংবাদে আমি লজ্জিত হইব না যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে সে মুক্তি বিষয়ে ঈশ্বরের শক্তি প্রাপ্ত হয় প্রথম ইহুদীয় লোকের পক্ষে দ্বিতীয় গ্রীক জাতীয়ের পক্ষে।

১৮ সংখ্যা।

ইংলণ্ড দেশীয় লোকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মের বিবরণ।

মনুষ্যদের নানা দেবতারাধনা করা অনেক কারণাধীন এবং ক্রমে হইয়াছে। পরমেশ্বরের নানা প্রকার নাম ও গুণ থাকাতে লোকেরা ভ্রান্তি প্রযুক্ত ঐ সকল নাম ও গুণের এক২ নাম ও এক২ গুণকে এক২ দেবতা মান্য করিয়াছিল। যে সকল চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র এবং এই রূপ স্বাভাবিক আশ্চর্য্য ২ প্রধান বস্তুকে প্রথমে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্ট বলিয়া মান্য করিত পশ্চাৎ তাহারাই ঈশ্বর স্বরূপ হইয়া আরাধ্য হইয়াছেন। রাজা এবং অন্য২ নানা লোকের মধ্যে যাঁহারা জীবদ্দশায় খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন তাঁহারাও মরণানন্তর লোকদিগের আরাধ্য হইয়াছেন ইংলণ্ডীয় লোকেরা পূর্ব্বে এই রূপে নানা প্রকার দেবতাকে মান্য করিতেন।

এবং তাহাদের ধর্ম্মের মধ্যে যাগ যজ্ঞাদি এক প্রধান অংশ ছিল। তাঁহারা যে সকল উত্তম২ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন ও যে সকল দ্রব্য দেবতার প্রিয় বলিয়া জানিতেন সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা উক্ত যাগাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন এবং বলি প্রদানের সময় যে কেবল পশুমাত্র বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এমত নহে কিন্তু যুদ্ধ কালীন যে সকল মনুষ্যকে জয় করিয়া আনিয়া যুদ্ধ দাস করিয়া রাখিতেন তাহাদিগকেও বলিদান করিয়া রক্ত দিতেন তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে এই জগতের সমুদয়

শাসন কর্ত্তৃত্ব দেবতাদের হস্তে আছে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মেতে তাঁহারা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। আর তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে ঐ সকল দেব আরাধনা করিলে তাঁহারা স্বীয় ২ সাধককে ভবিষ্যৎ কথা কহিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপ বিশ্বাস করাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও দৈবজ্ঞতা ও ভোজ বিদ্যা এবং নানা প্রকার পূজার্চ্চা যদ্দ্বারা তাঁহারা এরূপ মনে করিতেন যে আমাদের বিষয়ে বিধাতার যে নির্ব্বন্ধ আছে তাহা প্রকাশ হইতে পারে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল।

প্রাচীন ইংলণ্ডীয় লোকদিগকে যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধার্ম্মিকতা শিক্ষা করাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ড্রুইড অর্থাৎ পুরোহিত কহা যায়। ঐ পুরোহিতেরা তৎকালীন উত্তম পদ ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এরূপ মর্য্যাদা ছিল যে পরস্পর বিরোধি দুই সৈন্য ক্রোধান্বিত হইয়া কিরিচ ও খড়্গোদ্যতকর হইয়া পরস্পরের যুদ্ধোদ্যোগ কালীন ঐ পুরোহিতের সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা শান্ত হইয়া ঐ দুই ব্যক্তি আপন অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর ঐক্য হইত।

উক্ত পুরোহিতেরা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অতিরিক্ত একটা ভূতজাতি মানিতেন ও এরূপ জ্ঞান করিতেন যে ঐ ভূতেরা সর্ব্বদাই পরমেশ্বর বিরোধি কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তাঁহারা আর একটা অদৃষ্ট ও মানিতেন এবং এই নীতি অতি যত্ন পূর্ব্বক সকলকেই উপদেশ করিতেন। আর তাঁহারা কহিতেন যে আত্মা নিত্য ইহাঁর বিনাশ নাই এবং লোকেতে আত্মার দণ্ড ও পুরস্কার ও মানিতেন

আর ইহাও কহিতেন যে ঐ দণ্ড ও পুরস্কার আপন২ সদসৎ ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়, আরও কহিতেন যে পরলোকেতে আত্মা কতগুলি বায়ুতে আবৃত থাকেন অর্থাৎ ঐ লোকেতে আত্মার বায়ুময় আকার হয়, এবং তদ্দ্বারা আত্মা কিছু২ সুখ দুঃখেরো অনুভব করিতে পারেন।

গ্রিক ও রোম দেশীয় পুরোহিত ও পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডীয় পুরোহিতদের আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে অধিক দৃঢ়তা ছিল কারণ রোম ও গ্রিকদেশীয় লোকের মধ্যে অত্যল্প লোকেরা আত্মার চিরস্থায়িত্ব সিদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় পুরোহিতেরা তাঁহাদের ধর্ম্ম যে২ স্থানে প্রবল হইয়াছিল সেই২ স্থানেই এই মত সংস্থাপন করিতে লোকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন। ধার্ম্মিক ও বীর্য্যবান লোকদের মরণান্তে তাঁহাদের আত্মা যে সুখস্থানে গমন করে সেই স্থানকে ঐ পুরোহিতেরা ফ্লাৎইনস অর্থাৎ ধার্ম্মিক ও বীর্য্যবান লোকদের সুখের উপদ্বীপ কহেন ঐ উপদ্বীপে সর্ব্বদাই বসন্ত ঋতু থাকে ও নিত্য যৌবন আছে ও সেই স্থানে সূর্য্যদেব সর্ব্বদাই উত্তম কিরণ দান করিতেন ও নিরন্তর মন্দ২ বায়ুর গমনাগমন ছিল এবং সর্ব্বদা সমান স্রোতস্বতী নদী ছিল আর বৃক্ষ সকল সজীব থাকিয়া সর্ব্বদা কলধ্বনি করিত অর্থাৎ বায়ুদ্বারা তাহাদের পত্রাদির সঞ্চালন হওয়াতে অদ্ভুত ধ্বনি হইত ও তাহারা ফল পুষ্পশালী হইয়া ভূমিতে নত হইয়া পড়িত। ঐ স্থানের উপরিভাগ

অতি নির্ম্মল অর্থাৎ তাহার কোন স্থান উচ্চনীচ ছিল না আর সকলের পক্ষেই ঐ স্থান অতি সুখদ ও রম্য ছিল এবং এরূপ জ্ঞান হইত যেন আহ্লাদ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিতেছে। তন্নিবাসি লোকদের দুঃখের লেশ ছিল না কেবল নিত্য মহোৎসব ও আনন্দেতেই কাল যাপন করিতেন। ইহা সংক্ষেপে কহিতেছি যে ইংলণ্ড দেশীয় পুরোহিতের স্বর্গেতে অপ্রীতি জনক কোন বস্তু ছিল না আর তাহাতে এমন কোন গুণের অভাব ছিল না যে যাহাতে ঐ স্থানকে দেব লোকের পরম সুখস্থান বলা না যায়। সকলের পূর্ব্বেতে স্বর্গ অর্থাৎ পরম সুখস্থান আছে বলিয়া যে প্রবাদ ছিল সেই প্রবাদ উক্ত পুরোহিতদের ধর্ম্ম প্রকাশের প্রথমাবস্থাতে সকলেই জানিতেন তন্নিমিত্তে উক্ত পুরোহিতেরা ঐ প্রবাদ মূলক তাঁহাদের স্বর্গ রচনা করেন। আশান নামক কোন কবি ব্যক্তির কবিতাতে যে বায়ুদ্বারা রচিত অট্টালিকা ও অন্য২ বিষয়ের বর্ণনা আছে তদ্দ্বারা আমাদের বোধ হইতেছে যে, ঐ স্থান অর্থাৎ পৃথিবীস্থ লোকদিগের ক্লেশকর যে পীড়া তাহা যে স্থানে প্রবেশ করিতে পারে নাই সেই পরম সুখ-স্থান অতি উচ্চস্থানে ছিল। গ্রিক ও লেটিনদের সংস্থাপিত ইলিসেম নামক কোন স্থান অপেক্ষা ঐ মনোহর স্থানে অতি উত্তম২ সুখের অনুভব করা যাইত। ইংলণ্ডীয় পুরোহিতেরা একটা নরক অর্থাৎ পারলৌকিক দুঃখস্থান ও মানিতেন এবং কহিতেন যে ঐ নরক অতিঘোর অন্ধকারময় স্থান ও অনেক শিশির একত্র জমিয়া ঐ

স্থানকে নির্ম্মিত করিয়াছে। যাঁহারা অতিশয় শীতল স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন এবং যাঁহারা ঐ শীতল স্থানে বাস করার যে ক্লেশ তাহা বিলক্ষণ রূপে অনুভূত আছেন তাঁহাদিগের বুদ্ধিতেই এই রূপ স্থান দুঃখদ হইতে পারে।

ঐ পুরোহিতেরা তাঁহাদের ধর্ম্মের মধ্যে এই নিয়ম করিয়াছিলেন কোন দেবতার ধনের নিমিত্তে মন্দির করা অথবা কোন দেবতাকে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া আমাদের ব্যবস্থা সিদ্ধ নহে। তাঁহারা অনাবৃত স্থানেতেও অত্যন্ত আমোদিত নানা জাতীয় পুষ্পোদ্যানে দেবতারাধানা করিতেন। ঐ উদ্যানস্থ বৃক্ষের মধ্যে অতি স্থূল ও ছত্রিত যে ওক নামক বৃক্ষ তাহাই প্রধান ছিল কারণ কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার কালীন ঐ বৃক্ষের পত্রের মালাদ্বারা শোভিত না হইয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। এই ওক বৃক্ষকে ঐ পুরোহিতদের মান্য করা আশ্চর্য্য নহে কারণ হিব্র ও জাতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও অন্যান্য জাতীয় পুরোহিতেরাও ঐ বৃক্ষকে উক্ত পুরোহিতদের ন্যায় মান্য করিতেন। উক্ত পবিত্র কানন সকল পবিত্র নদীর জলদ্বারা ধৌত হইত, ঐ সকল কাননে কোন মন্দ লোকের আক্রমণ নিবারণার্থে চতুঃসীমা বেষ্টিত পরিখা অর্থাৎ গড়বন্ধি ছিল, এবং কাননের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি এক রম্য অঙ্গন অর্থাৎ উঠান দুই তিন খানা বড় প্রস্তরে উপর্য্যুপরি করিয়া বাঁধান ছিল ও তাহারি মধ্যস্থানে উপাসনার বেদি নির্ম্মিত থাকিত এবং তাহার অগ্রেতেই বলিদানাদি করিত তাহাদের কোন২ চমৎকৃত দেবোপাসনা স্থানে বিশেষতঃ প্রস্তরময় স্থানেতে

স্তম্ভের উপর বৃহৎ২ গোলাকৃতি প্রস্তর দিয়া আবরণ করা থাকিত. তদ্দ্বারা ঐ স্থান অতি চমৎকৃত হইত যদ্যপিও উক্ত পুরোহিতদের সেই সকল দেবোপাসনার কানন যাহার মধ্যে বেদি নির্ম্মিত ছিল সে সকল কানন এক্ষণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তথাপি ইংলণ্ড দেশে ও ইউরোপের স্থানে২ অদ্যাপি সেই সকল আরাধনার বেদির চিহ্ন আছে।

অন্য২ দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডেতে উক্ত পুরোহিতদের ধর্ম্ম বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল যেহেতু সেকস্যান জাতীয় ও ডেন জাতীয়েরা সেই ধর্ম্মের পুনর্ব্বার উদ্ধার করেন। ১১০০ শালে যৎকালীন ইংলণ্ড ক্যানিউট্ রাজার অধিকারে থাকে সেই অবধি নীচের লিখিত ব্যবস্থা সংস্থাপনের রীতি হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থা এই চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি নদী খাত পর্ব্বত বৃক্ষ এবং কাষ্ঠাদির উপাসনা করিতে উপাসকদিগকে তিনি বিশেষ নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক গ্রন্থকর্ত্তার লিখিত প্রমাণ ও অন্য২ প্রমাণ দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতেছে যে, প্রথম শালেতে খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের কিরণ দ্বারা ইংলণ্ড দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল সিজেরিয়া নামক দেশের বিশপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইউসিবিয়স নামক কোন এক ব্যক্তি যাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতাতে সমান খ্যাতি ছিল, ও চতুর্থ শালের আরম্ভেই যাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়, আর যিনি কানষ্টানটিন দি গ্রেট নামক রোম দেশীয় রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, তিনি যথার্থ রূপে কহেন যে ব্রীটীয়ান দেশের দক্ষিণাংশে ধর্ম্ম ঘোষক ও তাঁহাদের শিষ্য কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল,

এবং ইহাও বিবেচনাসিদ্ধ বটে যে রোমানেরা ইংলণ্ড দেশ আক্রমণ করাতেই ইংলণ্ডদেশে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত হয়। ইহাও যথার্থ বটে রোমানদের সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টীয়ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল তন্নিমিত্তে তাহাদের জয় করণার্থে হউক অথবা সেই সকল দেশ রক্ষার জন্যেই হউক যখন পুনঃ২ ইংলণ্ডেতে প্রেরিত হইত তখনি তাহাঁরা ঐ দেশের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রচার করিত। বোডিসিয়া নাম্নী রাণী দ্বারা ইংলণ্ডদেশে উপপ্লব হয় সেই উপপ্লবের দমনানন্তর খ্রীটীয়ান দেশ উত্তম শাসনকর্ত্তাদের অধিকারে বহুকাল পর্য্যন্ত পরম সুখে থাকে এবং এই ইংলণ্ড দেশ খ্রীষ্টীয়ানদের পক্ষে এক পরম সুখের স্থান হইয়াছিল কারণ তাহারা অন্য স্থানে বিশেষতঃ রোমদেশে নানা প্রকার যাতনা প্রাপ্ত হইত যেহেতু রোমদেশীয় নীরো নামক রাজা নিজ দোষ পরিহারার্থে উক্তাপরাধ খ্রীষ্টীয়ানদের উপর অর্পণ করিয়াছিল, এবং সেই অপরাধে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে অনেককে নিষ্ঠুরতা পুরঃসর নষ্ট করে ও তাহাদের কতগুলিকে বন্য পশুর চর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়া কুক্কুর মুখে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগের শরীর বিদীর্ণ করে, এবং কতগুলিকে ক্রুশ নামক কাষ্ঠ দ্বারা বদ্ধ করে, আর কতগুলিকে অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করে এই রূপ যাতনা পাওয়াতে অনেকেই নানা স্থানীয় হয় এবং তাহার মধ্যে অনেক লোক এই উপদ্বীপকে নিরাপদ স্থান বলিয়া আশ্রয় করিয়াছিল সুতরাং ইংলণ্ড দেশে খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বী লোক অনেক হইল।

ঐ দেশে যদ্যপি কোন কালে কেহ ধর্ম্ম ঘোষক আসিয়া থাকেন তবে সে সেন্টপাল নামক ব্যক্তিই আসিয়া থাকিবেন যেহেতু তাঁহার উৎসাহ ও সাহস এবং পরিশ্রম অত্যন্ত ছিল যদ্যপিও আরমেথিয়া দেশস্থ জোজাপ নামক ব্যক্তি ও সেন্ট পিটর নামক ব্যক্তি ঐ দ্বীপে ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছিলেন এরূপ কেহ২ কহেন আর সাইমান জেলেটির নামক ব্যক্তি ঐ স্থানে ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করেন ইহাও যদ্যপি কোন ব্যক্তি কহেন তথাপি ঐ সকল কথা বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কেবল উদাসীনদের বাক্য ব্যতিরিক্ত অন্য কোন দৃঢ়তর প্রমাণ নাই, কিন্তু ইহার উত্তম২ দৃঢ় প্রমাণ আছে যে ১৭৮২ শালে ইংলণ্ডে এরূপ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যে সেই বিদ্যালয় হইতে নানা স্থানের ধর্ম্ম মন্দিরে উপদেশক ব্যক্তি প্রেরিত হইয়াছিল তদবধি ইহা প্রত্যয় হইতেছে যে, ইংলণ্ডের নানাবিধ স্থান খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সুশীতল কিরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া অত্যন্ত অন্ধ কূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৯ সংখ্যা।

শোলন এবং ক্রীশসের জীবনোপাখ্যান।

খ্রীষ্টের জন্মের ৫৫৭ বৎসর পূর্ব্বে ক্রীশস লিধিয়া দেশের পঞ্চম ও শেষ রাজা হইয়াছিলেন। আর তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য থাকাতে তিনি ধনিদিগের মধ্যে এক জন প্রধান রূপে দৃষ্টা-

ন্তের স্থল হইয়াছিলেন এথেনস্ দেশের বিচারকর্ত্তা শোলন যিনি গ্রীকদেশীয় বিজ্ঞ লোকদের মধ্যে অতি মান্য ছিলেন তিনি যৎকালীন সারডিস দেশে আসিয়াছিলেন, যে সারডিস দেশে তিনি এক সভা সংস্থাপন করেন, তৎকালীন এত লোক তাঁহার সহিত এরূপ মান্যতা পুরঃসর সাক্ষাৎ করিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহার যথা যোগ্য মান হইয়াছিল। পরে ক্রীশস বহু মূল্য বস্ত্রাদি পরিচ্ছদদ্বারা শোভিত হইয়া উক্ত শোলনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে আপন সভাতে স্বীয় মন্ত্রিগণের সহিত অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন কিন্তু শোলন উক্ত রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন না, ক্রীশস শোলনের হেয়তা ও তাচ্ছীল্য দেখাতে চমৎকৃত ও বিরক্ত হইয়া শোলনকে স্বীয় সমুদয় অট্টালিকা ও হীরকাদি এবং সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও সঞ্চিত মুদ্রা আর চিত্রিত ও নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি আপনার সমুদয় ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আজ্ঞা করিলেন।

শোলনকে ঐ সকল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিলে ক্রীশস শোলনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি আমা অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তিকে অধিক সুখী দেখিয়াছ কি না, তাহাতে শোলন উত্তর করিলেন যে হাঁ এথেনস্ দেশের টেলস নামে এক জন অতি মান্য প্রজা তিনি সরল ছিলেন ও যাবজ্জীবন জীবনোপায়ের কোন ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই ও তিনি স্বদেশকে অতি উন্নত দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্ত্রেরা সর্ব্বত্র সমান মান্য,

এবং তাঁহার আরো এক সন্তোষ জন্মিয়াছিল যে স্বীয় পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্রের মুখ দর্শন করিয়া পশ্চাৎ স্বদেশ রক্ষার নিমিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

এরূপ প্রত্যুত্তরদ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে তাচ্ছীল্য প্রকাশ হওয়াতে ক্রীশসের এমন বোধ হইল যে এ প্রত্যুত্তরেতে কেবল অনভিজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইতেছে যাহা হউক ক্রীশস পুনর্ব্বার অভিমান পূর্ব্বক শোলনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে টেলস ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে আমা অপেক্ষা অধিক সুখি দেখিয়াছ কি না? শোলন প্রত্যুত্তর করিলেন হাঁ, আরগস্ দেশস্থ ক্লিওবিস ও বাইটন নামক দুই সহোদর ছিলেন তাঁহারা ভ্রাতৃত্ব নিবন্ধন স্নেহের ও পুত্র কর্তৃক মাতা পিতার পূজ্যতার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থান ছিলেন। উক্ত সহোদর দ্বয়ের মাতার কোন বিশেষ ব্রত করিবার নিমিত্তে জুনোদেবীর মন্দিরে যাইবার আবশ্যক হইয়াছিল এবং তিনি ঐ দেবীর পরিচারিকাও ছিলেন, তাঁহার শকটের বাহক বলীবর্দ্দ অর্থাৎ বলদ তৎকালীন উপস্থিত না থাকাতে উক্ত দুই সহোদরে বলীবর্দ্দের ভূষণে ভূষিত হইয়া সমাজের মধ্য দিয়া তাহার শকট টানিয়া গিয়াছিল অন্য ২ ব্যক্তিদের মাতারা ঐ পরিচারিকার পুত্রদিগের পুণ্য দেখিয়া পরিচারিকাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিল। উক্ত সহোদর দ্বয়ের মাতা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া দেবতার নিকটে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে দেবতারা মনুষ্যকে যে সকল উত্তম দ্রব্য দিতে সমর্থ হয়েন সেই সকল

দ্রব্যদ্বারা আমার পুত্ত্রদিগকে পুরস্কার করুন। ঐ দেবী তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন এবং উক্ত দেবীর নিকটে বলিদানাদি সমাপ্ত হইলে মন্দির মধ্যে ঐ দুই সহোদর নিদ্রিত হইলেন, এবং সেই নিদ্রাবস্থাতেই স্বচ্ছন্দ শরীরে তাহাদের দুই জনের প্রাণ বিয়োগ হইল।

ক্রীশস কহিলেন যে তবে আমাকে কি তোমার সুখি বোধ হয় না? শোলন উত্তর করিলেন হে লিধিয়া দেশাধিপতি তুমি বিবেচনা কর যে মনুষ্যের নানা প্রকার অবস্থা হয় ও তাহাদের জীবনের উপর হঠাৎ কতপ্রকার আঘাত উপস্থিত হয় ইহাতে আপনাকে কোন সম্পত্তিদ্বারা সুখি বলিয়া অভিমান করা যথার্থ শাস্ত্র সম্মত হয় না, এবং অন্য কোন ব্যক্তির সুখ দেখিয়াও আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে পারি না, কেননা সে সুখ মিথ্যা ও অচিরস্থায়ি, এবং যাঁহাকে পরমেশ্বর যাবজ্জীবন নিরুদ্বেগে রাখিয়াছেন তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে সুখি জ্ঞান করিতে পারেন না যেমন কোন যোদ্ধা যুদ্ধসমাপ্তির পূর্ব্বে যদি কোন মুকুটাদি পারিতোষিক পায় তবে তাহাতে যেরূপ সংশয় থাকে সর্ব্বদা বিঘ্ন যুক্ত বিষয়েতেও সেই রূপ সংশয় থাকে।

শোলন ক্রীশসকে যে সকল কথা কহিলেন ক্রীশস অতি অল্পকালের মধ্যেই ঐ সকল কথার পরীক্ষাদ্বারা প্রামাণ্য করিলেন কারণ পারস্য দেশের রাজা সাইরস নামক কোন ব্যক্তির নিকটে ক্রীশস যখন পরাজিত হইলেন তখন উক্ত রাজা ক্রীশসের রাজধানী গ্রহণ করিয়া এবং ক্রীশসকে

কারাগারে বদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ এক কাষ্ঠ বেদির অর্থাৎ চিতার উপর তাঁহাকে রাখিয়া দগ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন পশ্চাৎ ঐ দুর্ভাগা রাজা এথেন দেশের পণ্ডিতের অর্থাৎ শোলনের বাক্য স্মরণ করিয়া শোলন২ এই শব্দদ্বারা চিৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সাইরস তাঁহার প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষ ও মন্ত্রিগণের সহিত সেখানে উপস্থিত থাকাতে ক্রীশস শোলন২ এই শব্দ বার২ উচ্চারণ করে কেন? ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুকে মিথ্যা বোধ করিলেন, আর তাঁহার অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হইল তন্নিমিত্তে ঐ রাজাকে অগ্নি চিতাহইতে আনিতে আজ্ঞা করিলেন এবং তদবধি ঐ ক্রীশসের সহিত মর্য্যাদাপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই রূপে অর্থাৎ একজন রাজার প্রাণদান করাতে ও দ্বিতীয় রাজাকে সদুপদেশ দেওয়াতে শোলনের যথেষ্ট গৌরব হইয়াছিল।

২০ সংখ্যা।

বাষ্প যন্ত্রের বিবরণ।

ত্রিশ ব্রুল ছিদ্র যুক্ত ও উত্তম রূপ নির্ম্মিত এক নলবিশিষ্ট বাষ্প যন্ত্রেতে ৪০ টা অশ্বের কর্ম্ম করে ইহার মধ্যে অশ্বেতে কেবল দিবা ভাগে ৮ ঘণ্টা মাত্র কর্ম্ম করিয়া থাকে কিন্তু উক্ত

যন্ত্র আহোরাত্র অনবরত কর্ম্ম করাতে এক শত কুড়িটা অশ্বের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, এবং তাহার এক২ অশ্বেতে পাঁচ জন মনুষ্যের কর্ম্ম করিতে পারক হওয়াতে ঐ যন্ত্রদ্বারা ছয় শত মনুষ্যের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই যন্ত্রের সমুদয় ব্যয় উক্ত অশ্ব অর্থাৎ যে সকল অশ্বের পরিবর্ত্তে এই যন্ত্র নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহাদের অর্দ্ধাংশের ও তুল্য নহে, অঙ্গার ও ধাতুর আকর প্রভৃতি হইতে জল তুলিবার নিমিত্তে এই কলের প্রথম ব্যবহার করা যায় কিন্তু এক্ষণে যে২ বিষয়ে অধিক বল দেওনের প্রয়োজন হয় সেই বিষয়ে উক্ত কল ব্যবহার করা যাইতেছে। বোল্টর্ন সাহেব মুদ্রা যন্ত্রেতে এই শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, যে যন্ত্রেতে চারিজন বালকের উপলক্ষ্য হইলেই এক ঘণ্টায় ২০০০০ হাজার মুদ্রা মুদ্রিত হইতে পারে এবং ঐ মুদ্রার সংখ্যাও উক্ত কলদ্বারা ঠিক হইয়া থাকে।

---

২১ সংখ্যা।

ফিলোপিমেন।

গ্রীক দেশস্থ ফিলোপিমেন আপন কালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সেনাপতি। আপনার সৈন্যের সহগমন করত তাহারদের কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া শিবিরে প্রথমে পঁহুছিলেন এবং দেখিলেন যে প্রত্যেক জন তাহার নিমিত্তে মহা ভোজ করত অতিশয় ব্যস্ত ইত্যবসরে এক জন স্ত্রী তাহার কুশ্রীবদন দেখিয়া তাহাকে এক জন ভৃত্যের ন্যায় বোধ করিয়া কাষ্ঠ চিরিয়া

আমার উপকার কর ইহা কহিলেন। ইহাতে তিনি এক কথা মাত্র না কহিয়া যথাসাধ্য কাষ্ঠ চিরিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার প্রধান সেনাপতি পঁহুছিয়া তাঁহাকে এই রূপ কর্ম্ম করত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয় কি করিতেছেন। তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন যে আমি আপনার কুশ্রীক বদনের গুনাহ্‌গারী দিতেছি।

২২ সংখ্যা।

পৌলের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ক বৃত্তান্ত।

পৌলের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ, ও তৎসম্বন্ধীয় সকল ঘটনা দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম যে ঈশ্বর দত্ত, তাহা সুস্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিদিগের ভয়ানক শত্রু থাকিয়া পরে একেবারে আপনিই ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা এমন শক্ত রূপে প্রমাণীকৃত, যে ইহা অস্বীকার করিলে অন্য সকল পুর্ব্বকালের ইতিহাস অস্বীকার করিতে হয়। অতএব সে যেমত আপনি কহিয়াছে, সেই মত অদ্ভুত রূপেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং এমত হইলে সুতরাং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঈশ্বর দত্ত বলিতে হয়, অন্যথা পৌলকে প্রবঞ্চক ও উন্মত্ত অথবা অন্য লোক কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত বলিতে হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু সম্ভবে না। যদি সে প্রবঞ্চক ছিল, অর্থাৎ যাহা মিথ্যা জানিল, তাহা সত্য বলিয়া জগতে প্রকাশ করিল, তবে তাহার এই প্রকার ভণ্ডামি করিবার অবশ্য কোন কারণ থাকিবে।

লোক সকল ইহলোকে ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম এবং উচ্চপদ প্রাপণার্থে অথবা কোন ইন্দ্রিয়াদির সুখ সাধনার্থে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতারণা করিয়া থাকে। কিন্তু যখন পৌল যিহূদীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তৎকালীন ঐ ধর্ম্ম দ্বয়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে স্পষ্ট রূপে এই বোধ হয়, যে সে উপরে উক্ত কারণ প্রযুক্ত ক্রুশে হত খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। কেননা যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, তাহারা যিহূদী দেশীয় ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রমী লোক; কিন্তু যাহাদিগের নিকটে গেল, তাহারা সকলেই দরিদ্র, ও তাড়িত এবং সর্ব্ব প্রকারে ধন সঞ্চয়ের উপায় বিহীন ছিল। অতএব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সর্ব্বস্বচ্যুত হইবে, এবং ভবিষ্যতে ধন উপার্জ্জনের আশা রহিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে যদি পূর্ব্বের মত খ্রীষ্টীয়ানদিগের বৈরভাচরণ করে, তবে যিহূদীয় দেশের প্রধান ২ ব্যক্তিদিগের আনুকূল্যেতে উত্তম পদ পাইবে, এমন দৃঢ় ভরসা ছিল, যেহেতু ঐ ব্যক্তিরা খ্রীষ্টীয়ানদিগের তাড়না করণে তাহার উৎসাহ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। যদি বল, সুখ্যাতি ও সম্ভ্রম প্রাপণাশায় সে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, উত্তর গমিলিয়েলের শিষ্য যে পৌল সে কৈবর্ত্তদিগের পাঠশালার অধ্যাপক হইয়া যে সুখ্যাতি কি সম্ভ্রম লাভ করিবে, এমন কি সম্ভাবনা ছিল। অপর যদি বল, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যিহূদিয়া অথবা অন্য দেশে প্রচার করিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইবে, এমত আশায় সে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাও সম্ভব নহে, যেহেতু সে জানিত, যে ঐ সকল

নতকে যিহূদিরা অত্যন্ত অযুক্ত এবং গ্রিকেরা উন্মত্ত প্রলাপ জ্ঞান করিত। যদি বল, পরাক্রম প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় পৌল স্বজাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, তবে বল কেমন পরাক্রম এবং কাহার উপরে পরাক্রম? যাহাদিগকে আপনিই বিনাশ করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছিল এবং যাহাদের রক্ষকও অল্পকাল পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল সেই মেষপাল রূপ মনুষ্যদের উপর প্রভুত্ব পাইলে কি ইষ্ট লাভ। যদি বল নূতন ধর্ম্মের ছলেতে কামাদি কোন অবিহিত ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করিবে এই মানসে সে ঐ ধর্ম্মের উপদেশক হইয়াছিল ইহাও অযুক্ত যে হেতু তাহার রচিত গ্রন্থ সমূহে পবিত্রাচার করা এবং রাজা ও রাজপুরুষ ও ব্যবস্থা সকলের অধীনে থাকা এবং ধর্ম্মবেশে কামুকতা ও আলস্য ও কুব্যবহারেতে ঘৃণা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য সর্ব্বদা এই রূপ উপদেশ করিয়াছে। অপর খ্রীষ্ট ভক্ত লোকেরা নীতিব্যবস্থার অনধীন এবং ঈশ্বরানুগ্রহে দেশের শাসন হওয়াতে রাজ শাসন অনুচিত ও রাজাকে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য এবং ধনিদিগের ধন বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করাই কর্ত্তব্য এবং পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ নাই এবং মন আকর্ষণ করিবামাত্রই ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্ম ও সৃষ্টির নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় এবং অন্য যে কোন উপদেশদ্বারা ধূর্ত্ত লোকেরা আপনাকে ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া মনুষ্যদের উপর নানা উপদ্রব করিয়াছে, এমত অসৎ উপদেশ পৌলের কোন পত্রেতে লিখিত নাই। আরবিয়া দেশোদ্ভব বঞ্চক যে মহম্মদ, তাহার ন্যায় সে

আপনাকে কোন ব্যবস্থার বহির্ভূত বলিয়া কিছু মাত্র লেখে নাই; এবং সে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে কি পরে লম্পটতাচার করিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ নাই, যিহূদিদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া যদ্রূপ সদ্ব্যবহারী ছিল খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যেও তদ্রূপ ছিল, কিঞ্চিন্মাত্র অসৎ ব্যবহারাদি করে নাই

সেই প্রেরিত পৌল যে প্রবঞ্চক ছিল না, ইহা স্থির হইল। সে ধর্ম্মোন্মত্তও ছিল না, তাহার প্রমাণ বলি। উগ্রস্বভাব ও বিমর্ষতা ও অজ্ঞানতা ও অপ্রমাণ বিষয়ে বিশ্বাস এবং অহঙ্কার এই সকল ধর্ম্মোন্মত্ততার কারণ হয়। কিন্তু উগ্রস্বভাব ব্যতিরিক্ত পৌল প্রেরিত পূর্ব্বোক্ত তাবৎ দোষশূন্য ছিল; সে যিহূদীয় কি খ্রীষ্টীয়ান যখন যে মত সত্য জ্ঞান করিত তদ্রক্ষার্থ অত্যন্ত উগ্রতা প্রকাশ করিল ইহা সত্য বটে কিন্তু সে সর্ব্বকালেই এমত রাগ দ্বেষাদি শূন্য থাকিত যে বাহ্য বিষয়ে অন্যান্য মনুষ্যদের নিকটে অন্যান্য ব্যবহার করিত এবং অতি নম্র হইয়া যথাসাধ্য যথাবিহিত তাহাদের মত ও ব্যবহারানুসারে আচরণ করিত কিন্তু যাহারা স্বমতাভিমানে আসক্ত কিম্বা ধর্ম্মোন্মত্ততায় বিহ্বল, তাহারা এ রূপ সদাচরণ করিতে সর্ব্বথা অক্ষম হয়। অপর সে বিমর্ষমনা ছিল না ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে যেহেতু যে কোন উপায়েতে ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং উচিত কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় পৌল বিপদ ও শত্রুদিগের তাড়না হইতে মুক্ত হওনার্থ বিবেচনা পূর্ব্বক এমন উপায় করিত। ধর্ম্মবিষয়ে বিমর্ষমনা ব্যক্তি শত্রুদিগের

তাড়না প্রার্থনা করে না, তখন সে আপনিই আপনাকে যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু সরল ও পবিত্রাচরণ এবং অবিশ্রান্ত রূপে ধর্ম্ম ঘোষকের কার্য্য নিষ্পাদন দ্বারাই পৌলের ধার্ম্মিকতা স্পষ্ট হইতেছে। অপর গণ্ডমূর্খ ছাড়া কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মূর্খ বলিবেক না, যেহেতু বোধ হয়, সে যিহুদি শাস্ত্র কেবল নয়, কিন্তু গ্রিকদিগের বিদ্যার ও পারদর্শী ছিল, এবং গ্রিকদিগের কবিতাগ্রন্থ সমূহ ও অধ্যয়ন করিয়াছিল। সে অপ্রমাণ বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল না, ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যেহেতু পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্ট এবং তদনন্তর তাহার প্রেরিতেরা যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা সে যিরূশালম নগরে থাকিয়া অবশ্য অবগত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে বিশ্বাস করে নাই। অনন্তর সে সর্ব্ব লোকাপেক্ষা অহঙ্কার শূন্য ছিল, ইহাও তাহার পত্র সকল এবং আচরণ দ্বারা জানা যাইতেছে; সে আপনাকে প্রেরিতগণমধ্যে অতি ক্ষুদ্র ও প্রেরিত নাম ধারণের অযোগ্য জানাইল। অপর সে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ বলিল, এবং ভবিষ্যৎ বাক্য কহন ও অদ্ভুত কর্ম্ম করণাদি যে কোন ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে পাইয়াছিল, তদপেক্ষা সর্ব্বজীবে দয়া শ্রেষ্ঠ কহিল। গর্ব্বিত অথবা ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি যে এ রূপ কথা কহিবেক, ইহা কোন মতে সম্ভব নহে।

পৌল প্রবঞ্চক অথবা ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল না, ইহা সপ্রমাণ হইল; সম্প্রতি সে অন্য কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিবেচনা করি; কিন্তু ইহা অনায়াসে স্থির করা যায়, কেননা জিজ্ঞাসা করি, তাহাকে বঞ্চনা করিতে কে সক্ষম

ছিল? গালীলীয় কএক জন অবিদ্বান কৈবৰ্ত্ত কি সক্ষম ছিল? আপনাদিগের অত্যন্ত সুচতুর শত্রু এবং অত্যন্ত নির্দয় তাড়নাকারিকে স্বমতাবলম্বী এবং প্রেরিতপদে নিযুক্ত করিতে, বিশেষতঃ যে কালে সে আপনাদিগের এবং আপনাদিগের প্রভুর প্রতি ঘোরতর বিপক্ষতা করিয়াছিল, সেই কালে তাহাকে প্রতারণা দ্বারা আপনাদিগের মতাবলম্বী করিতে, উহাদিগের মনে এমন মন্ত্রণা যে উদিত হইয়াছিল, তাহা বোধগম্য নহে। আর এমত মন্ত্রণা তাহাদিগের মনে উদয় হইয়াছিল, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তথাচ তাহারা যে ধর্ম্মপুস্তক লিখিত মতে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বথা অসাধ্য। মধ্যাহ্ন সময়ে আকাশে সূর্য্যাপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোক তাহারা কি রূপে উৎপন্ন করিল? আর যে কথা কেবল পৌল শুনিল, তাহার সঙ্গি লোক শুনিতে পাইল না, এমন কথা তাহারা কি রূপে তাহাকে শুনাইল? ঐ দর্শনানন্তর কি রূপে তাহাকে তিন দিন অন্ধ করিয়া রাখিল? অপর তাঁহার চক্ষু হইতে আঁইস নির্গত করাইয়া আজ্ঞামাত্রে কি রূপেই বা পুনর্ব্বার দর্শন শক্তি প্রদান করিল? অপর যদি এই সকল ঘটনা যথার্থ রূপে ঘটে নাই, তবে তাহারা তাহাকে এবং তাহার সহযাত্রিদিগকে তাহাতে কি রূপে বিশ্বাস করাইল? এই সকল অসাধ্য কর্ম্মে এতদ্রূপ বঞ্চনা করা কাহারও সাধ্য নয়।

পৌল বঞ্চক অথবা ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল না, এবং অন্য কর্তৃক প্রবঞ্চিত ও হয় নাই, ইহা যদি স্থির হইল, তবে স্বয়ং

ঈশ্বর তাহাকে অলৌকিক রূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঈশ্বর দত্ত, ইহা স্থির হইল।

২৩ সংখ্যা।

অনেক দিব্য দূতের পতিত হওনের কথা।

ঈশ্বর যে সকল স্বর্গদূতকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা সৃষ্ট হওন সময়ে সকলে নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহাদের মধ্যে অনেকে পাপেতে পতিত হইল। তাহাদের সংখ্যা নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য, কিন্তু বোধ হয় যত মনুষ্য এক সময়ে এই পৃথিবীতে বাস করে সেই সকল মনুষ্যের সংখ্যা অপেক্ষা পতিত দূতগণের সংখ্যা বড়। এবং তাহারা কোন্ সময়ে প্রথমে পাপ করিল তাহাও আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় যে দিনে আদমের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই দিনে সমস্ত দূতগণেরও সৃষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং যে সময়ে আদম ও হবা নিষ্পাপ থাকিয়া এদন উদ্যানে বাস করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র ছিল, সেই সময়ের মধ্যে ঐ দূতগণের পতন হইল। তাহারা সকলে আদমের পূর্ব্বে পতিত হইয়াছিল কি না তাহা আমরা জানি না, তথাপি বোধ হয় আদমের পতিত হওনের পরে কোন স্বর্গদূতের পতন হয় নাই। যাহারা পবিত্রতাতে স্থির থাকিল, তাহাদের সেই স্থিরতার এবং রক্ষা পাওনের

মূলকারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তকে মনো-নীত দিব্য দূতগণ এই নাম তাহাদিগকে দেওয়া যায়। তীমথি ৫ ; ২১।

যাহারা পাপেতে পতিত হইল তাহারাও পূর্ব্বে দিব্য দূত ছিল, সুতরাং পবিত্র ছিল, ইহার প্রমাণ নিম্ন লিখিত শাস্ত্রীয় বচন। "ঈশ্বর পাপিষ্ঠ দূতবর্গকে ক্ষমা না করিয়," ইত্যাদি, ২ পিতর ২ ; ৪। এবং "যে২ দিব্য দূত আপন২ পদে না থাকিয়া বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল" ইত্যাদি, যিহূদা ৬।

আর বোধ হয় এইরূপ প্রমাণের মধ্যে এই দুই বচনও গণনীয় আছে। "আমরা দূতগণের ও বিচার করিব, ইহ কি তোমরা জান না?" ১ করিন্থ ৫ ; ৩। আর " দূত-গণের নিমিত্তে মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকের মস্তক আচ্ছাদিত করা কর্ত্তব্য।" ১ করিন্থ ১১ ; ১০। এই দুই বচনের মধ্যে প্রথম বচনে যে পতিত দূতগণের বিচারের কথা আছে এ বিষয়ে প্রায় কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্বিতীয় বচনের বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কেহ২ বলে দূতগণের নিমিত্তে, ইহার অর্থ এই দুষ্ট দূতগণ যেন সভাস্থ লোকদের মনে কামেচ্ছা জন্মাইতে না পারে ; কিন্তু অন্য২ লোক বলে, দূতগণের অনুরোধে, অর্থাৎ মণ্ডলীতে বর্ত্তমান পবিত্র দূতগণ যেন স্ত্রীগণের নির্লজ্জতাতে দুঃখিত না হয় ; কিম্বা পবিত্র দূতগণ নম্রতা পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করণের সময়ে আপন২ মুখ আচ্ছাদন করে, সেই নম্রতা প্রশংসনীয় জানিয়া মস্তক আচ্ছাদন করা স্ত্রীলোকদে

উচিত; নতুবা দূতগণের ঐ নম্রতা নিরর্থক বোধ হইতে পারিবে।

এবং ৭৮ গীতের ৪৯ পদে লিখিত আছে, ঈশ্বর মিস্রীয় লোকদের প্রতি "অমঙ্গলদায়ক দূতগণের এক দলকে প্রেরণ করিলেন।" এই স্থানে "মন্দ দূতগণের" এই শব্দ লিখিলে তর্জ্জমার দোষ হইত না। ঈশ্বর দুষ্ট মনুষ্যকে দণ্ড দিবার নিমিত্তে পবিত্র দূতগণকে পাঠাইতে পারেন, এবং পতিত দূতগণদ্বারাও সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন, ইহা সত্য বটে, তথাপি বোধ হয় উক্ত দূতগণ মন্দ অর্থাৎ পাপেতে পতিত ছিল।

যে সকল দূতগণ পাপেতে পতিত আছে, তাহাদের মধ্যে শয়তান নামক ব্যক্তি প্রধান। তাহার সেই শয়তান নাম ইব্রীভাষাতে শত্রু কিম্বা বিপক্ষ বুঝায়। ধর্ম্মপুস্তকের শেষভাগে তাহার গ্রীক ভাষাহইতে উদ্ভব দিয়াবল (ডেবল) এই নাম চলিত আছে, এবং এই নামের অর্থ অপবাদক কিম্বা দুর্নামোৎপাদক। তদ্ভিন্ন তাহার বাল্-সিবূব এই যে নাম পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বে ইক্রোণ নগর নিবাসি পিলেষ্টীয় লোকদের ইষ্টদেবতার নাম ছিল। (২ রাজ ১; ২) এবং অবদ্দোন্ কিম্বা অপল্লুয়োন্, তাহার এই দুই নাম বিনাশক বুঝায়।

সেই শয়তান নামক ব্যক্তি অন্য সমস্ত পতিত দূতগণের রাজা, এই নিমিত্তে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কহিয়াছেন, "শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে অনন্ত অনল প্রস্তুত আছে।" মথি ২৫; ৪১। এবং শয়তানের এই

কর্ত্তৃত্বসূচক বচন ধর্ম্মপুস্তকের অন্য ২ স্থানেও পাওয়া যায়। শয়তানের অধীন পতিত দূতগণের মধ্যে কোন এক দূতের বিশেষ নাম ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভূত এই নাম বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তকে তাহাদিগকে দেওয়া যায়। যদ্যপি সামান্য ভাষাতে ভূত এই শব্দদ্বারা মৃত মনুষ্যকে বুঝায়, তথাপি ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে কেবল দুই এক স্থানে মৃত মনুষ্যকে বুঝায় (মার্ক ৬,৪৯) কিন্তু অন্য সকল স্থানে দুষ্ট দূতকে বুঝায় বিশেষতঃ ভূতগ্রস্ত এই শব্দের অর্থ দুষ্ট দূতে আশ্রিত।

শয়তান যে পতনের পূর্ব্বে স্বর্গদূতগণের প্রধান শ্রেণীর মধ্যে গণিত ছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা যে সত্য বটে, এমন বোধ হয়, যেহেতুক তাহা না হইলে সে কি রূপে দুষ্ট দূতগণের মধ্যে রাজত্ব পাইয়া প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করণে পারক হয় তাহা বুঝা যায় না।

এবং তাবৎ দুষ্ট দূতগণের মধ্যে শয়তান দুষ্টতম, এই কারণ বোধ হয় তাহার ছল ও কুপরামর্শদ্বারা অন্য ২ দূত ভ্রষ্ট হইল, এবং নিম্নলিখিত যে বচন মনুষ্যদের পাপাবস্থার মূলকারণ বর্ণনা করে, তাহা পতিত স্বর্গদূতগণের ও পাপাবস্থার মূলকারণ বর্ণনা করে।

"শয়তান প্রথমাবধি নরহত্যাকারী; তাহার অন্তরে সত্যতা নাই, এই জন্যে সে সত্যতাতে থাকে না; সে যখন মিথ্যা কহে, তখন আপন স্বভাবানুসারেই কথা কহে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপাদক।" যোহন ৮ ; ৪৪।

শয়তান ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী হওয়াতে সৃষ্টিকালে অবশ্য পবিত্র ছিল। তাহার এবং ভ্রষ্ট দূতগণের পতন কি রূপে হইয়াছিল তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি না, তথাপি বোধ হয় ঈশ্বর আপন সৃষ্ট জগতের মধ্যে নানা স্থানে আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ভার তাহাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহাতে শয়তান কোন প্রকারে ঈশ্বরের অধীনতাতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছুক হইল, অর্থাৎ অহঙ্কারী হইল, পরে অন্য কোন২ দূতগণকে ভুলাইয়া সেই স্বাধীনতাতে লুব্ধ করিল, শেষে সকলে যে২ কর্ম্মে ঈশ্বরদ্বারা নিযুক্ত ছিল সেই২ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেল। যেমন কোন দাস প্রভুর অধীনতাতে অসহ্য জ্ঞান করিয়া স্বাধীন হইবার ইচ্ছাতে প্রভুর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়, তদ্রূপ আচরণ করাতে ঐ দূতগণ পতিত হইল। তাহারা মনে২ কহিল আমরা পরমসুখ ভোগ করিতেছি ইহা সত্য বটে, তথাপি আমরা স্বাধীন নহি, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অধীন আছি, ইহা দুঃখের বিষয়; আইস আমরা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, তাহাতে আমাদের সুখের কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না।

এই রূপে তাহাদের পতন হইয়াছিল, ইহা অতি সম্ভব বটে, যেহেতুক এইরূপ পরামর্শদ্বারা শয়তান মনুষ্যকেও ভুলাইয়া নষ্ট করিল। এবং যিহূদার পত্রেও লিখিত আছে, যথা,।

"যে ২ দিব্য দূত আপন ২ পদে (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব পদে) না থাকিয়া বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল" ইত্যাদি। যিহূদা ৬।

অপর পৌল ও লেখেন, যথা, "সে অহঙ্কারে প্রফুল্ল হইয়া শয়তানের দণ্ড যোগ্য যেন না হয়, এই জন্যে নূতন শিষ্য অধ্যক্ষ না হউক।" ১ তীমথীয় ৩; ৬। এই বচনের অর্থ এই। শয়তান সৃষ্ট হওনের অল্পকাল পরে উচ্চ পদ পাইয়া অহঙ্কার করাতে যেমন দণ্ড পাইল, তদ্রূপ কোন নূতন শিষ্য যদি পুনর্জাত হওনের অল্পকাল পরে মণ্ডলীর অধ্যক্ষ পদ পায়, তবে সেও শয়তানের ন্যায় অহঙ্কারী হইয়া দণ্ড পাইবে, ইহা সম্ভব বটে, যেহেতুক শয়তান আপনার ন্যায় তাহাকেও নষ্ট করিতে যত্ন করিবে। যদ্যপি কেহ ২ এই পদের অন্য অর্থ করে, তথাপি যে অর্থ কহা গেল তাহাই সত্য বোধ হয়।

ঐ দূতগণ পতিত হইবামাত্র দণ্ড পাইল। কোন বালক আপন পিতার অধীনতা অস্বীকার করিলে যেমন দণ্ডনীয় হয়, তদ্রূপ তাহারাও দণ্ডনীয় হইল। ঈশ্বর যদি তাহাদের দণ্ড না দিতেন, তবে আপন সৃষ্ট জগতের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাহাদিগকে স্বর্গেতে প্রত্যাগমন করিতে না দিয়া "নরকে নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার রূপ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া বিচারার্থে রাখিলেন।" ২ পিতর ২; ৪। ইহার অর্থ যিহূদা লিখিয়াছেন, যথা, "ঈশ্বর তাহাদিগকে মহাবিচারের দিন পর্য্যন্ত অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ঘোরান্ধকারের মধ্যে রাখিয়াছেন।" যিহূদা ৬। পিতর ঐ যে নরকের কথা কহে, তাহা অগ্নিতে প্রজ্বলিত

সামান্য নরককে বুঝায় তাহা নহে, কেবল স্বর্গহইতে দূরস্থ কারাগার স্বরূপ স্থানকে বুঝায়। আর সেই স্থান অতি বিস্তারিত, যেহেতুক তাহারা এই পৃথিবীতেও আসিয়া থাকে। এবং স্বর্গের তেজের সহিত তুলনা দিলে এই পৃথিবী অন্ধকারময় আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। যেমন শৃগাল ও পেচক যে রাত্রিক অন্ধকার জ্ঞান করে না, তাহা মনুষ্যের অন্ধকারময় বোধ হয়; তদ্রূপ মনুষ্য যে পৃথিবীকে অন্ধকারময় জ্ঞান করে না, তাহা পতিত দিব্য দূতের দৃষ্টিতে অন্ধকারময় বোধ হয়। এবং কারাবদ্ধ লোক কারাগারে গবাক্ষের নিকটে গেলে কিঞ্চিৎ আলো দেখিতে পাওয়াতে, সান্ত্বনা পায়, তদ্রূপ এই পৃথিবীতে আইলে ঐ দুষ্ট দূতগণের কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা জন্মে। তাহারা পৃথিবীতে আসিতে ভাল বাসে, ইহার প্রমাণ তাহাদের মধ্যে কএক জন দিয়াছে, যথা, "তাহারা যীশুকে বলিল, আমরা বিনয় করি, আমাদিগকে যন্ত্রণা দিও না, আমাদিগকে গভির গর্ত্তে যাইতে আজ্ঞা দিও না, বরং এই নিকটবর্ত্তি শূকরপালে আশ্রয় লইতে আমাদিগকে অনুমতি দেও।" লূক ৮; ২৮ ৩১, ৩২। ঐ গভীর গর্ত্ত কোথায়, এবং তাহাদের অন্ধকাররূপ শৃঙ্খল বা কি, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় তাহারা এই পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করিতে পারে না, কেবল পৃথিবী বেষ্টনকারি আকাশ দিয়া উড়িয়া গমনাগমন করিতে পারে, এই জন্যে আকাশমণ্ডল তাহাদের রাজ্যস্বরূপ (ইফিষ ২; ১)। এবং অন্ধকাররূপ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হওয়াতে মনুষ্যের নিকটে দর্শন দেওয়া

তাহাদের অসাধ্য, কেবল তাহাদের রাজ্যে শয়তান কখনোং নানা প্রকার বেশ গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

ইহার মধ্যে অতি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে ঈশ্বর পাপ ক্ষমার ও পরিত্রাণের পথ পতিত মনুষ্যের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু পতিত দূতগণের নিমিত্তে প্রস্তুত করেন নাই। মনুষ্যের প্রতি এই রূপ বিশেষ অনুগ্রহ কেন প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত।

---

২৪ সংখ্যা।

মাতার প্রতি সন্তানের স্নেহের এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত।

এক উত্তম কুলোদ্ভব স্ত্রীলোককে এক মনুষ্য কোন বৃহৎদোষের দোষ করিয়া বিচারকর্ত্তার নিকট কারাগারে হত্যা করিবার মানসে প্রেরণ করিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে বিচারকর্ত্তা হত্যা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি অবলার উত্তম কুলশীল বিবেচনা করিয়া বধ করিতে ব্যস্ত হইলেন না। আর স্বীয় সৌজন্যতা প্রকাশ করণ পূর্ব্বক ঐ স্ত্রীলোকের কন্যাকে ঐ দুঃখিনী জননীর সহিত সাক্ষাৎ করণ কারণ কারাগারে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন কিন্তু উক্ত কন্যার গমন কালীন তাঁহার মাতার ভক্ষণার্থে কোন খাদ্য দ্রব্য না লইয়া যাইবার কারণ তাঁহার বসনাদি সর্ব্বদা অনুসন্ধান রাখিতেন, যেহেতুক ইহা করণের দ্বারা এই অভিপ্রায় করিলেন যে আপনি

হত্যার পাতক না গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আহারাভাবে অল্প দিবসের মধ্যে বধ করিতে পারিবেন। কিছু দিবস পরে ঐ বিচারকর্ত্তা কন্যার গতায়াত নিত্য ২ প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার মাতা কি প্রকারে এত দিন জীবৎমান আছেন তৎপ্রযুক্ত তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন যে দুঃখিনী জননীর প্রাণ কেবল কন্যার স্তন দুগ্ধের দ্বারা রক্ষা পাইতেছে যিনি নিয়ত কারাগারে আসিয়া স্বীয় জননীর জীবন বাঁচাইবার কারণ স্তনদুগ্ধ পান করাইতেন। পরে এই আশ্চর্য্য বিষয় বিচারকর্ত্তারদিগের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবাতে তাঁহারা কৃপাবলোকন পূর্ব্বক ঐ অভাগিনীর প্রতি ক্ষমা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। পরন্তু উক্ত কন্যা মাতার প্রাণ রক্ষা করণ হেতুক যে প্রাণদানের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে আরও তাঁহারা উভয়ের আত্ম ভরণ পোষণ করণ কারণ জীবনাবধি মাসিক বেতন পাইতে লাগিলেন। এবং যে স্থানে উক্ত কারাগার ছিল সেই স্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মাতার প্রতি সন্তানের স্নেহ নামে প্রতিষ্ঠা করা গেল।

যাহা হউক যদ্যপি উক্ত কন্যা আত্ম মাতার আত্মা রক্ষা করিবার গমন কালীন কোন আপদ প্রাপ্ত হইতেন তবে তাঁহার কত দুঃখ মনোমধ্যে উদয় হইত তাহা কহনে বাণী হীন। এবং ইহাও কুত্রাপি অস্মদাদির কর্ণগোচর হয় নাই যে কন্যার স্তন পান করিয়া জননী প্রাণদান পাইয়াছে। যদ্যপি সন্তানের পিতা মাতারদিগকে প্রতিপালন

করা কর্ত্তব্য না হইত তবে ইহা প্রায় সকল মনুষ্য অম্লান মুখে অপ্রকৃত বা অযথার্থ স্বীকার করিতেন।

---

২৫ সংখ্যা।

আমারদিগের সুখভোগ করণ উত্তম কর্ম্ম দ্বারা হয়।

যে মনুষ্য উত্তম রূপ সময় ক্ষেপণ করেন, ও বিষয় ব্যয় করেন, এবং সাবধান পূর্ব্বক আপন শাসন করেন তাঁহাকে জ্ঞানী ও পরোপকারী জানিয়া সুখি কহা যায়; কেননা তিনি বুদ্ধিকে ও বাঞ্ছাকে উত্তম রূপ বোধ করেন না যে অবধি না তাঁহার জ্ঞানচক্ষু বিদ্যার দ্বারা প্রফুল্ল হয় ও বাঞ্ছারও যেপর্য্যন্ত না ধর্ম্মে গতি হয় তিনি অরণ্যেতে ভ্রমণ করিয়া সুখ ভোগ করেন ও কথোপকথন বৃদ্ধি করিতে প্রযত্ন করেন এবং যখন গাম্ভীর্য্য থাকেন (অহঙ্কার পরিবর্ত্তে কিম্বা যখন আহ্লাদিত থাকেন (বাহ্যিক প্রফুল্ল পরিবর্ত্তে তখন তাঁহার বাঞ্ছাকে বাহির প্রধানত্ব বৃদ্ধি করণ নিমিত্তে ধন্যবাদ না করিয়া কেবল তাঁহার প্রভাকর জ্ঞানের ও সততার উজ্জ্বল কিরণের কারণ প্রশংসা করা যায়। তিনি কোন প্রধান রাজমন্ত্রী অপেক্ষায় কার্য্য বিষয়ে অধিক পারক ও অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা অতি সচ্ছন্দভাবে থাকেন অপর গোপনীয় কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে শিক্ষা করায় যে এক জন নিরাকার (পরমেশ্বর) আছেন। পদার্থ বিদ্যা অভ্যাস করণের দ্বারা তিনি এই বস্তু প্রাপ্ত হয়েন যে সকল বিষয়েতে

পরমেশ্বর আছেন ও সকল বৃক্ষেতেও তিনি আছেন এবং যখন তিনি তাঁহাকে দৃষ্টি করেন তখন তাঁহার প্রতি অতি কৃতজ্ঞ হইয়া পূজা করেন। সীড

---

২৬ সংখ্যা।

শত্রুকে ক্ষমা করণ বিষয়ে।

যখন চীন দেশীয় মহারাজ শুনিলেন যে শত্রুরা তাঁহার কোন দূরবর্ত্তি প্রদেশে উপপ্লব করিতে উপস্থিত হইয়াছে তখন তিনি আপন সৈন্যগণকে কহিলেন যে তোমরা আমার পশ্চাতে আইস এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তাহাদিগকে শীঘ্র বিনাশ করিব।

অনন্তর তথায় তাঁহার উপস্থিত হওনেতে ঐ শত্রুরা তাঁহার অধীন হইল। তৎকালে সৈন্যেরা মনে করিল রাজা তাহাদিগকে প্রতিফল দিবেন কিন্তু যখন সৈন্যেরা দেখিল রাজা তাহাদিগের কাহাকেও দয়া ও কাহার ও সহিত শিষ্টতা ব্যবহার করিলেন তখন তাহারা অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিল। এবং তৎকালে প্রধান মন্ত্রী রাজাকে কহিল হে মহারাজ আপনি কি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কেননা মহারাজ এই কহিয়াছিলেন যে শত্রুদিগকে বিনাশ করিব কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা না করিয়া কতক শত্রুদিগকে ক্ষমা ও কাহাকেও আদর করিতেছেন। রাজা দয়া প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন যে শত্রু বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বটে সে সত্য কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা

করিয়াছি কারণ দেখ এই ব্যক্তিরা শত্রু নহে এইক্ষণে বন্ধু হইয়াছে।

---

২৭ সংখ্যা।

কোন দয়ালু সেনাপতির বিবরণ।

পোর্ত্তুগীশ ও লঙ্কা উপদ্বীপস্থ লোকদিগের সহিত যুদ্ধ কালীন পোর্ত্তুগীশদের টমস্ ক্রিস্তুজ নামক সেনাপতি ঐ লঙ্কা উপদ্বীপস্থ এক পরম সুন্দরী স্ত্রীকে কএদ করিয়াছিলেন ঐ স্ত্রী কোন বিশিষ্ট যুবাকে বিবাহ করিতে মানস করিয়াছিল। পরে ঐ স্ত্রীর এই দুর্দ্দশা সেই যুবা ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার পদতলে পড়িবার মনস্থে তাহার নিকট দ্রুত আসাতে ঐ স্ত্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিল এবং পরস্পর রোদন করত স্তব্ধ হইয়া উভয়ে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিল। পরে তাহাদের আনন্দাশ্রু কিঞ্চিৎ নিবারণ হইলে তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে উভয়েই এই সেনাপতির দাস্য কর্ম্ম করিয়া কালক্ষেপণ করিব। পরে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ সেনাপতি দয়ালু স্বভাব প্রযুক্ত দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া কহিলেন যে তোমরা প্রেম রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে অতএব দাস্য কর্ম্মেতে অবশ্য বদ্ধ থাকিবা না ও তোমরা শাস্ত্র মত বিবাহ করিয়া যাবজ্জীবন সুখী হইয়া কালক্ষেপণ কর। এই কথা শুনিয়া উভয়ে ঐ সেনাপতির পদতলে পড়িয়া কহিল যে এমত দয়াশীল যোদ্ধার নিকট পরিত্যাগ করিতে আমাদের কদাচ বাঞ্ছা হয় না জয়েতে কি ব্যবহার করিতে হয় তাহা যাঁহারা জানেন এবং যুদ্ধের

দুঃখকে খর্ব্ব করিতে পারেন এমত জাতি তোমরা হইয়াছ অতএব তোমাদের অধীন থাকিতে আমরা সর্ব্বদা ইচ্ছা করি।

২৮ সংখ্যা।

কোন দাসের উপকারের আশ্চর্য্য বিবরণ।

১৭৭৬ শালে কৌণ্ট উপাধি বিশিষ্ট পডস্কি নামক এক ব্যক্তি স্বস্ত্রীর সহিত ভাইয়ানা নগর হইতে ক্রেকো নগরে শীত কালে যাইতেছিলেন ইতোমধ্যে কার্পেথিয়ন পর্ব্বত হইতে কতক গুলিন নেকড়িয়া ব্যাঘ্র দলবদ্ধ হইয়া ক্রেকো নগরের নিকটবর্ত্তি জাঠোর ও অজ্‌উইক নগরের মধ্যে তাহাদের গাড়ির পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ঐ ব্যাঘ্রেরা অত্যন্ত শীত সময়ে স্বভাবিক অবস্থা হইতেও অতি ভয়ানক হয়। ঐ পডস্কীর দুই ভৃত্য সঙ্গে ছিল তাহার মধ্যে এক জন প্রথমতঃ ডাকের ঘোটক প্রস্তুত করণ জন্য সমাচার দেওনার্থে গিয়াছিল ও অন্য এক জন ঐ ব্যক্তির অতি কৃতজ্ঞ দাস ছিল এই নিমিত্তে তাহাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন সেই অশ্বারূঢ় ভৃত্য ঐ ব্যাঘ্র সমূহের নিকটাগমন দর্শনে প্রভুকে কহিল হে প্রভো আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে আমার এই অশ্বকে ঐ ব্যাঘ্রগণের ভক্ষণার্থ দেই উহারা ভক্ষণ করিতে করিতে২ আমরা সেই নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব তাহাতে সম্মত হইলে ঐ দাস গাড়ীর পশ্চাতে আরোহণ করিয়া নিজ অশ্বকে ব্যাঘ্রদিগকে সমর্পণ

করিল ও ব্যাঘ্রেরা তাহাকে খণ্ড ২ করিয়া ফেলিতে লাগিল ইতোমধ্যে ঐ রথস্থ পডস্কি সেই নিকটবর্ত্তি নগরে প্রবেশ করিবার আশয়ে যথাশক্তি অতিক্রুত গাড়ী চালাইতে লাগিল ঐ শকট নিযোজিত অশ্ব গমনে অতি শ্রান্ত হওয়াতে এবং ব্যাঘ্রেরা রক্ত ভক্ষণে অতি বলবান হইয়া ঐ শকটের নিকটে গেল এই দুরবস্থাতে সেই দাস চীৎকার করিয়া কহিল হে প্রভো এইক্ষণে মহাশয়ের প্রাণ রক্ষার এক উপায় মাত্র আছে যদ্যপি মহাশয় আমার স্ত্রী ও পরিবারের ভরণ পোষণ করণে প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমি ঐ ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িতে পারি এবং যখন ব্যাঘ্রেরা আমার উপর আক্রমণ করিবে তখন মহাশয় পলাইবেন তাহাতে তিনি সম্মত হওনে সন্দেহ করিতে লাগিলেন যখন দেখিলেন আর কোন উপায় নাই ব্যাঘ্র হস্তে পতিত হইলাম তখন তিনি কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার নিমিত্তে প্রাণ দেও তবে আমি তোমার স্ত্রী ও পরিবারগণকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিব এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। তদনন্তর ঐ ভৃত্য শকট হইতে নামিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে আসিবাতে ব্যাঘ্রেরা তাহাকে ভক্ষণ করিল ইত্যবসরে তিনি জাঠোর নগরে পৌঁছিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করিলেন ঐ ভৃত্য প্রটেষ্টেণ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল ও তাহার প্রভু কেথেলিক ধর্মাক্রান্ত হইয়াও আত্ম প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন ইতি।

---

২৯ সংখ্যা ।

বঙ্গীয় ভাষা এবং হিন্দুজাতীয় বিদ্যা।

ভাষা এবং অক্ষর দেশভেদে প্রয়োজনানুসারে নানাবিধ হইয়াছে, অতএব যে দেশে প্রথমাবধি যে ভাষা দ্বারা লৌকিক ব্যবহার এবং তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে সেই ভাষার আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্যজাতীয় ভাষাবলম্বন করিয়া তদ্দেশীয় তাবৎ লোককে বিজ্ঞ করা অতি সুকঠিন, যদ্যপি বিশেষ পরিশ্রমের দ্বারা অল্পসংখ্যক লোক অন্যজাতীয় ভাষাতে বিজ্ঞ হইতে পারে, তথাপি তাহাতে দেশের উপকার দর্শে না বরঞ্চ যে সকল লোকেরা অন্য জাতীয় ভাষা দ্বারা বিজ্ঞ হয়েন তাঁহারদিগের স্বীয় অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু তাঁহারা স্বদেশীয় বহুতর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বাস করত অভিমানী হইতে পারেন, আর অভিমান যেরূপ অনিষ্টের কারণ তাহা কাহার অবিদিত আছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় উক্ত দশ কোটি মনুষ্যের মধ্যে একশত বা একসহস্র কিম্বা দশসহস্র লোক বহু পরিশ্রমে বিস্তর ধন ব্যয় দ্বারা ভাষান্তরে বিজ্ঞ হইলে কিপ্রকারে দেশ সাধারণের সভ্যতা হইতে পারে ।

গৌড়ীয় ভাষার অল্পতা প্রযুক্ত যদ্যপি তাহা ইউরোপীয় কোন বিদ্যা বিশেষের সম্যক তাৎপর্য্য প্রকাশে আপাতত অসমর্থ, তথাপি ঐ ভাষা পরিত্যাগ না করিয়া বরং যদ্দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হয় এই রূপ উপায় চেষ্টা করা উচিত।

কোন দেশীয় ব্যক্তিদিগের যদি বিজ্ঞতার হ্রাস হয়,

অথবা তাহাদিগের ভাষা বিদ্যা বিশেষকে প্রকাশ করণে অক্ষম হয় তবে ভাষার পরিশোধন করা অসাধ্য নহে; বরঞ্চ নিতান্ত মুর্খ অর্থাৎ কেবল আহারাদি নির্ব্বাহোপযোগি কতিপয় ভাষা মাত্র যাহারদিগের ছিল, এমত জাতীয় ব্যক্তিদিগের শ্রম দ্বারা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞতা এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, প্রত্যক্ষ দেখ যে ইংলণ্ড দেশীয় ব্যক্তি যাঁহারা এক্ষণে পৃথিবীর এতাদৃশ অংশ বুদ্ধি কৌশলে অধিকার করিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের তুল্য বুদ্ধি কৌশল শিল্প নৈপুণ্য ও যুদ্ধ বিক্রম পৃথিবীস্থ অন্য কোন ভূপতির প্রায় নাই। এই জাতীয়েরা সাতশত কিম্বা আটশত বৎসর পূর্ব্বে কেবল ব্যাধবৃত্তি দ্বারা আহারাদি করিতেন এবং অত্যন্ত অজ্ঞ ছিলেন, এবং যাঁহারদিগের পূর্ব্ব সময়ে অধিক ভাষা ছিল না এইক্ষণে তাঁহারা পরিশ্রম দ্বারা এতাদৃশ সভ্য ও বিজ্ঞ হইয়াছেন, এবং স্বদেশীয় ভাষার নানা প্রকার বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং লৌকিক ব্যবহারোপযোগি এমত কোন বিদ্যা নাই যে তাঁহারদিগের অবিদিত আছে।

অপর ১২ শত বৎসর খ্রীষ্টিয়ান শাকে বৎকালীন ইউরোপ খণ্ডের তাবৎ বিদ্যা ও দর্শনাদি শাস্ত্র এককালীন বিলুপ্ত, এবং তদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলে বর্ণজ্ঞান রহিত ছিল, তৎকালীন আরব দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে গ্রীক জাতীয় ভাষা হইতে স্বদেশীয় ভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষায় যে সকল বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা লাটীন ভাষাতে অনুবাদ করিয়া ধর্ম্মোপদেশের উপলক্ষে উক্ত খণ্ডে গমন করিয়া ইউরোপ খণ্ডে বিদ্যার পুনরা-

আলোচনার আরম্ভ করায়, ইংলণ্ড দেশে ঐ লাটিন ভাষা, যদ্যপি লৌকিক ভাষা নহে, তথাপি ঐ ভাষায় সমস্ত বিদ্যা প্রথমত অনুশীলিত, পরে খ্রীষ্টিয়ান ১৬ শত শাকাবধি দেশ প্রচলিত ভাষায় সমস্ত বিদ্যা অনুবাদিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা অল্পব্যয়ে মুদ্রাঙ্কনানন্তর তত্তদ্গ্রন্থের সুলভতা প্রযুক্ত সাধারণ ব্যবহারোপযোগি বিদ্যার প্রাচুর্য্য হয়।

সাতশত কিম্বা আটশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় লোক-দিগের যাদৃশ অবস্থা ছিল, এতদ্দেশীয় লোকেরা এইক্ষণেও তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় নাই, অতএব যদ্যপি ইংলণ্ডীয় লোকেরা তিন চারি শত বৎসরের শ্রমদ্বারা উক্ত অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া বিশিষ্ট সভ্য এবং বিজ্ঞ হইতে পারিলেন তবে এতদ্দেশীয় লোক যাহাদিগের তদ্রূপ অজ্ঞতা নাই তাহারা স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা বিশেষ উপদেশ পাইলে অল্পকালের মধ্যে অবশ্যই সভ্য এবং বিদ্বান হইতে অনায়াসে পারিবেক। এবং এতদ্দেশীয় ভাষার অল্পতা বিষয়ে কোন আপত্তি সম্ভবে না কারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা উৎপন্ন হয়, এবং যে কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় চলিত আছে তাহা গৌড়ীয় ভাষায় অনায়াসে ব্যবহার্য্য হইতে পারে; অতএব ইহার বৃদ্ধি হওনের অধিক সম্ভাবনা, এবং এই রীত্যনুসারে গ্রীক এবং লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে আহরণ করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষার বৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীনতা ও বাহুল্য প্রযুক্ত তৎসহকারে গৌড়ীয় ভাষায় সকল

অভিপ্রায় প্রকাশ হইতে পারে, ঐ সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য ও প্রাচীনতার প্রমাণ কেবল অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র নহে; কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়েরা স্বস্বগ্রন্থে, গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষাহইতে উক্ত ভাষার বাহুল্য এবং উৎকৃষ্টতা লিখিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা সংগ্রহেও যদ্যপি বিদ্যা বিশেষের তাৎপর্য্য প্রকাশ না হয়, তবে দেশান্তরীয় ভাষা দ্বারা প্রয়োজনানুসারে গৌড়ীয় ভাষা বৃদ্ধি করণে কোন প্রতিবন্ধক নাই, অতএব ভাষার অল্পতার বিষয়ে আপত্তি কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

অপর ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে খ্রীষ্টশকের ৯০০ নয়শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এক্ষণে প্রায় তিন হাজার বৎসর হইল সংস্কৃত ভাষার অবস্থিতি ছিল, অতএব ইহাদ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে তৎকালে সংস্কৃত মূলক ভাষাবলম্বি লোকেরা অধিক বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ প্রয়োজনানুসারে ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব ঐ ভাষার বাহুল্য দেখিয়া তাৎকালিক লোক দিগের বহুতর প্রয়োজন সপ্রমাণ হইতেছে সুতরাং সভ্যতা ব্যতিরেকে এতাদৃশ প্রয়োজনের আধিক্য সম্ভবে না, অতএব এইক্ষণে লোকদিগের বিদ্যোপার্জ্জন হইলে প্রাচীন সভ্যতার উদ্ধার এবং বৃদ্ধি হয়।

অপর গ্রীকজাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি খগোল বিদ্যা প্রচার করেন তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার ঐ বিদ্যা ভারতবর্ষ হইতে উপার্জ্জিত এবং যৎকালে

ভারতবর্ষে গৌতমাদি মুনি ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র করেন, তাহার পাঁচশত বৎসর পরে খ্রীষ্টের জন্ম হয়, ইহাও ইউরোপ জাতীয়দিগের গ্রন্থে লিখিত, অতএব এই সকল লৌকিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে সংস্কৃত ভাষা ইদানীন্তন প্রচলিত তাবৎ দেশীয় ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং এতদ্দেশীয় লোক সকল পূর্ব্ব কালে অন্য ২ দেশীয় লোক অপেক্ষা কালোপযোগি সভ্য এবং বিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু এই দেশ স্বভাবতঃ অতিশয় উর্ব্বরা ভূমি প্রযুক্ত নানাবিধ শস্য অনায়াসে উৎপন্ন হওয়াতে জীবিকার সুলভতা হেতুক লোকেরা ব্যসনাসক্ত হইলে এই দেশ যবনাক্রান্ত হয় সুতরাং এতদ্দেশস্থ লোকদিগের শাস্ত্র ও ভাষার উচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রাজ-দ্রোহ প্রযুক্ত সংস্কৃত শাস্ত্র সকলও লুপ্ত প্রায় ছিল, এবং বহুকালাবধি ভাষার অনুশীলন না থাকাতে এই উপস্থিত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রায় সহস্র বৎসর অনুশীলিত না হইয়া প্রাচীন বিজ্ঞতার যে যৎকিঞ্চিৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করা উচিত।

কোন ২ ব্যক্তিরা এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি এই এক দোষারোপণ করেন, যে এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন বিষয়ে প্রাচীন রীতিবর্ত্মের পরিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন কিন্তু তাহা কল্পিতমাত্র বাস্তবিক নহে, যেহেতু শাস্ত্র বিষয়ে শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থকার তাবৎ দর্শনের মধ্যে অত্যন্ত সুকঠিন এবং অতিমান্যমুনিপ্রণীত ন্যায় দর্শনের দুষ্যমত খণ্ডন এবং তত্তৎগ্রন্থের নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা বাহুল্য

করিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানেশ্বরভট্ট, জীমূতবাহন প্রভৃতি, গ্রন্থকারেরা দায়ভাগাদি গ্রন্থবিষয়ে অনুচিত প্রাচীনমত খণ্ডন করিয়া যুক্তিসহ মত সকল সংস্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন প্রাচীন লৌকিক মতে দোষ প্রতীতি হইলে তাহার খণ্ডন করিয়া অন্যথা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক নহেন।

---

৩৩ সংখ্যা।

নীতিজ্ঞান।

নীতিজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বিশ্ব সমাজে উত্তম নিয়মে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করত চরমে কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট প্রিয়রূপে পরিগণিত হয়েন, কারণ নীতিজ্ঞান রূপ অগ্নি শিখা অন্তঃকরণে প্রজ্বলিত হইলে অজ্ঞানত রূপ অন্ধকার বিনাশ পায়, এবং দয়া, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিনয় প্রভৃতি সমুদয় কোমল সংস্কার নির্ম্মল হইয়া মনকে উত্তম শোভায় শোভিত করে, বুদ্ধি যাহার প্রভাবে মনুষ্য জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য রচনামধ্যে পরমাশ্চর্য্যরূপে গণ্য হইয়াছেন এবং দুর্ব্বল শরীরে মহাবল পরাক্রান্ত বন বিহারি পশুদিগকে বশীভূত করিতেছেন, নীতিজ্ঞান শিক্ষা করিলে আমরা সেই বুদ্ধিকে সৎকার্য্যের সীমা মধ্যে বদ্ধ করিতে পারি, আমাদিগের অন্তঃকরণ ফলশালিনী ভূমির ন্যায়, তাহাতে উত্তমাধম যে রূপ সংস্কারের বীজ রোপণ করা যায় সেই রূপ ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে,

যে ব্যক্তি দুঢ়তর যত্নে ঐ বিচিত্র চিত্তক্ষেত্রে নীতিজ্ঞানের অঙ্কুর স্থাপন করেন তিনি উত্তম কার্য্যে উত্তম ফল লভ্য করত সন্তোষিত হয়েন এবং তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ করে।

নীতিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জ্ঞানকে আকর্ষণ করা যায়, যেহেতু তাহাতে বহুদর্শিতা গুণ জন্মে, এবং পরমেশ্বর যে কারণে আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ক্রমে ২ তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতে থাকে। মনুষ্যদিগের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ, জনক কিরূপ মহোপকারক, জননী কিরূপ হিতকারিণী, পুত্র কিরূপ স্নেহের পাত্র, ভ্রাতা কিরূপ পরমাত্মীয়, শিক্ষাদাতা কিরূপ হিতকারক, এই সমস্ত বিবেচনা নীতিজ্ঞান আলোচনায় নিষ্পন্ন হয়, স্বদেশের প্রতি স্নেহ প্রকাশ এবং সাধ্যমতে পরোপকার করা আমাদিগের পক্ষে কিরূপ কর্ত্তব্য নীতিজ্ঞান পুস্তকে আমরা তাহার বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হই।

আমাদিগের জীবন জীবনবিম্ব তুল্য অস্থায়ী, আমাদিগের সময় অতি সংক্ষেপ, অথচ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামি, সৎকার্য্যে সম্মান ও সুখ্যাতি, অসৎকার্য্যে অপমান ও অখ্যাতি, কামের অনুরাগে কামাতুর হইলে পরস্ত্রীর ধর্ম্ম অপহরণে স্পৃহা জন্মে, তাহাতে দশের মুখে যশের শব্দ ঘোষণা হয় না, ক্রোধ অতি দুরন্ত রিপু, তাহার মন্দ স্বভাব, সে যখন ধৈর্য্যের বল অপহরণ করে, তখন পরানিষ্ট কার্য্যের ঘটক হয়, এবং বহু স্থানে বহু লোকের পক্ষে আত্ম বিনাশের হেতু হইয়াছে, ঈর্ষা হইলে হিংসা জন্মে

হিংসায় পরশ্রী কাতর করে, দ্বেষ তাহার বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং লোভ প্রধান অনুচর বটে, গর্ব্ব সর্ব্ব অনিষ্টের মূল, তাহাকে খর্ব্ব করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, অভিমান অপমানকে আহ্বান করে, ইত্যাদি বিবেচনার আলোচনা নীতিজ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না, নীতিজ্ঞান আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্যের বিধান প্রদান করে এবং হিতকারি পরমবন্ধুর ন্যায় অসৎ কার্য্যে বিরত করিয়া থাকে, আমরা যত উত্তম কর্ম্মে অনুরাগি হই ততই তাহার গুণ অবধারণ করিতে পারি

কোটি ২ মনুষ্যের ঊর্দ্ধভাগে শাসন দণ্ড ধারণ করত যে সমস্ত রাজ্যাধিকারি বিরাজমান আছেন নীতিজ্ঞান ভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না, সুনীতিজ্ঞ রাজা সুনিয়মে কার্য্য করত সুখ্যাতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, আমাদিগের নিম্নভাগে দীন দুঃখি বলিয়া যে সমস্ত লোক বিখ্যাত আছে তাহাদিগের মধ্যে সুনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীয় সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত সুনিয়ম করত সন্তোষে কাল যাপন করে, কোন যন্ত্রণা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, এই স্থানে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক কি রাজা কি প্রজা কি ধনী কি দরিদ্র সকল অবস্থান্বিত সমূহ লোকের নীতিজ্ঞান অনুশীলন করা উচিত হয়, অতএব হে বঙ্গ-দেশীয় বিদ্যানুরাগি বান্ধবগণ, বালকদিগের অন্তঃকরণরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্রে নীতিজ্ঞানের বীজ রোপণ করিতে উদ্যোগী হউন তবেই এই বঙ্গরাজ্য সভ্যতা ও সদ্জ্ঞান ভূষায় মনোহর ও উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিবেক।

৩১ সংখ্যা ।

চীনদেশীয় বচনমালা ।

ঘর্ষণ বিনা মণি তেজোময় হয় না ;

বালির এক কণা চক্ষুতে পড়িলে যেমন, মনেতে হিংসা জন্মিলে তেমন বেদনা হয় ।

মিষ্ট কথা বিষস্বরূপ, কিন্তু তিক্ত কথা ঔষধি স্বরূপ ।

অতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ যে ডিম্ব তাহা হইতেও শেষে পক্ষি শাবক নির্গত হয় ।

মহাত্মা লোক সর্ব্বদা শিশুর ন্যায় সরল থাকে ।

সুখের সময়ে লোকেরা দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায় না কিন্তু দুঃখের সময়ে শীঘ্র তাহাদের চরণ ধরে ।

ঘাস এবং মনুষ্য এই উভয় অল্পকালস্থায়ী ।

দেশজেতা অপেক্ষা আত্মজেতা ধন্য ।

মৎস্য অতলস্পর্শ জলে থাকিলেও বড়িশে ধৃত হয়, এবং পক্ষী অত্যুচ্চ আকাশে উড়িলেও বাণ দ্বারা বিদ্ধ হয়, কিন্তু যে মনুষ্য এক হস্ত দূরে আছে তাহার মন আমাদের অগম্য ।

এক পক্ষী কেবল এক ডালে বসিতে পারে ।

অতি বড় নদীর নিকটে গেলেও ইন্দুর অল্প জল পান করিতে পারে ।

তৃষ্ণার্ত্ত হওনের পূর্ব্বে জলাশয় খনন করা ভাল ।

এক গরু হইতে দুই চর্ম্ম গ্রহণ করা অসাধ্য ।

যে মকদ্দমা করে তাহাকে এক বিড়াল পাইবার নিমিত্তে এক মহিষ দিতে হয়।

৩২ সংখ্যা ।

স্বর্গদূতগণের বিবরণ।

এই পৃথিবী যেমন সজ্ঞান প্রাণিদের অর্থাৎ মনুষ্যদের বাসস্থান আছে, তদ্রূপ চন্দ্র এবং বুধাদি গ্রহগণ এবং সূর্য্য প্রভৃতি তারাগণ সজ্ঞান প্রাণিগণের বাসস্থান আছে কি না, এই বিষয়ে আমরা নানা প্রকার অনুমান করিতে পারি বটে, কিন্তু নিশ্চয় জ্ঞান পাইতে পারি না, কারণ এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এক কথাও লিখিত নাই। কিন্তু যে স্বর্গেতে ঈশ্বর প্রকাশরূপে বাস করেন, সেই স্বর্গেতে তাঁহার নিকটে সজ্ঞান প্রাণিবর্গ বাস করে, তাহাদের নাম স্বর্গদূত কিম্বা ঈশ্বরের দূত।

সেই স্বর্গদূত প্রথম সপ্তাহের কোন্ দিনে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাও আমরা জানিতে পারি না। তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই কারণ মনুষ্যের পরে সেই ষষ্ঠ দিনে তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর শেষে তাহারা সৃষ্ট হইয়া থাকিবে, কেহ ২ এমত বোধ করে। কিন্তু কেহ ২ বলে তাহারা প্রথম দিনে সৃষ্ট হইয়াছিল, যেহেতুক লিখিত আছে, যথা,

"যে সময়ে প্রভাতীয় নক্ষত্র সকল একত্র হইয়া গান করিল, এবং ঈশ্বরের সন্তানগণ আনন্দধ্বনি করিল, তৎকালে ঐ পৃথিবীর পরিমাণ কে করিল?" আয়ূব ৩৮; ৫।

আর স্বর্গদূতগণ শরীর বিশিষ্ট আছে কি না, এই বিষয়েও নানা লোকের নানা প্রকার বোধ হয়। তাহাদের

মধ্যে নানা বর্গ আছে, সেই সকল বর্গের মধ্যে কোন২ বর্গের দূত শরীর বিশিষ্ট বটে এমত বোধ হয়; কিন্তু অন্য২ বর্গের স্বর্গদূতগণ শুদ্ধ অর্থাৎ নিরাকার ও নিরাধার আত্মা, এমন হইতে পারে। যদি তাহাদের শরীর হইয়া থাকে, তবে তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম প্রযুক্ত মনুষ্যের অদৃশ্য আছে, তথাপি কোন২ স্বর্গদূত কখনো২ মনুষ্যের বেশ ধরিয়া কোন২ মনুষ্যের নিকটে দর্শন দিয়াছে, ইহা ধর্ম্মপুস্তকের দ্বারা জানা যায়। এবং যদি তাহাদের শরীর হইয়া থাকে, তবে তাহা মনুষ্য শরীরের সদৃশ নহে। ইহার একটি প্রমাণ এই যে তাহাদের মধ্যে বিবাহ ও সন্তানের জন্ম হয় না, (মথি ২২; ৩০।) অতএব জন্ম দ্বারা তাহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। স্বর্গদূতগণ মনুষ্যদের ন্যায় অমর, এবং যদি তাহাদের শরীর হইয়া থাকে, তবে তাহাও অমর। স্বর্গদূতগণের আত্মা কিম্বা মন বুদ্ধিতে ও জ্ঞানেতে মনুষ্যের মন হইতে শ্রেষ্ঠ। আর তাহাদের মধ্যে অনেকে কখনো কোন পাপ না করাতে সদ্ভাবে নিত্য বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, এবং পাপের প্রতি এমত ঘৃণা করিতেছে, যে তাহাদের পাপ করা অতি অসম্ভব বটে। এবং তাহাদের ক্ষমতা মনুষ্যদের ক্ষমতা অপেক্ষা বড়। তাহারা অতি শীঘ্র গমন করিতে পারে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ভূমিকম্প জন্মাইতে পারে, এবং মহামারী প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট লোকের দণ্ড দিতে পারে, ইত্যাদি। এবং তাহারা ঈশ্বরের নিকটে বাস করাতে ও সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকাতে নিত্য আনন্দে প্রফুল্ল আছে, ইহাও সুস্পষ্ট।

স্বর্গদূতগণের সংখ্যা অতি বড, ইহার কএকটি প্রমাণ লিখিতেছি।

"ঈশ্বরের রথ সহস্র ২ ও লক্ষ ২, এবং প্রভু যেমন সীনয়ে ছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্মেও তাহাদের মধ্যে আছেন।" গীত ৬৮; ১৭।

"সহস্র ২ দুত তাঁহার সেবা করিল, ও কোটি ২ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।" দান ৭; ১০।

"তাহাদের সংখ্যা সহস্র গুণ সহস্র ও অযুত গুণ অযুত ছিল।" প্রকাশ ৫; ১১।

"পিতা যেন আমার নিকটে স্বর্গীয় দূতগণের দ্বাদশ বাহিনী হইতে অধিক প্রেরণ করেন, আমি তাঁহার নিকটে এইক্ষণে প্রার্থনা করিতে পারি না, তুমি কি এমত বোধ করিতেছ, ?" মথি ২৬; ৫৩।

"দেখ, পরমেশ্বর আপন অযুত ২ পবিত্র লোককে সঙ্গে করিয়া মনুষ্য মাত্রের বিচার করিবেন।" যিহূ ১৪।

এবং সৈন্যাধ্যক্ষ, ঈশ্বরের এই উপাধিও স্বর্গদূতগণের বাহিনীর মহা সংখ্যা দেখায়, যেহেতুক ঈশ্বর সেই সকল বাহিনীর অধ্যক্ষ।

স্বর্গদূতগণের দ্রুতগামিত্বের অতি সুন্দর এক প্রমাণ দানিএল লিখিয়াছেন, যথা, " আমার প্রার্থনার সমাপ্তি হয় নাই, এমত সময়ে জিব্রায়েল বেগে উড্ডীয়মান হইয়া আমাকে স্পর্শ করিল, এবং আমার সহিত কথোপকথন করিয়া এই সংবাদ দিল, হে দানিয়েল, আমি এক্ষণে তোমার জ্ঞানদায়ক গুণ দিতে আইলাম। তুমি অতি প্রিয়

পাত্র এই নিমিত্তে তোমার প্রার্থনা আরম্ভ করণ সময়ে আজ্ঞা নির্গত হইলে আমি তাহা প্রকাশ করিতে আইলাম।" দান্‌ ৯; ২১, ২২, ২৩।

স্বর্গদূতগণ নানা বর্গেতে বিভক্ত আছে, এবং সেই সকল বর্গের মধ্যে মানের ও পরাক্রমের ও জ্ঞানের প্রভেদ আছে। এই সকল বর্গ বিষয়ে যিহূদীয়েরা নানা প্রকার গল্প করিয়াছে, এবং পূর্ব্বকালীয় অজ্ঞান খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যেও সেই রূপ গল্প চলিত ছিল। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই বিষয়ে অতি অল্প লিখিত আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করি।

(১) দূতগণের নানা বর্গ আছে, ইহার প্রমাণ। "সিংহাসন কি রাজকর্তৃত্ব কি প্রভুত্ব কি পরাক্রম" ইত্যাদি। কলস ১; ১৬। এই কএক শব্দ প্রধান স্বর্গদূতগণের পদসূচক জানিবা।

"কর্তৃত্বপদ ও পরাক্রম ও ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রভৃতি।" ইফিষ ১; ২০।

"দিব্য দূত বা প্রধান বা বলবান দূত।" রোম ৮; ৩৮।

"দিব্য দূতগণ ও শাসকগণ ও পরাক্রমিবর্গ তাঁহার (অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের) বশীভূত হইয়াছে।" ১ পিতর ৩; ২২।

"তিনি সমুদয় রাজ্যের ও পরাক্রমের মস্তক স্বরূপ" কল ২; ১০।

(২) দূতগণের মধ্যে এক জন প্রধান, তাহার নাম মীখায়েল্‌, অর্থাৎ ঈশ্বরের তুল্য কে? সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই প্রধান দূতও ঈশ্বরের তুল্য নহে,

ইহা তাহার নাম দ্বারা প্রকাশ পায়। সেই মীখায়েলের তুল্য অন্য কোন দিব্যদূত আছে, এমত বোধ হয় না।

"মীখায়েল নামক প্রধান দিব্য দূত।" যিহূদা ৯।

"প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল নামক এক জন।" দানী ১০; ১৩, ১২; ১।

"জয় ২ কার ধ্বনি ও প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চৈঃশব্দ ও ঈশ্বরের তুরী বাদ্যের সহিত প্রভু আপনি স্বর্গ হইতে নামিবেন।" থিষ ৪; ১৫।

(৩) মীখায়েল ব্যতিরেকে অন্য এক দূতের জিব্রায়েল (কিম্বা গাব্রিয়েল) এই নাম ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। এই দুই জন ভিন্ন অন্য২ দূতের যে সকল নাম যিহূদীয় এবং খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নানা গ্রন্থেতে লিখিত আছে, তাহা কল্পিতমাত্র। উক্ত জিব্রায়েল ঈশ্বরের আজ্ঞাতে দানীয়েলের ও সিখরিয়ের ও মরিয়মের নিকটে দর্শন দিয়াছিল।

(৪) সিরাফ এই নাম বিশিষ্ট দিব্য দূতগণের যে বর্গ তাহার দর্শন যিশয়িয় পাইয়াছিল, তাহাদের সিরাফ এই নামের অর্থ প্রজ্বলিত কিম্বা তেজোময়। এবং তাহাদের বিষয়ে সে ইহা লিখিয়াছে, যথা,

"তাহাদের প্রত্যেকের ছয়২ পক্ষ, তাহার দুই পক্ষদ্বারা আপন২ মুখ আচ্ছাদন করে, এবং দুই পক্ষদ্বারা চরণ আচ্ছাদন করে এবং দুই পক্ষদ্বারা উড্ডীয়মান হয়।" যিশ ৬; ২।

(৫) কিরূবগণ দিব্য দূতগণের মধ্যে গণনীয় কি না, এই বিষয়ে নানা লোকের নানা প্রকার বোধ হয়, কিন্তু

তাহারা যে দূতগণের এক বর্গ বটে, ইহাই আমরা নিঃসন্দেহে সত্য জ্ঞান করি। সেই কিরূব ঈশ্বরের প্রাণ রথস্বরূপ কিম্বা বাহনস্বরূপ কিম্বা সিংহাসনস্বরূপ। রথের ন্যায় তাহাদের চক্র আছে, সেই চক্র সপ্রাণ ও চক্ষুতে পরিপূর্ণ; এবং পক্ষির ন্যায় পক্ষ আছে, তাহাও চক্ষুতে পরিপূর্ণ। সংখ্যাতে তাহারা চারি জন, কিন্তু তাহারা স্বেচ্ছানুসারে মিলিয়া এক জনের ন্যায় সংযুক্ত হইতে পারে। ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে বিশেষতঃ যিহিস্কেলের প্রথম ও দশম অধ্যায়ে সেই কিরূবগণের বর্ণনা পাওয়া যায়। যোহনের প্রকাশিত বাক্যমধ্যে তাহাদের ঈশ্বরীয় বাহনরূপদের বর্ণনা হয় না; কিন্তু যে সকল কথা দ্বারা তাহাদের বর্ণনা করা যায়, তাহা স্পষ্ট। সেই কথা লেখা যাইতেছে।

"সিংহাসনের মধ্যে ও চতুর্দ্দিগে অগ্র পশ্চাৎ সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু বিশিষ্ট চারি প্রাণী আছে। প্রথম প্রাণী সিংহ সদৃশ, ও দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎস সদৃশ, ও তৃতীয় প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় মুখধারী, এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষি সদৃশ। প্রত্যেক প্রাণির ছয় ২ পক্ষ, এবং তাহার অন্তর্ব্বাহিরে চক্ষুতে পরিপূর্ণ।" প্রকাশ ৪; ৬, ৭, ৮।

৩৩ সংখ্যা ।

সর্পের বিবরণ ।

নানা দেশে প্রচলিত ভিন্ন ২ জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শনে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ হইতেছে যে ভিন্ন ২ দেশীয় ও জাতীয়েরা লোকাতীত অতি ভয়ানক ব্যাপার সম্পাদক সর্পদিগের সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে দেবতা বোধে প্রাণানুরোধে পূজাদি করিয়া থাকে এবং তদ্‌গুণ বিষয়ে নানামত প্রযুক্ত ইহাদিগকে কেহ ২ মঙ্গল সমূহের কেহবা পৃথিবীস্থ যাবদীয় অমঙ্গলের মূল জ্ঞান করে । ইজিপ্ট অর্থাৎ মিসর দেশে সর্প জাতি অত্যন্ত মান্য ছিল । তথাকার লোকেরা মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেব মূর্ত্তির সমীপে সর্পদিগকে সর্ব্বদা সংস্থাপিত করিয়া উত্তম ২ ভোজ্য পেয়াদি দ্রব্য ভোগদান করিতে এবং রাজা পুরোহিত ও বশীকরণ বেত্তাদিগের স্বীয় ২ পদে অভিষেক কালিক মহামহোৎসবে ঐ সর্পের পূজা করিত তাহারা সর্পকে প্রচুর ফলবত্ত্বের চিহ্ন ও পৃথিবীর নিদান করিয়া জানিত । চিকিৎসা বিদ্যা ও এই “বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ বংশের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে । সর্পের পুচ্ছ তাহারদের বদনে বৃত্তাকারে সংলগ্ন করিলে যাদৃশ চক্রাকৃতি গঠন নিষ্পন্ন হয় তাহা তাহারা সৌরপরিধি অর্থাৎ চক্রাকৃতি সূর্য্য মণ্ডল এবং অনাদি অনন্ত পারমেশ্বরী নিত্যতার অনুরূপ বোধ করিত যে ২ প্রকার বিরোধ বিসম্বাদাদির ঘটনা সম্ভব হয় সে সকলের প্রবর্ত্তক সর্পগণ

ইহা তাহারা কহিত, এবং কাল দণ্ডের ন্যায় এই সর্পদণ্ড ফিউরিস নামক বিবাদাধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রয় দ্বারা কশা রূপে ব্যবহৃত হয়।

টিগ্রিস নদী তীরস্থ প্রাচীন কাল্‌ডিয়ান জাতিরা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে এই সর্পগণের উপাসনার বিধান সংস্থাপন করে, তদনন্তর তদ্দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রতিমোপাসক উক্ত মিসর দেশীয়েরা উহাকে প্রচার করিয়া পল্লবিত করে পরিণামে এসিয়া ও আফ্রিকার যে২ স্থানে ঐ দেশের বাণিজ্য বিষয়ে সংসর্গ ছিল তথায় অনেকানেক অংশে ইহা প্রচলিত হইয়া পত্রপুষ্পাদিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বিশেষ আসিয়ার প্রধান ভারতখণ্ডে এতৎ প্রচার বাহুল্য দর্শনে বোধ হয় যে এতাবৎ এবং তত্রত্য অন্যান্য অবৈধকুসংস্কার ও মিথ্যা স্বাটির আকর স্থান মিসর দেশ কিন্তু এতদ্বিষয়ে যুক্তি সহ অনুমান ব্যতীত আর কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া স্বকঠিন। এই হেতু ঐ সকল মত এই ক্ষণে ভারত বর্ষীয় রূপে বিখ্যাত আছে। মিসরদেশীয়দিগের ন্যায় এই ভারত বর্ষে সর্প বিদ্যাবেত্তা অর্থাৎ সাপুড়ো অনেক আছে তাহারা আপনাদিগকে অন্যনিরপেক্ষ জাতি করিয়া বোধ করিয়া থাকে। তাহাঁদের এতাদৃশ অভিমান আছে যে বশীকরণ শাস্ত্রোক্ত সর্পমন্ত্রের এমত মোহনী শক্তি আছে যে সেই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেই সর্পেরা বশীভূত হইয়া এক কালে জড়াকারে পরিণত হয়। এবং তদবলম্বনে তাহারা উহাদিগকে নৃত্য করায় যাহা কেবল অভ্যাস মূলকই বোধ হয়। অধিকন্তু কহিয়া থাকে যে যাদৃশ

বিষধারী সর্প হউক তদ্দংশন কষ্ট হইতে তাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারে এবং ঐ সকল সর্পকে কিছু মাত্র ভয় করে না। সর্ব্ব সাধারণের ইহা বিদিত আছে যে এই ব্যালগ্রাহিরা বন হইতে সর্প গ্রহণ করিয়া তাহারা বিষদন্ত সকল সমূলোৎপাটন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ক্রীড়া করায়। অতএব ঐ দন্ত হীন সর্প শরীরে হস্তার্পণ করায় দোষ নাই কিন্তু ইহা সপ্রমাণ আছে যে অতি নির্ভয় সর্পগ্রাহী অগ্রে সর্পের বিষ দন্ত ভগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার তদ্বৃদ্ধি না জানিয়া হঠাৎ তৎসর্প দংশনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছে। সর্পের দন্ত ভগ্ন করিলে পুনশ্চ পাঁচ ছয় বার সে স্থানে দন্ত হয় তাহা স্মরণ রাখিয়া তদুন্মূলনে যত্ন করিতে হয় নচেৎ প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা আমরা এতজ্জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি যে তমর্ত্তকদিগের বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া সর্প স্পর্শ বিষয়ে তাঁহারা যথাসাধ্য সাবধান হয়েন।

অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারত খণ্ডেও অলৌকিক সর্পের ইতিহাস শুনা গিয়া থাকে। এবং এতদ্রূপ অদ্ভুত ইতিহাস অনেক শ্রুত আছে কিন্তু তাহাদের স্পষ্ট-ব্যক্ত-অলীকত্ব লক্ষণসত্ত্বেও যে তদ্বিষয়ে অনেকের বিশ্বাস হয় ইহা পরমাশ্চর্য্য। অনেকে কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা স্বচক্ষুতে রাজ সর্প দেখিয়াছেন তাহার রাজবৎ ব্যবহার ও রাজ চিহ্ন চিহ্নিত গাত্র এবং রাজ মুকুটোপশোভিত মস্তক। উহা অপর সর্পগণের সহিত বিচারাসনে বসিয়া বিচার করে এবং রাজবদনুমতি করে। তৎপ্রজাবর্গ তাহাকে আহ্বা

দান করে তাহা উপস্থিত না করিতে পারিলে আপনার- দিগের এক জনাকে তাহার ভোজনার্থ বলিরূপে প্রদান করে। আমেরিকা ও অন্যান্য খণ্ডে অনেক সর্পের মোহনী শক্তি হয়েছে অর্থাৎ তাহারা যে প্রাণী প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই প্রাণী তৎক্ষণাৎ উহার দিকে আকর্ষিত হয় তত্রত্য লোকেরা এমত বিশ্বাস করে কিন্তু অত্রস্থেরা অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না এবং বহু সুবিজ্ঞ পণ্ডিত যাঁহারা অনেক সর্প দেখিয়াছেন তাঁহারা কহেন যে ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।

সর্পগণ প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু দেশ ভেদে ন্যূনাধিক ও জাতি ভেদ হয় এই মাত্র বিশেষ।

স্লিগেল নামক গ্রন্থকর্ত্তা সর্প জাতি নিরূপণ বিষয়ক স্বীয় গ্রন্থে সর্পগণকে সবিষ নির্ব্বিষ ভেদে দুই বর্গেতে প্রথমতঃ বিভক্ত করেন। অনন্তর নির্ব্বিষ বর্গকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং তাহাদের অবান্তর ভেদে দুই শত ছয় প্রকার জাতি হয়. সবিষ বর্গকে তিন শ্রেণীতে ভিন্ন করিয়া অবান্তর ভেদ সহকারে তাহাদিগের অষ্টপঞ্চাশৎ জাতি নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। অতএব উভয় বর্গের জাতি সমুদায়ে দুই শত চতুঃষষ্টি প্রকার হইল। সর্পজাতি জল ও স্থল উভয় স্থানে বাস করে একারণ ইহাকে ভূ জলচর কহা যায়। কিন্তু ইহাদের সকলেরই উভয়ত্র সম্বন্ধ সত্ত্বেও ইহাদিগকে স্থলজ ও জলজ এই দুই প্রকারে ভিন্ন২ করিয়া বিভাগ করা যায়। অপর ইহাদিগের পরিমাণের যথেষ্ট ভেদ আছে।

কেহ ২ অতিদীর্ঘ এবং বলবান, কেহ বা হ্রস্ব এবং প্রাগুক্ত দিগের সহিত তুলনায় প্রায় বল হীন।

উরগজাতি অত্যল্পায়াম বিশিষ্ট দীর্ঘাকার হইয়া থাকে একারণ ইহাকেই উহাদের সাধারণ লক্ষণ বলা যায়। মৎস্য, জাতির ন্যায় এই জাতি সশল্ক হয়। ইহারা প্রত্যঙ্গ হীন এবং পঞ্জর মাত্রই ইহাদের দেহের অবলম্বন। এই পঞ্জর বহু সংখ্যক, এবং মেরুদণ্ডের সহিত অসাধারণ রূপে সংলগ্ন। এই জাতির গতি ঊর্ম্মিবৎ অর্থাৎ ঢেউখেলার ন্যায়, তদ্দ্বারা তাহারা অত্যন্ত বিষম ধরাতল এবং বন মধ্যে সমবেগে চলিতে পারে। ভিন্ন ২ জাতীয় সরীসৃপগণের অন্তরিন্দ্রিয়ের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের বহ্বংশে সমতা দৃষ্ট হয়। অপর জাতিভেদে মেরুদণ্ডীয় খর্ব্বাস্থির যথেষ্ট ন্যূনাতিরেক দেখা যায় এবং এক জাতির মধ্যে ব্যক্তিভেদে ৩০ বা ৪০ খণ্ডের ন্যূনাতিরেক হয়। মেরুদণ্ডের আকণ্ঠ পুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদয় অস্থির সংখ্যা ১০০ অবধি ৩০০ পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছে পরন্তু শতের ন্যূন ও ৩০০ শতের অতিরিক্ত প্রায় হয় না। পুচ্ছদেশীয় মেরুদণ্ডের খর্ব্বাস্থি বিষয়েও উক্ত ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন সর্পের কেবল পাঁচ খণ্ড মাত্র আছে কাহার বা সার্দ্ধ শত সংখ্যাবধি দুই শত সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সর্পদিগের দৈহিক পরিসরাপেক্ষা দীর্ঘতা সর্ব্বতোভাবে বৃহৎ। অধিকন্তু তাহাদিগের শারীরিক গঠনে এতাদৃশ কৌশল আছে যে তাহারা স্বস্ব দেহের ভিন্ন ২ ভাগ অনায়াসেই স্বেচ্ছাক্রমে স্ফীত করিতে পারে সুতরাং

তাহারা স্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তু সকল সহজেতেই গ্রাস করিতে সমর্থ হয়। এই কৌশল সর্প মাত্রেরই মস্তকে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। অন্য প্রাণিদিগের মস্তকের অস্থি সকল পরস্পরের সহিত দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ থাকে কিন্তু সর্পদিগের তদ্রূপ না হইয়া কয়েক মস্তিষ্কাচ্ছাদক অস্থি ব্যতীত সকলেই নমনীয় শিরা দ্বারা মিলিত হয় তাহাতে তাহারা অনায়াসেই বিস্তারিত হইতে পারে। হনুর সন্ধি সীমা মাংসপেশী কজ্জার ন্যায় হওয়াতে বিস্তার রূপে মুখব্যাদান হয়। কণ্ঠ এবং দেহের মাংসপেশীর বিপুলত্ব ও তাহাদের রগ সকলের দীর্ঘত্ব প্রযুক্ত সর্পদিগের বিশেষতঃ সবিষদিগের তত্তৎ স্থান অনায়াসে প্রসারিত হয়।

উরগ জাতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলবান নাই; তাহাদের নাসিকার উপলব্ধি প্রায় হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয় ততোধিক অপটু, কিন্তু চক্ষু অতি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার উজ্জ্বল ও অতি তীক্ষ্ন হয় এবং জাতি ভেদে তাহার অবস্থানেরও ভেদ দৃষ্ট হয়; সর্পদিগের হৃৎপিণ্ড তাহাদের মস্তকের নিকট থাকে, তথা তাহারা অতি চতুরতার সহিত কুণ্ডলীভূত হইয়া অন্তঃকরণকে বিবিধ বিপদ গ্রাম হইতে রক্ষা করে। তাহাদিগের জিহ্বা অতি মাংসল ও সূক্ষ্ম তথা দ্বিভাগকৃত। ঐ জিহ্বাকে তাহারা সর্ব্বদাই বহির্নিক্ষেপ করে, বিশেষতঃ ক্রোধান্বিত হইলে অনবরতই এবং অতি সত্বরে তাহাকে প্রবেশ নির্গম করায়। সর্পজাতির স্বভাবানভিজ্ঞ অনেকেই তাহাদের জিহ্বা দেখিয়া ভীত হন এবং বোধ করেন যে উহাই বিষময় এবং বিষাকর, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে কোন আপদ

নাই। তাহাদের জিহ্বার গঠন এমত যে তদ্দ্বারা নিগিলনের সহকার কিম্বা স্বাদগ্রহ কিছু মাত্র হয় না কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নিষ্পাদন হয় এবং তন্নিমিত্তেই তাহা সর্ব্বদা সঞ্চালিত হয়। ভিন্ন ২ জাতীয় সর্পগণের জিহ্বা মূল পৃথক্ ২ এমত প্রতীত হয় কিন্তু সকলেরই জিহ্বা গলদেশীয় অতি নম্র এবং দীর্ঘ রগদ্বয় দ্বারা সংলগ্ন হয় যদ্দ্বারা ঐ যন্ত্রের সঞ্চালনে বিশেষ কৌশল জন্মে।

সর্প জাতির দন্ত ঈষদ্বক্র এবং তীক্ষ্ণ হয় এবং প্রত্যেক দন্তের কিয়দংশ ফোঁপরা অপর ভাগ নিরেট। কিন্তু ইহা চর্ব্বণ কর্ম্মে নিষ্প্রয়োজন। সর্পদন্ত সকলের দ্বারা তাহাদের অবয়ব ও স্থিতির কৌশল ক্রমে দংশন ও দংশিত বস্তুর ধারণ, তথা তৎসহকারে কপোলস্থ গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লাল দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য লেপিত হওত গলাধঃকরণোপযোগি হয়। পূর্ব্বোক্ত দন্ত ব্যতীত সর্পজাতির চতুর্থাংশের এক প্রকার বিষদন্ত হয় যদ্দ্বারা দংশন ক্ষত মধ্যে এই বিষধর জাতি তাহাদের অনিবার্য্য বিষ নিক্ষেপ করে। এই ভয়ানক অস্ত্রের সংখ্যা দুই এবং ইহার প্রত্যেকের মধ্যে এক ছিদ্র থাকে যদ্বর্ত্মদ্বারা বিষ নিঃসৃত হয়। ইহাদের স্থান ঊর্দ্ধ মাড়ির প্রাক্ পার্শ্ব ভাগ এবং তন্নিকটেই বিষধার গ্রন্থি থাকে। এই দন্ত পঁক্তিতে অন্য দন্ত হয় না এবং ইহাদিগকে কসের মাড়িতে কোষের ন্যায় আবর্ত্তন করে। কিন্তু তদ্দ্বারা অন্য দন্তের ন্যায় ইহারা রক্ষিত না হওয়াতে কোন কারণবশতঃ ভগ্ন হইলে পরম কারুণিক পরমেশ্বরেচ্ছায় এক স্থানে পুনঃপুনঃ ছয়বার বিষদন্ত উঠিয়া থাকে।

এইক্ষণে দন্তের লক্ষণ দ্বারা সবিষ নির্বিষ সর্প নিরূপণোপায় বিষয়ে উরগ পরীক্ষক ডাক্তর রসল সাহেবের রচিত উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করিতেছি। রসল সাহেব কহেন যে ইহা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে অহিংসক সর্পগণের উপর মাড়িতে তিন পঁক্তি সামান্য দন্ত থাকে তন্মধ্যে এক পঁক্তি বহিঃস্থিত ও অপর দুই পঁক্তি তালুকাভ্যন্তরবর্ত্তী। বিষাক্ত সর্পের বহিঃস্থিত দন্ত পঁক্তি নাই। যখন উপর মাড়িতে বাহ্য দন্ত পঁক্তি পাওয়া যায় তখন আর বিষদন্ত অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। যে স্থলে অভ্যন্তরস্থ দন্ত পঁক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় সে স্থলে বিষদন্ত যদি স্পষ্টও না দেখা যায় (কারণ কখন ২ বিনা ছেদনে বিষদন্ত দৃষ্টি গোচর হয় না) তথাপি অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে সে জাতি হিংসক সর্প তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

৩৪ সংখ্যা ।

বেলুন ।
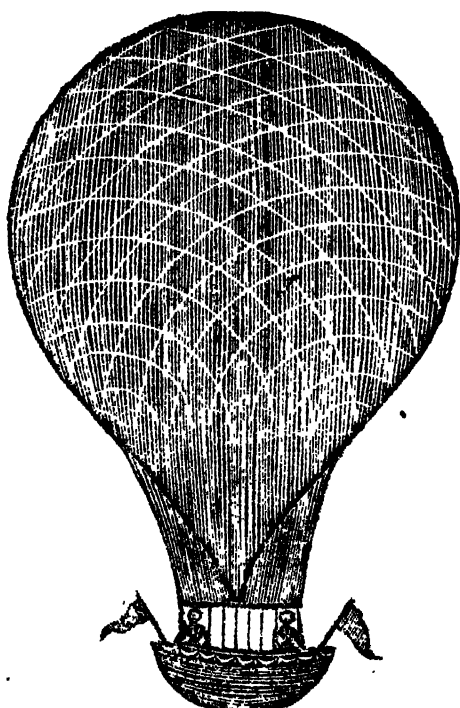
গত মাসের মধ্যে মেং কাইট নামা এক জন সাহেব শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের উদ্যান হইতে বেলুন যোগে আকাশ বিহারী হওয়াতে কলিকাতার লোকেরা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। রবর্টশন নামক এক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে একবার উড্ডীন হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি উঠিবার অনতি-

বিলম্বেই নামিয়াছিলেন আর তাহা চৌদ্দ বৎসর গত হওয়াতে বর্ত্তমান যুবক লোকদের তদ্বিষয় স্মরণ নাই সুতরাং কাইট্ সাহেবের আকাশ গমন দেখিয়া প্রায় সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

বেলুন কি প্রকারে বাতভরে উড্ডীয়মান হয় বোধ করি পাঠকবর্গের মধ্যে সকলে তাহা জানেন না এনিমিত্ত তদ্বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে। রেশমি কাপড়ের উপরিস্থ চিত্রিত আকৃতিতে বেলুন প্রস্তুত হয়। রেশমের উপর কোন স্নিগ্ধ প্রলেপ দেওয়া যায় তাহাতে বৃষ্টিপাত হইলে সহজে আর্দ্র হয় না এবং তদন্তরস্থ বাতাস ও বদ্ধ থাকে।

অপর সামান্য বায়ু হইতেও সূক্ষ্ম এবং লঘুতর এমত আর এক বায়ু আছে তাহার নাম হাইড্রোজিন গ্যাস। সেই বায়ু আক্সিজিন গ্যাস নামে আর এক বায়ু সংযোগে জল উৎপন্ন করে একারণ তাহার নাম হাইড্রোজিন অর্থাৎ জলোৎপাদক। হাইড্রোজিন গ্যাস সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত সামান্য বাতাসের উপরে উড্ডীন হইতে প্রবৃত্ত হয়। সোলা যেমত লঘুতা প্রযুক্ত জলের নীচে থাকে না উপরে ভাসিয়া উঠে হাইড্রোজিন গ্যাস তদ্রূপ সামান্য বাতাসের নীচে থাকে না। অতএব উক্ত বেলুনে ঐ সূক্ষ্ম গ্যাস অধিক পরিমাণে অন্তর্গত করিলে তাহা বায়ুর উপর উড্ডীন হয়, বেলুনের আকৃতি এবং গুরুতা বিবেচনা করিয়া গ্যাস অন্তর্গত করিতে হয়।

গ্যাস অন্তর্গত করিবার সময় বেলুনকে সমান রাখিয়া রজ্জু দ্বারা চারি খোঁটাতে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তাহার

উপরে এক শক্ত জাল থাকে সেই জালের তলে দোলার ন্যায় এক আসন বদ্ধ হয়, ঐ আসনের মধ্যে এক কিম্বা অধিক আকাশ বিহারী মনুষ্য স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইতে পারে। পরে উপযুক্ত পরিমাণে গ্যাস অন্তর্গত করিলে আকাশ বিহারী লোক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া উক্ত আসনে আরোহণ করে, তখন বেলুন বন্ধনী রজ্জু ছেদ করিবা মাত্র তাহা মহা বেগে উপরে উঠিয়া যায়।

আকাশ বিহারী আসনে আরোহণ করিবার সময় রাশি২ বালুকা সঙ্গে লইয়া যান, অধিক উর্দ্ধে উঠিবার মানস থাকিলে সেই বালুকা নিক্ষেপ করত ক্রমশঃ বেলুন হাল্কি করেন। বেলুন আরোহী ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে পারেন না তাঁহাকে বায়ুর বেগে চালিত হইতে হয়, যে দিকে পবনের বহন হয় সেই দিকেই যাইতে হয়, সুতরাং কখন জলের উপর কখন বা বনের উপর যাইবার সম্ভাবনা আছে, একারণ তিনি ক্ষুদ্র নৌকা এবং বন্য পশু নাশার্থ খড়্গ বর্ষা ছুরিকাদি সঙ্গে লইয়া যান এবং উত্তম ভূমি দেখিতে না পাইলে অবতরণ করিবেন না এ নিমিত্তে যদি অধিক বিলম্ব করিতে হয় এই কারণ জলযোগের দ্রব্যাদিও সঙ্গে লয়েন।

অনন্তর অবতরণ করিবার সময় তিনি কলের দ্বারা বেলুনের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম বাতাস ক্রমশ নির্গত করিয়া দেন তাহাতে বেলুন ধীরে২ নীচে আইসে পরে ভূমির নিকট হইলে এক লৌহময় নঙ্গর নীচে নিক্ষেপ করেন তাহাতে

বেলুন স্থগিত হইয়া থাকে তখন কোন লোক ক্রমশঃ রজ্জু ধরিয়া টানিলে বেলুন এবং আকাশ বিহারী নীচস্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত মেং কাইট সাহেব ৫ নবম্বর দিবসে উড্ডীন হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দমদমার উপর প্রকাশমান হয়েন পরে বায়ুর দ্বারা সাগরের নিকট বাহিত হয়েন অবশেষে বাতাসের বিপরীত সঞ্চার হওয়াতে তিনি জাঙ্গলের সন্নিদ্ধ কোট্রা গ্রামে আসিয়া অবরোহণ করে। কাইট সাহেব আপনার আকশ বিহারের বিবরণ লিপি বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন, কেননা অতিশয় শীতল বাতাস প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার কর্ণ কুহর কণ্ ২ করিয়াছিল ঐ সময়ে তিনি একটা চুরুট জ্বালিয়া ধূমপান করত কাল হরণ করিতে লাগিলেন। পরে অবরোহণ করিবার মানসে গ্যাস বাহির করিবার সূত্র আকর্ষণ করাতে তাহা ছিন্ন হইয়া গেল কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার নিকট এক বর্ষা ছিল তদ্দ্বারা বেলুনের কোন ২ অংশ বিদীর্ণ করাতে তাহা নীচে নামিতে লাগিল।

অপর সমুদ্রের জল এবং প্রবল তরঙ্গ ধ্বনি তাঁহার ইন্দ্রিয় গোচর হওয়াতে তিনি পুনশ্চ বেলুন বিদীর্ণ করত অবরোহণ করিতে লাগিলেন পরে অনুকূল বায়ুর সঞ্চার হওয়াতে সমুদ্রের দূরে বাহিত হইয়া নিরুদ্বেগ হইলেন। ঐ সময়ে বায়ুর বিলক্ষণ তেজঃ থাকাতে তিনি মহাবেগে আকাশ গমন করিতে লাগিলেন অবশেষে প্রায় ১ ঘটিকার সময় কোট্রা গ্রামের সন্নিকটস্থ হওয়াতে লৌহময় নঙ্গর নিক্ষেপ

করিলেন তাহাতে বেলুন স্থগিত হইল তখন কৃষক লোক সেই স্থলে থাকাতে তাহারা রজ্জু ধরিয়া তাঁহাকে নীচে নামাইল।

তিনি জাগুলে নিবাসি বাবু রাধাবল্লভ বিশ্বাসের বাটীতে আসিয়া সেই রাত্রি প্রবাস করেন পর দিবস প্রাতঃকালে শকটারোহণ করিয়া কলিকাতায় আইসেন।
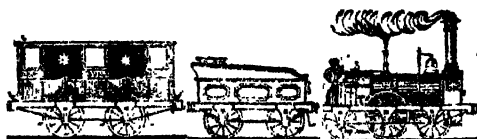
৩৫ সংখ্যা।

লোহার রাস্তা।

বঙ্গ ভূমিতে লোহার রাস্তা নির্ম্মাণের প্রসঙ্গে বহু দিবসাবধি আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু নানা প্রকার ব্যাঘাত প্রযুক্ত অনেক দিন বিলম্ব হইয়াছে। বোধ হয় অবশেষে শুভারম্ভ হইল, কেননা গবর্ণমেণ্ট এক জন লোহার রাস্তার কমিশনর নিযুক্ত করিয়াছেন এবং পথি মধ্যে গৃহ উদ্যানাদি ব্যবধান থাকিলে ব্যাঘাত না হয় একারণ এক নূতন আইন করিয়াছেন সেই আইন অনুসারে অনেক দূর পর্য্যন্ত পথ পরিষ্কার হইয়াছে সুতরাং এই শুভ কর্ম্মে আর বিলম্বের সম্ভাবনা দেখি না।

লোহার রাস্তা শব্দে শকট চলনার্থ লৌহনির্ম্মিত পদবীকে বুঝায়। সেই পদবীতে এমত খাঁজ থাকে যে শকট চক্র তদ্বহির্ভূত হইতে পারে না এবং শকট চলনেও কোন ব্যাঘাত হয় না।

প্রথমতঃ বাস্পযন্ত্র সম্বলিত এক গাড়ি থাকে, বাস্পের তেজে সেই গাড়ির চক্র মহা বেগে ঘূর্ণায়মান হওয়াতে শকট অতিশয় দ্রুতগামী হয়। বাস্প যন্ত্র সম্বলিত শকটের পশ্চাৎ অন্যান্য কএকটা শকট সংলগ্ন হয়, তন্মধ্যে যাত্রি লোক এবং নানা প্রকার দ্রব্যাদি থাকে। বাস্প যন্ত্র সম্বলিত শকট মহাবেগে গমন করিলে তদ্দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তি অন্যান্য শকট আকর্ষিত হইয়া চলে।

বাস্পীয় শকট এ পর্য্যন্ত আমারদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বাহন ব্যতীত শকটের গমন আমরা কখন দেখি নাই। যে প্রকার শুনিয়াছি তাহাতে চমৎকার বোধ হয় বটে। বিশ্বাস্য লোকের মুখে না শুনিলে এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় হইত না কেননা আপাততঃ ইহা অলীক বোধ হয়। কালিদাস মেঘ দূতের মধ্যে যদ্রূপ বিস্ময় প্রকাশ করেন যে ধূম জ্যোতিঃ জল মরুতের সন্নিপাতে উৎপন্ন মেঘ দ্বারা কি রূপে বার্ত্তা প্রেরণ হইবে, আমারদের ও তদ্রূপ বিস্ময় বোধ হইত যে জল বিকারে উৎপন্ন বাস্প দ্বারা কি প্রকারে শকটের চালন হইতে পারে। সত্যপরায়ণ এবং বিশ্বাস্য লোকের বাক্য প্রমাণ আমারদের এক্ষণে প্রত্যয় হয় বটে যে বাস্পীয় শকট চলন হইয়া থাকে তথাপি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়

নাই। প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত চক্ষুর তৃপ্তি হইতে পারে না। এক্ষণে লোহার রাস্তা প্রস্তুত হওনের সম্ভাবনা দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের প্রত্যাশা হইতেছে। লোহার রাস্তা প্রস্তুত হইলে দেশের কেমন মঙ্গল হইবে তাহা সম্পূর্ণ রূপে বর্ণনা করিতে লেখনী সমর্থা হয় না। লোহার রাস্তা হইলে এক দিনের মধ্যে বারাণসী প্রয়াগ আগরা প্রভৃতি দূরতর দেশে যাওয়া যাইতে পারিবে সুতরাং দেশ বিদেশীয় লোকের সহিত সহজে আলাপ হইলে জাত্যভিমানাদি দোষ নষ্ট হইবে এবং হৃদয়াকাশে অবিদ্যা রূপ কুজ্ঝটিকার উচ্ছেদ হইবে।

কিন্তু লোহার রাস্তা হইতে যে২ উপকার সম্ভাবনীয় তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই যে তাহাতে সুসমাচার প্রচারের সুগম হইবে। সুসমাচার প্রচারকেরা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে শীঘ্র গমন করিতে পারিবেন সুতরাং অবশ্য ধর্ম্ম প্রচারে সুগম হইবে।

এইক্ষণে দূরতর দেশে গমন করিতে হইলে বহুতর কাল বিলম্ব হয় লোহার রাস্তা প্রস্তুত হইলে সে প্রকার কাল বিলম্বের সম্ভাবনা থাকিবে না, সকল কার্য্যই ত্বরায় সম্পন্ন হইবে সুতরাং দেশের সাধারণ উপকার হইবেক। অপর বাণিজ্যকারিরা শীঘ্র বাণিজ্য করিতে পারিবে, যে সকল দ্রব্য সমুদ্র পথে বিদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয় তাহা সমুদ্রের যত দূরে উৎপন্ন হউক দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় আসিতে পারিবে। ইহার দৃষ্টান্ত, অনেক২ বাণিজ্যকারি লোক গাজিপুর বারাণসী আজিমগড় প্রভৃতি

দেশ হইতে চিনি আনাইয়া বিলাতে প্রেরণ করেন, সে সকল চিনি এক্ষণে নৌকাযোগে নিকৃষ্টকল্পে দুই মাসের ন্যূন কলিকাতায় আইসে না সুতরাং দুই মাস পথে নষ্ট হওয়াতে বণিকের পক্ষে পণ্য দ্রব্যের উপস্বত্ব গ্রহণে বিলম্ব হয় কিন্তু লোহার রাস্তা দ্বারা ঐ দ্রব্য যদি দুই এক দিনের মধ্যে আইসে তবে অনেক লাভের সম্ভাবনা।

তদ্রূপ যে সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আসিয়া পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হয় তাহাও এক্ষণে পথিমধ্যে দুই তিন মাস পড়িয়া থাকে কিন্তু লোহার রাস্তা প্রস্তুত হইলে দুই তিন দিনের মধ্যে দূরতর দেশে যাইবে সুতরাং তাহাতে কাল বিলম্ব নিবারণ প্রযুক্ত বিপুল লাভ সম্ভাবনা আছে।

অপিচ মনুষ্য লোকের স্বভাব এই যে পরস্পরের রীতি চরিত্র দেখিলে মনঃসংস্কার শোধন হয়। যতকাল লোকে এক দেশে কিম্বা এক নগরে বদ্ধ থাকে তত কাল বহুদর্শন হইবার সম্ভাবনা মাত্র থাকে না সুতরাং চিত্ত নানা প্রকার ভ্রমেতে আকীর্ণ হয় কিন্তু দেশ বিদেশে গমন করিলে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। নানা প্রকার লোক দেখিলে মনের মাৎসর্য্য নষ্ট হয় এবং লোক বাৎসল্যের বৃদ্ধি হয়।

লোহার রাস্তা প্রস্তুত হইলে রাজকীয় ব্যাপারেরও সুগম হইবে এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহা হুলস্থূল হয়, গবর্ণর জেনেরেলকে ত্বরায় রাজধানী ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কিন্তু লোহার রাস্তা প্রস্তুত হইলে তিনি কলিকাতায় থাকিয়া যুদ্ধাদির বিষয়ে আজ্ঞা প্রচার করিতে

পারিবেন এবং যেখানে যত সৈন্য থাকুক তিন দিনের মধ্যে সহজে অতি দূরস্থ দেশে প্রেরিত হইতে পারিবে।

৩৬ সংখ্যা।

মনুষ্য জাতির বিবিধ বংশ।

যদিও যাবন্ত মনুষ্য এক আদি পিতা হইতে উৎপন্ন

হওয়াতে সকলেই এক গোত্র এবং এক জাতি তথাচ তাহার-দের শরীরের বর্ণ মুখের ভঙ্গিমা এবং বুদ্ধির বলাবলে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। কিন্তু সেই বৈলক্ষণ্যের ছলে হিন্দুদের ন্যায় জাতি ভেদ করিয়া ইতর বিশেষ করা উচিত হয় না। এক দেশের লোকদের মধ্যে জাতি ভেদ করা অতিশয় অসঙ্গত কেননা এক দেশবাসি লোকের পরস্পর মুখের ভঙ্গিমাতেও বৈলক্ষণ্য নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে কোন কায়িক কিম্বা মানসিক ইতর বিশেষ কিছুই নাই। তবে বেদ পুরাণে বর্ণ ভেদের যে বিবরণ আছে তাহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহাতে কেবল ব্রাহ্মণদিগের অভিমানই প্রকাশ পায়।

পরে যদিও ভারত বর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে পরস্পরের আকৃতি প্রকৃতিতে বিশেষ তারতম্য নাই বটে তথাচ অন্যান্য দেশের জনগণের অবয়বে এবং মানসিক সংস্কারে কিঞ্চিৎ২ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়াছে। এ নিমিত্ত বহু দর্শন সম্পন্ন পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠের উপর যত লোক বাস করে তাহারদের মধ্যে সাধারণ ভাবে উক্ত বৈষম্য বিবেচনা করিয়া সামান্যতঃ এই মীমাংসা করিয়াছেন যে মানব মণ্ডলীকে তিন প্রধান জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শুভ্রবর্ণ ককেশীয়, দ্বিতীয়তঃ গৌরবর্ণ মঙ্গলীয়, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণবর্ণ হাব্সি। কোন ২ পণ্ডিতেরা অপর দুই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন যথা আমেরিকীয় এবং মালাই কিন্তু তাহা হাব্সি জাতির শাখা কহিলেও কহাযাইতে পারে।

বহুদর্শি পণ্ডিতেরা আরও অনুমান করিয়াছেন যে ঐ

তিন প্রধান জাতি ক্রমশঃ নোহের তিন পুত্র হইতে উৎপন্ন হয়। ককেশীয় জাতি শেমের বংশ, মঙ্গলীয় জাতি জাপেথের অপত্য, এবং হাব্সি জাতি হামের সন্তান। ধর্ম্ম পুস্তকে ঐ তিন বংশের বিষয়ে যে উক্তি আছে তাহাতে উক্ত অনুমান যুক্তি সঙ্গতও বোধ হয়।

১ ব্লাক এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তি পার্ব্বতীয় দেশে ককেশীয় জাতির প্রথম উৎপত্তি, সেই পর্ব্বতের নাম হইতেই ঐ জাতির নাম ককেশীয় হইয়াছে। তাহারদের কায়িক লক্ষণ এই ২ যথা অঙ্গ শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ শরীরের আভা রজতের ন্যায়, গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং মুখ সুগঠন অণ্ডাকৃতি এবং বিপুল শ্মশ্রুযুক্ত, ললাট বিস্তৃত, মস্তক সুপরিমিত, ওষ্ঠাধর সঙ্কীর্ণ।

মানসিক সংস্কারে ককেশীয় জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ঐ জাতি চারি শাখাতে বিভক্ত, যথা ১ পেলাসজিক অর্থাৎ পূর্ব্বতন গ্রীক এবং রোমান জাতির মূল শাখা, ২ সুরীয় অর্থাৎ পূর্ব্বতন অসুরীয়, কল্দীয় এবং ইজিপ্তীয় দিগের মূল শাখা, ৩ ভারতবর্ষীয় শাখা, ৪ সিদিয়া অথবা তাতার শাখা।

পৃথিবীর উপরিস্থ প্রধান ২ জাতীয় লোকেরা ককেশীয় বংশে উৎপন্ন হইয়াছে পূর্ব্বতন গ্রীক রোমান অসুরীয় ইজিপ্তীয় এবং ভারতবর্ষীয় জনগণ শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য বল বিক্রম বিদ্যা কৌশলে মানব মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য সকল জাতি প্রায় তাহাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে।

গ্রীক জাতীয় লোকেরা এস্যা এবং আফ্রিকা খণ্ডে আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। রোমানদের সম্রাটকে এক প্রকার সার্ব্বভৌম কহা যাইতে পারিত। ইজিপ্তীয়দিগের বিষয়ে লিখিত আছে যে তাহারদের এক জন রাজা পরাজিত রাজবর্গকে ঘোটকবৎ রথের বাহন করিয়াছিল। অসুরীয় এবং ভারত বর্ষীয় রাজারা চতুর্দ্দিকে বাহুবল বিস্তার করিয়াছিল। ইহারা সকলেই ককেশীয় জাতি।

অধুনাতন ইউরোপীয় লোকরাও ককেশীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, সুতরং ঐ জাতীয় লোকেরা সর্ব্ব কালে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিয়াছে পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই বীরত্ব পাণ্ডিত্য শিল্প নৈপুণ্য সামাজিকতা সুশীলতা প্রভৃতি কায়িক মানসিক এবং আত্মিক গুণেতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অলঙ্কৃত হইয়াছে।

যদি কেহ প্রশ্ন করে কাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত? তবে পূর্ব্বতন গ্রীক অথবা অধুনাতন ইউরোপীয় লোকের মধ্যে কোন২ বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিতে হয়। যদি কেহ প্রশ্ন করে কাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে? তাহাতেও ঐ জাতির প্রসঙ্গ করিতে হয়।

উপরিস্থ ছবির নিম্ন আকৃতি (ক) দেখিলে পাঠক বর্গ ককেশীয় জাতির মুখের ভঙ্গিমা বুঝিতে পারিবেন।

২ মঙ্গল জাতীয় লোকদিগের এই২ লক্ষণ, যথা অঙ্গ গৌর বর্ণ, কেশ সূক্ষ্ম, মুখ অত্যল্প শ্মশ্রু যুক্ত, নাসিকা ক্ষুদ্র এবং নিম্ন, ললাট সঙ্কীর্ণ, মস্তক বিস্তৃত, দৃষ্টি কটাক্ষ,

ওষ্ঠ স্থূল। ককেশীয় অপেক্ষা মঙ্গলীয় জাতির আকৃতি অধিক খর্ব্ব।

মঙ্গলীয় জাতির লোকেরা মানসিক এবং আত্মিক সংস্কারে ককেশীয় দিগের তুল্য নহে। তাহারদের মধ্যে চীন দেশীয় লোকেরা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কিন্তু যদিও চীন জাতীয় লোকেরা কোন ২ বিষয়ে নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছে এবং বহু কালাবধি সামাজিক রূপে গণ্য হইয়াছে তথাচ তাহারা শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ও বিদ্যায় ইউরোপীয় জাতির সমান নহে। তাহারদের মধ্যে প্রকৃত বর্ণমালার অভাবে বিপুল পাণ্ডিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিয়দ্বর্ষ গত হইল ইংলণ্ডীয় লোকদিগের সহিত তাহারদের সংগ্রাম হওয়াতে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে তাহারা ককেশীয় জাতির ন্যায় বিক্রমশালী অথবা রণ কুশল নহে।

চেঙ্গিস খাঁ তৈমুর বেগ প্রভৃতি মঙ্গলীয় যে ২ বীর বিখ্যাত হইয়াছে তাহারাও কেবল পশুর ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ বিক্রম এবং শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু রাজকীয় অথবা সংগ্রামিক বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা দর্শাইতে পারে নাই।

এস্যার অন্তঃপাতি আলতাই পর্ব্বতে মঙ্গলীয় জাতির উৎপত্তি। তথা হইতে তাহারা এস্যার মধ্য এবং পূর্ব্ব ভাগে ব্যাপ্ত হয়।

উপরিস্থ ছবির বাম পার্শ্বে (মং) মঙ্গলীয় জাতির আকৃতি ও হাব্সি জাতির লক্ষণ এই ২ যথা অঙ্গ কৃষ্ণ বর্ণ, ওষ্ঠাধর স্থূল, কেশ রুক্ষ এবং কুণ্ডলাকার, ললাট সংকীর্ণ এবং

নিম্ন, মস্তক গোলত্ব বিহীন, নাসিকা নিম্ন এবং পরিশর, চক্ষু উজ্জ্বল। হাব্সি জাতীয় লোকেরা মানসিক এবং আত্মিক সংস্কারে অতি জঘন্য। তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিলে ধর্ম্ম পুস্তকোক্ত হামের বংশের প্রতি নোহের অভিশাপ স্মরণে আইসে। নোহ কহিয়াছিলেন যে হামের বংশীয় লোকেরা অন্যান্য বংশীয় লোকের ক্রীত দাস হইয়া মহা দুর্গতিতে পড়িবেক। হাব্সি জাতীয় লোকেরা হামের বংশোদ্ভব, তাহাদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে নোহের উক্ত অভিশাপ নিতান্ত সত্য বোধ হয় তাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রচকদিগের দৈব জ্ঞানও প্রকাশিত হয়।

উপরিস্থ ছবির দক্ষিণ পার্শ্বে (হা) হাব্সি জাতির আকৃতি। যদিও কোন ২ বহুদর্শি পণ্ডিতেরা মানব মণ্ডলীকে ত্রিবিধ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন তথাচ বেদ পুরাণ রচকদিগের ন্যায় তাঁহারা তাহারদের পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহার এবং কুটুম্বতা করণ নিষেধ করেন নাই সুতরাং তাহা হিন্দুদিগের বর্ণ ভেদের তুল্য নহে।

৩৭ সংখ্যা ।

রাজপুত্র জাতির কথা ।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে কায়স্থার গর্ব্ভে রাজপুত্র জাতির উৎপত্তি হয়। ক্ষত্রিয়দিগের নামান্তর রাজন্য, এই নিমিত্ত তদীয় ঔরস জাত উক্ত জাতি রাজপুত্র অভিধেয় হইয়াছে। কোন২ ইতিহাস বেত্তারদের অনুমানে রাজপুত্রেরা শক অর্থাৎ সিদীয় বংশোৎপন্ন এবং এস্যা খণ্ডের উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগত কিন্তু সে কথা অলীক বোধ হয়। রাজপুত্রেরা ভারতবর্ষীয় লোক এবং অদ্যাবধি হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত ।

আমরা গত সংখ্যক সত্যার্ণবে মনুষ্য জাতিকে তিন প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছিলাম। রাজপুত্রেরা তৎ

প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ককেশীয় জাতির মধ্যে গণিত হইতে পারে। বল বিক্রম এবং শারীরিক ও মানসিক সৌষ্ঠবে তাহারদিগকে পূর্ব্বতন গ্রীক রোমান এবং অধুনাতন ইউরোপীয়দিগের তুল্য জ্ঞান করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বহুদিবসাবধি ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা অল্প হইয়াছে। পুরাণেতে লিখিত আছে যে জমদগ্নি রাজার পুত্র পরশুরাম পৃথিবীকে এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন, এ কথার যুক্তি আমরা কিঞ্চিৎ মাত্র বুঝি না, পৌরাণিকেরাই তাহার অদ্ভুত মর্ম্ম বুঝেন। পরন্তু পৃথিবী কি রূপে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হইতে পারে?

সে যাহা হউক ইহা সত্য বটে যে ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা অতিশয় খর্ব্ব হইয়াছে প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রায় আর কোন রাজারদিগের নাম শুনা যাইত না কিন্তু বহুকালাবধি তজ্জাতীয় রাজা দুর্লভ হইয়াছে।

ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে রাজপুত্র জাতি প্রবল হইয়াছে। রাজপুত্রেরা বহুকালাবধি ভারতবর্ষের রাজ্য ভোগ করিয়াছিল। যবন রাজারদের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে তদ্রক্ষক ক্ষত্রিয় রাজার নাম প্রায় শুনা যায় নাই। রাজপুত্র রাজারাই দেশ রক্ষার্থ সসজ্জ হইয়াছিল।

সম্প্রতি রাজপুত্রেরদিগকে ক্ষত্রিয় পদস্থ জ্ঞান করা যাইতে পারে। কেননা তাহারা পিতৃ ধর্ম্ম পালন করত যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইয়াছে। তাহারা বল বিক্রম শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যে বিলক্ষণ বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্গদেশ মধ্যে রাজপুত্র পাওয়া যায় না। রাজপুত্রেরা সকলেই হিন্দুস্থান বাসী, তাহারদের ভাষাও

হিন্দী, তবে কেহ২ বঙ্গ ভূমিতে আসিয়া বহুকাল বাস করাতে বঙ্গীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছে।

রাজপুত্রেরা বল বিক্রমে বঙ্গীয় লোকদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ। পশ্চিম প্রদেশীয় লোক মাত্রেই শৌর্য্য বীর্য্যে বঙ্গীয় লোক-দিগের অপেক্ষা প্রধান। বঙ্গ দেশীয় ধনি লোকেরা প্রায় রাজপুত্রাদি পশ্চিম প্রদেশীয় লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও দ্বারপালাদি কার্য্যে নিযুক্ত করেন না তাহার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরা অতিশয় দুর্ব্বল এবং নিরুৎসাহ।

হিন্দুস্থানের মধ্যে এখনও অনেক২ রাজপুত্র রাজা আছেন। জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, জয়শালমীন, কৃষ্ণগড়, কোতা বুন্দি প্রভৃতি দেশে রাজপুত্র ভূপাল আছেন। তাঁহারা প্রকারান্তরে ইংরাজদিগের বশীভূত বটেন কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহারদের বহুতর আদর করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের রীতি নীতি রাজপুত্র জাতির মধ্যে যেমন প্রবল দেখা যায় তদ্রূপ ভারতবর্ষীয় অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না সুতরাং রাজপুত্র জাতির আচার ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের দোষ গুণ উভয় বোধ গম্য হইবে। পূর্ব্বতন হিন্দুরা যেমন স্বধর্ম্ম মত্ত হইয়া মিথ্যা দেবদেবীর সেবাতে রত ছিল রাজপুত্রেরাও তাদৃশ বেদ পুরাণের অনুরাগে অত্যন্ত মত্ত। পূর্ব্বতন হিন্দুরা যেমন বিলক্ষণ রণ পুঙ্গব ছিল রাজপুত্রেরা তাদৃশ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পশ্চিম প্রদেশীয় অধিকংশ হিন্দুরদের বোধে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে অহিংসা ধর্ম্ম পালন হয় না একারণ

তাহারা নিরামিষ ভোজন করে। রাজপুত্রেরাও প্রায় নিরামিষাশী; কিন্তু তাহারা মাংস ভোজনে নিবৃত্ত হইলেও আমিষাশী বঙ্গীয় লোক অপেক্ষা অধিক বলবান। ইহাতে বোধ হয় যে শারীরিক কুশলার্থ আমিষ ভোজনের অপেক্ষা নাই।

কিন্তু রাজপুত্রেরা প্রচীন হিন্দুদিগের ন্যায় বিদ্যাবান নহে। তাহারা ক্ষত্রিয় সন্তান সুতরাং যুদ্ধ ব্যবাসায়ী হওয়াতে শাস্ত্র চিন্তায় তৎপর হয় না। ক্ষত্রিয়দের ন্যায় তাহারা আপনাদিগকে উপনয়ন প্রণব ও বেদাধ্যয়নে অধিকারী জ্ঞান করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করে।

পরন্তু রাজপুত্র জাতি মধ্যে একটা মহা ঘৃণিত ব্যবহার চলিত ছিল বেদ পুরাণে তাহার কোন পোষকতা দেখা যায় না। অধিকাংশ রাজপুত্রেরা কন্যা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওনানন্তর বধ করিত। যদি সৎপাত্রের অভাবে বিবাহ না হওয়াতে কোন হানি হয় অথবা যদি প্রকারান্তরে দুশ্চরিত্রা হইয়া পিতৃ কুলের অপযশের কারণ হয় এই শঙ্কায় তাহারা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র বিনষ্ট করিত এক্ষণে তদ্রূপ দুষ্টতাচরণে যৎকিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার অভাব ঐ ঘৃণিত রীতির মূল কারণ। অঙ্গনাদের হৃদয়াকাশ অবিদ্যা তিমিরাচ্ছন্ন হওয়াতে রাজপুত্রেরা তাহারদিগকে পশুবৎ বোধ করিয়া অবিশ্বাস করে। সুতরাং যদি কুলাঙ্গার হইয়া পড়ে এই শঙ্কায় তাহারদিগকে শৈশবাবস্থায় বধ করিত। নারীদিগের যদি বিদ্যা থাকিত তবে তাহারদিগকে নিতান্ত

অধর্ম্মোন্মুখ জ্ঞান করিতে পারিত না। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির পক্ষেই অধর্ম্ম সম্ভাবনা আছে, বরং পুরুষের অধর্ম্ম করিবার অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু এই বলিয়া পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে কে কোথায় বধ করে তবে কন্যা সন্তানকে কেন নষ্ট করিবে।

পরন্তু মঙ্গল সমাচারের প্রাদুর্ভাবে রাজপুত্রেরা সত্য ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইলে ঐ জঘন্য রীতি সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিয়া আপনাদের নাম উজ্জ্বল করিতে পারিবে। ভারতবর্ষীয় লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্মে শিক্ষিত হইলে অতি প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে।

৩৮ সংখ্যা।

পলীকার্প।

প্রাচীন কালে স্মির্ণা নামক নগরস্থ মণ্ডলীতে পলীকার্প নামা এক জন বিশপ ছিলেন তৎকালে রোম দেশের রাজা খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগকে তাড়না করিতে উদ্যত হইবাতে পলীকার্প দণ্ডনায়ক লোক কর্ত্তৃক বিচারকের সাক্ষাতে আনীত হইলেন তাহাতে বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে? তিনি উত্তর করিলেন আমার নাম পলীকার্প, ইহাতে বিচারক প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি বৃদ্ধ, তোমার কেশও পাকিয়াছে তথাপি কেন মরিতে চাও, আপন শরীরের প্রতি দয়া করিয়া কৈশার রাজার নাম লইয়া দিব্য কর এবং অনুতাপ করিয়া নাস্তিকদিগকে

(অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে) নষ্ট করিতে সম্মত হও। পলীকার্প ইহা শুনিবামাত্র স্বর্গের ও বিচারালয়স্থ লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে২ হস্ত বিস্তার করত এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যথা হে প্রভো এই নাস্তিকেরা নষ্ট হউক। তাহাতে বিচারক পুনর্ব্বার তাহাকে প্ররোচনা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন খ্রীষ্টকে নিন্দা করিয়া কৈশার রাজার নাম স্মরণ করত দিব্য কর ইহা করিলে তুমি মুক্তি পাইবা। পলীকার্প উত্তর করিলেন ছেয়াসি বৎসর পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছি এবং তিনি কখন আমার অপকার করেন নাই অতএব আমি কি প্রকারে তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারি।

ইহাতে বিচারক অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন তোমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্যে কতিপয় বন্য পশু প্রস্তুত আছে এবং অনুতাপ না করিলে তাহাদের মধ্যে তোমাকে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিব।

পলীকার্প অনুদ্বিগ্ন হইয়া উত্তর করিলেন ভাল আপনি সে রূপ আজ্ঞা করুন; এই প্রকার নির্ভয়তা দেখিয়া বিচারক আরবার তর্জ্জন করিয়া বলিলেন যদি তুমি বন্য পশুদিগের যন্ত্রণা তুচ্ছ কর তবে অগ্নি সংযোগ দ্বারা তোমার সাহস দমন করিব। তাহাতে পলীকার্প প্রত্যুত্তর করিলেন তুমি যে অগ্নির ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তর্জ্জন করিতেছ তাহা চিরস্থায়ী নহে কিন্তু চির প্রজ্বলিত যে নরকানল পাপিদের জন্যে সঞ্চিত আছে তাহা তুমি জান না, ইহার পর তিনি মরণ স্থানে আনীত হইলে প্রভুর

উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন যথা হে প্রভো আমাদের ধন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর, আপনকার বিশ্বাসি সাক্ষির ন্যায় আমাকে মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আপনার ধন্যবাদ করিতেছি, হে পিতঃ আপনকার অদ্বিতীয় পুত্র যে আমাদের সনাতন মহাযাজক তদ্দ্বারা আমি আপনাকে প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার সহিত পবিত্র আত্মাতে অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত আপনকার মহিমা হউক। আমেন

৩৯ সংখ্যা।

মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম।

এইক্ষণে যাহাতে যিশু খ্রীষ্ট ও মহম্মদ এই দুয়ের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা আছে ও যাহাতে যিশু খ্রীষ্ট শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয় স্পষ্টরূপে কএক কথা তোমারদের নিকটে প্রকাশ করি।

১ যিশু খ্রীষ্ট কুমারীর উদরে জন্মিলেন ইহা মুসলমানেরাও স্বীকার করে কেননা এক জন আমার নিকটে স্বীকার করিল যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পরাক্রমেতে জন্মিলেন। তাহাতে প্রমাণ যে ঈশ্বর বিনা যিশু খ্রীষ্টের কোন পিতা নাই। তবে এই দুয়ের মধ্যে বড় কে পিতামাতার সংসর্গে যাহার স্বাভাবিক জন্ম হইল এমত যে মহম্মদ সে বা যাহার জন্ম আশ্চর্য্য রূপ হইল ও কেবল ঈশ্বরের ক্ষমতাতে উৎপন্ন হইলেন এমন যে যিশু খ্রীষ্ট তিনি। নিতান্তই যিশু খ্রীষ্ট বড় তবে

ইহা কি প্রত্যয়িতব্য যে ঈশ্বর মহম্মদকে সম্ভ্রম করিয়া যিশু খ্রীষ্টের পদে নিযুক্ত করিবেন।

২ যিশু খ্রীষ্ট নানাবিধ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন ও তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে আপনার প্রেরিতগণকেও ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং ঐ ক্ষমতা অন্য ব্যক্তিরদিগকে দান করিবার শক্তিও তাহারদিগকে প্রদান করিলেন। কিন্তু মহম্মদ আপনি কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারে নাহি সুতরাং অন্যকেও ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করণের ক্ষমতা প্রদান করিতে অক্ষম। এই ভাক্ত আচার্য্যের শিষ্যেরা ও ইমাম সকলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কখন্ কোন্ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিল। যখন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম স্থাপনার্থে মোশহের ধর্ম্ম অন্যথা করা গেল তখন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম জানাইতে ও মোশহের ধর্ম্মের অন্যথা করিতে যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যে আগমন করিয়াছেন ইহা তাবৎ মনুষ্যের নিকটে প্রমাণার্থে নানাবিধ ও মহৎ আশ্চর্য্য কার্য্য তিনি করিলেন। এবং যদি মহম্মদ খ্রীষ্টের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপন ধর্ম্ম জগতে স্থাপন করিতে ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হইত তবে তাহার প্রেরিতত্বের প্রমাণার্থে আশ্চর্য্য কার্য্য করণের কি তাহার ক্ষমতা হইত না তবে মহম্মদ কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর হইতে তাহার আগমনের কোন প্রমাণ হইল না। অতএব আমরা প্রত্যয় করিতে পারি না যে খ্রীষ্টের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মহম্মদীয় ধর্ম্ম জগতের কারণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে।

৩ যিশু খ্রীষ্ট আপন মরণের পর তৃতীয় দিবসে মৃত্যু

হইতে উঠিলেন এবং তাঁহার পুনরুত্থানেতে প্রমাণ যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। রোমান ১ পর্ব্ব ৩। ৪ পদ। প্রায় ১২ শত বৎসর হইল মহম্মদ মরিয়াছে বটে কিন্তু এই কালপর্য্যন্ত মৃত্যু হইতে উঠে নাই এবং কাহারো অপেক্ষাও নাহি যে শেষ দিনে তাবৎ মৃত লোকের উত্থানের পূর্ব্বে তাহার উত্থান হইবেক। য়িশু স্বর্গে নীত হইয়াছিলেন ও য়িহুদাহ্ তাঁহার পরিবর্ত্তে ক্রুশে মরিয়াছে এই কথা কহিয়া যদি মুসলমানের য়িশু খ্রীষ্টের মৃত্যু অপহ্নব করে তবে অবশ্য তাঁহার পুনরুত্থানও অপহ্নব করিবে কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের বহু প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থলে আমরা পাইতেছি। তবে যাহাকে ঈশ্বর প্রায় ১২ শত বৎসরের মধ্যেও মৃত্যু হইতে উঠান্ না ও যাহাকে তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যু হইতে উঠাইলেন এই দুই জনের মধ্যে কোন্ জন শ্রেষ্ঠ। অবশ্য যিনি তৃতীয় দিনে উঠিলেন তিনি। কেননা এই অতি স্পষ্ট যে য়িশু ঈশ্বর কর্ত্তৃক মহম্মদ অপেক্ষা অতি প্রিয় ও সম্ভ্রান্ত। অতএব যদি য়িশু খ্রীষ্ট মহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তবে ঈশ্বর যে য়িশু খ্রীষ্টকে অপমান করত তাঁহাকে পদভ্রষ্ট করিয়া মনুষ্যের সন্তানের কারণ মহম্মদকে মুখ্য আচার্য্য করিবেন ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

৪ য়িশু খ্রীষ্ট স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে বসিয়াছেন। এই বাক্য মুসলমানেরা অপহ্নব করিতে পারে না কেননা তাহারা কহে যে য়িশু খ্রীষ্ট না মরিয়া স্বর্গে নীত হইয়াছেন এবং মহম্মদ কহে যে আপনি রাত্রি

কালে স্বর্গ গমন করিয়া যিশু খ্রীষ্টকে তথায় দেখিল। এই রূপে মহম্মদ ও তাহার শিষ্যেরা স্বীকার করে যে যিশু খ্রীষ্ট স্বশরীরে স্বর্গে আছেন। কিন্তু মহম্মদ যে স্বশরীরে স্বর্গে আছে ইহা তাহারা কহিতে পারে না আর তাহার আত্মা যে তথায় আছে ইহাও তাহারা নিশ্চয়রূপে কহিতে পারে না কেননা তাহাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানি লোক অনুমান করে যে শেষ দিন না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মনুষ্য স্বর্গারোহণ করিতে পারে না। তবে ঈশ্বর যাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গে উঠাইলেন ও যিনি ১৮ শত বৎসরাবধি স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতেছেন তাঁহার অপেক্ষা যাহার শরীর কবরে আছে ও যাহার আত্মা মৃতেরদের আত্মার সহিত আছে সে ঈশ্বরকর্ত্তৃক অধিক প্রিয় ও সম্ভ্রান্ত আমরা কি এমন বিচার করিতে পারি। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে যিশু মহম্মদ হইতে শ্রেষ্ঠ। তবে ঈশ্বর তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে মহম্মদের প্রতি আজ্ঞা করিবেন ইহা কি হইতে পারে।

৫ জগতের ত্রাণকর্ত্তা রূপে যিশু খ্রীষ্টের আগমনের বিষয় অনেক ভবিষ্যদ্বাক্য প্রকাশ হইয়াছিল কিন্তু আচার্য্য স্বরূপে মহম্মদের আগমনের বিষয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাক্য হয় নাই। মনুষ্য পাপে পতিত হইলেই প্রচার হইল যে "নারীর বংশ সর্পের মস্তক চেপটা করিবে" অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা যে পৃথিবীতে আগমন করিবেন তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ এই। যিশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আরো লিখিত ছিল যে তিনি যিসি ও দাউদের বংশোদ্ভব হইবেন। যথা যিশাইয়াহ ১১ পর্ব্ব এবং

৯ পর্ব্বের ৬ । ৭ পদ । য়িরিমিয়াহ্ ২৩ পর্ব্বের ৫ । ৬ পদ । লুক ১ পর্ব্বের ৫২ পদ। তিনি যে কুমারীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাও লিখিত আছে যথা যিশয় । ৭ পর্ব্বের ১৪ পদ। তিনি বিতলেথেম নগরে জন্মিবেন যথা মিকা ৫ পর্ব্বের ১ পদ। তিনি মনুষ্যেরদের পাপের নিমিত্ত মরিবেন যথা য়িশা । ৫৩ পর্ব্বের ৫ । ৬ পদ। দানি। ৯ পর্ব্বের ২৬ পদ। তিনি মৃত্যু হইতে উঠিয়া স্বর্গে গমন করিবেন। দাউদের ১৬ গীত ১০ । ১১ পদ। কিন্তু মহম্মদ নামে আচার্য্যের আগমনের বিষয় কোন আচার্য্যবাক্য পাওয়া যাইতে পরে না। তবে যাহার আগমন বিষয়ে অনেক আচার্য্যবাক্য আছে এবং যাহার বিষয়ে কোন আচার্য্য বাক্য নাই ইহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে।

এই কথা খণ্ডনার্থে মুসলমানেরা কহিয়া থাকে যে মহম্মদের আগমন বিষয়ে মোশহ্ এবং য়িশু খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন। তাহারা কহে যে দ্বিতীয় বাক্যের ১৮ পর্ব্বের ১৫ । ১৮ পদে মোশহ্ মহম্মদের বিষয়ে আচার্য্য বাক্য কহেন। যথা "তোমার ঈশ্বর য়িহুহ্ তোমার মধ্য হইতে অর্থাৎ তোমার ভ্রাতারদের মধ্য হইতে আমার মত এক জন আচার্য্যকে উৎপন্ন করিবেন" ইত্যাদি। কিন্তু এই আচার্য্য বাক্য যে মহম্মদের প্রতি অর্হে না তাহা সহজেতেই প্রকাশ হইতে পারে কেননা কথিত আছে যে এই আচার্য্য ইশরাএলের বংশ হইতে উদ্ভব হইবেন কিন্তু মহম্মদ আরব বংশ হইতে উদ্ভব অতএব তাহার বিষয়ে এই কথা লাগে না। আরও এই আচার্য্য মোশহের ন্যায় হইবেক পরন্তু অন্যান্য

হইতে মোশহ্ আচার্য্যের বিশেষ এক প্রভেদ এই ছিল যে অন্যান্য আচার্য্যেরদিগকে পরমেশ্বর স্বপ্নে বা দূতের দ্বারা আপন বাক্য জ্ঞাত করাইলেন কিন্তু মোশহকে যখন আপন বাক্য জানাইলেন তখন যেমন মনুষ্য আপন বন্ধুর সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথোপকথন করে তেমনি ঈশ্বর তাহার সহিত করিলেন যথা যাত্রা পুস্তকের ৩৩ পর্ব্ব ১১ পদ। ও দ্বিতীয় বাক্য ৩৪ পর্ব্ব ১০ পদ। মহম্মদ কখন কহে নাই যে ঈশ্বর যেমন মোশহের সহিত করিলেন তেমন আমার সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথোপকথন করিলেন কিন্তু সে কহে যে ঈশ্বর দূতের দ্বারা আপন ইচ্ছা আমাকে জানাইলেন। অতএব মহম্মদ মোশহের মত ছিল না। ইহাতে আমরা জানি যে উক্ত পদে মহম্মদের বিষয়ি বাক্য নাই। ফলতঃ নিঃসন্দেহে য়িশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ঐ উক্তি হইল কেননা তিনি ইশরাএলের বংশ হইতে উদ্ভব হইলেন এবং কোন দূতের প্রমুখাৎ নহে কিন্তু সম্মুখাসম্মুখি হইয়া ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন যথা লূক ৩ পর্ব্ব ২২ পদ ও য়োহনের ১২ পর্ব্ব ২৮ পদ। এই আচার্য্য বাক্য যে য়িশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কথিত হইয়াছিল তাহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ প্রেরিতদের ক্রিয়ার ৩ পর্ব্বের ২২ পদে পাওয়া যায়। এই পদে পিতর ঐ কথা খ্রীষ্টের প্রতি প্রয়োগ করেন।

মুসলমানেরা আরো কহে যে আমারদের প্রভু সান্ত্বনা কর্ত্তা অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মাকে (যাঁহাকে তাহারা পারাক্লিত কহে তাঁহাকে) যতবার প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন ততবার মহম্মদের বিষয়ে তিনি কহেন। কেননা তাহারা কহে যে

গ্রীক ভাষাতে পারাক্লিত শব্দের যে অর্থ আরবী ভাষাতে মহম্মদ শব্দের সেই অর্থ। কিন্তু আমারদের ত্রাণকর্ত্তা যে পারাক্লিত অর্থাৎ সান্ত্বনাকর্ত্তার বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিনি যে মহম্মদ নহেন ইহার অনেক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে বিশেষতঃ ঐ পারাক্লিতকে সত্যতার আত্মা কহা গেল। যথা য়োহন ১৪ পর্ব্ব ১৬। ১৭ পদ। মহম্মদ কি সত্যতার আত্মা। ঐ পারাক্লিতকে ধর্ম্মাত্মা কহা যায় যথা য়োহন ১৪ পর্ব্ব ২৬ পদ। মহম্মদ কি ধর্ম্মাত্মা। আমারদের প্রভু আপন প্রেরিতগণের নিকটে পারাক্লিতকে প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তবে মহম্মদ সেই পারাক্লিত হইতে পারে না কেননা তাহাকে কখন প্রেরিতেরদের নিকটে পাঠান যায় নাই পরন্তু তাবৎ প্রেরিতের মৃত্যুর প্রায় পাঁচশত বৎসরের পর জন্ম পাইয়াছে। আমারদের প্রভু পারাক্লিতকে অত্যল্প দিবসের মধ্যেই প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রেরিত ১ পর্ব্ব ৫ পদ। মহম্মদ কি প্রভুর স্বর্গারোহণের অল্প দিবসের পর আসিয়াছিল। না কিন্তু প্রকৃত পারাক্লিত যে ধর্ম্মাত্মা তিনি প্রভুর মরণের ৪০ দিবস পর আগমন করিলেন। আমারদের প্রভু প্রেরিতেরদিগকে কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা তোমাদের উপর আগমন করিলে পর তোমরা পরাক্রম পাইবা যথা প্রেরিত ১ পর্ব্ব ৮ পদ। তদনুযায়ি ধর্ম্মাত্মা তাহারদের উপর পড়িলে পর তাহারা অজ্ঞাত ভাষা কহিতে ও অদ্ভুত আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা পাইল। মহম্মদ ইহার পাঁচশত বৎসরের ও অধিক কাল পরে জন্মিয়া কি প্রেরিতগণকে এই ক্ষমতা

দিয়াছিল। তাহারা কি তাহার পরাক্রমেতে অজ্ঞাত ভাষায় কহিত ও মৃতেরদিগকে জীবৎ করিত।

মুসলমানেরা যদি মহম্মদের বিষয়ে কোন আচার্য্য বাক্য দেখিতে বাঞ্ছা করে তবে বোধ হয়তাহা দেখাইতেও পারি যথা প্রকাশিত পুস্তকের ৯ পর্ব্ব ১-১১ পদ। এই পদে যে সকল পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের বিষয়ি কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় আরবি লোক ও তাহারদের উপর যে রাজা আছে সেই মহম্মদ। এই পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের অর্থাৎ আরবি লোকদের রাজা অতলস্পর্শ খাতের দূতও আছে অর্থাৎ শয়তানের ও ধর্ম্মত্যাগী দূতেরদের প্রেরিত এবং ঐ রাজার নাম আপল্যান অর্থাৎ ধ্বংসকর্ত্তা।

অতএব যদি ঈশ্বরের আচার্য্য স্বরূপ মহম্মদের বিষয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাক্য নাই অথচ শয়তানের প্রেরিত ও মনুষ্যেরদের ধ্বংসকর্ত্তা স্বরূপ তাহার বিষয় ভবিষ্যদ্বাক্য আছে তবে কি আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও বোধ করিতে পারি যে ঈশ্বর তাহাকে য়িশু খ্রীষ্টাপেক্ষা উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৬ য়িশু খ্রীষ্ট নিষ্পাপ কিন্তু মহম্মদ পাপী ছিল। এই কথাতে য়িশু খ্রীষ্টের ও মহম্মদের মধ্যে অতিশয় বৈলক্ষণ্য প্রকাশ হইতেছে এবং এই বিষয়েতে মহম্মদ অপেক্ষা য়িশু খ্রীষ্টের অশেষ গুণ উত্তম। যদি মহম্মদীয়েরা কহে যে খ্রীষ্ট নিষ্পাপ নহেন তবে তাহারা তাঁহার বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহার একটি পাপও প্রকাশ

করুন এবং খ্রীষ্ট যে একবার ও আপন পাপের ক্ষমা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন ইহা ও দর্শাউন। ফলতঃ তাহাদের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হইবেক। যেহেতুক য়িশু খ্রীষ্ট যে একবার ও পাপ করিয়াছেন কি আপনাকে পাপি স্বীকার করিয়াছেন কি কখনও বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন ইহা কাহারো দেখাইবার সাধ্য নাই। পরন্তু মহম্মদ যে পাপিষ্ঠ ছিল তাহা সকলে জানে এবং তাহার কৃত অনেক দোষ দেখান যাইতে পারে। কিন্তু তাহা দেখাইবার কি প্রয়োজন ফলতঃ মহম্মদ আপনাকে কখনো নিষ্পাপ প্রকাশ করে নাই বরঞ্চ আপনাকে পাপিষ্ঠ স্বীকার করিয়া আপন পাপের ক্ষমাও প্রার্থনা করিল। অতএব য়িশু খ্রীষ্ট নিষ্পাপ এবং মহম্মদ পাপী এই কথা কেহ অপহ্নুব করিতে পারে না। তবে ঈশ্বর নিষ্পাপ য়িশু খ্রীষ্টহইতে জগতের প্রেরিতত্ব পদ লইয়া পাপিষ্ঠ মহম্মদের হস্তে অর্পণ করিবেন আমরা কি এমন বোধ করিতে পারি।

৭ য়িশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র আছেন। মহম্মদীয়েরা এই কথা গ্রাহ্য করে না বটে কিন্তু আমরা তাহা গ্রাহ্য করিলাম যেহেতুক এই রূপে ধর্ম্ম পুস্তকে স্পষ্ট লিখিত আছে। ফলতঃ ঈশ্বরের পুত্র মহম্মদ হইতে শ্রেষ্ঠ বটেন তবে কি ঈশ্বর আপন পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া মহম্মদকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন এবং আপন পুত্র অপেক্ষা মহম্মদকে কি অধিক সম্ভ্রম করিবেন তাহা নয়। সকলেই

জানে যে য়িশু খ্রীষ্ট যদি ঈশ্বরের পুত্র হন তবে মহম্মদ কখন তাহার পদোপবিষ্ট হইতে পারিবে না ।

৮ য়িশু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তারূপ উচ্চ পদ ধারণ করেন । যথা প্রেরিতেরদের ক্রিয়ার ৫ পর্ব্ব ৩১ পদ । ঈশ্বর য়িশরাএলকে পরামনন ও পাপের ক্ষমা দান করিতে তাহাকে আপন দক্ষিণ পার্শ্বে উচ্চপদস্থ করিয়াছেন । ত্রাণকর্ত্তার পদ অন্য পদাপেক্ষা উত্তম ইহার প্রমাণার্থ ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রের ২ পর্ব্ব ৯-১১ দেখ যথা ঈশ্বর তাঁহাকে অতি গুরুতর করিয়াছেন ও সমস্ত নামহইতে বড় নাম তাঁহাকে দিয়াছেন যে য়িশু নামেতে স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ ও পৃথিবীর নীচস্থ প্রত্যেকের হাঁটু গাড়া যায় এবং ঈশ্বর পিতার গৌরবের কারণ য়িশু খ্রীষ্টই প্রভু ইহা প্রত্যেক জিহ্বা স্বীকার করে । ফলতঃ য়িশু শব্দের অর্থ ত্রাণকর্ত্তা ও স্বর্গস্থ লোকেতে স্বর্গীয় দূতগণকে বুঝায় পৃথিবীস্থ লোকেতে উত্তম অধম সকল মনুষ্যকে জানিবা কেননা সকলেই য়িশু খ্রীষ্টের বশীভূত হইবেক এবং পৃথিবীর নীচস্থ লোকেতে পরলোকগত উত্তম অধম সকল মনুষ্যেরদের প্রাণ ও পতিত দূতেরদিগকে জানা যায় । অতএব উক্ত পদের এই অর্থ যে স্বর্গস্থ সমস্ত দূতগণ ও পৃথিবীস্থ সকল নরগণ এবং পরলোকপ্রাপ্ত সকল আত্মা ও পতিত সকল দূতগণ ত্রাণকর্ত্তা নামেতে খ্যাত য়িশু খ্রীষ্টের বশীভূত হইবে ঈশ্বর এইমত নিরূপণ করিয়াছেন । য়িশু খ্রীষ্টের এই পদের তুল্যপদ মহম্মদ কখন দাওয়াও করে নাই কেবল আপনাকে ঈশ্বরের

আচার্য্য ও প্রেরিত কহিয়াছে ইহার অধিক নয়। অতএব যদিও স্বীকার করিতাম যে মহম্মদ ঈশ্বরের এক জন আচার্য্য ও প্রেরিত বটে তথাপি খ্রীষ্টহইতে অতি নীচ হইত তবে মহম্মদ যে যিশু খ্রীষ্টের অপেক্ষা বড় আছে এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রধান দূতস্বরূপ খ্রীষ্টের পদপ্রাপ্ত হইয়াছে এই কথা কিরূপে সত্য হইতে পারে। অপিচ যদি মহম্মদের উচ্চপদ প্রাপণার্থ যিশু খ্রীষ্ট পদচ্যুত হইয়াছেন তবে জগতের তারক কেহই নাই যেহেতুক মহম্মদ জগত্তারক নয় কেননা পাপিরদের নিমিত্ত প্রাণ দান করে নাই এবং পাপিরদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দয়াও প্রকাশ করে নাই। অতএব ঈশ্বর আপনার পুত্রকে স্বীয় রক্তের দ্বারা পাপিরদিগকে ক্রয় করণার্থ ত্রাণকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করণের পর যে তাঁহাকে স্থানান্তর করিয়া পাপি পুরুষ অর্থাৎ মহম্মদকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করিবেন এই কথা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না। বিশেষতঃ মহম্মদ কোন কাহার ত্রাণ করিতে পারে না আপনারও নয়। ফলতঃ ঈশ্বর কি এই রূপে আপন প্রিয় পুত্রের সহিত সমস্ত নিয়ম এবং মনুষ্যেরদের নিকট আপন সমস্ত অঙ্গীকার ভঙ্গন করিয়া তাহারদিগকে ত্রাণকর্ত্তা এবং পরিত্রাণের সকল আশা বিহীন করিবেন তাহা হইতে পারে না।

৯। যিশু খ্রীষ্ট মৃতেরদিগকে পুনর্জীবং করিতে এবং সকল মনুষ্যেরদের বিচার করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন যথা যোহন ৫ পর্ব্ব ২২ পদে প্রভু কহেন যে "পিতা কোন

কাহাকে বিচার করেন না কিন্তু সমস্ত বিচার পুত্রের কাছে সমর্পণ করিয়াছেন যে সমস্ত জন যে মত পিতাকে সম্ভ্রম করে পুত্রকেও সেই মত সম্ভ্রম করে।" ঐ পর্ব্বের ২৫-২৯ পদও দেখ যথা "যে কালে মৃত মানুষেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিতে পাইবে সে কাল আসিতেছে এখনও হইয়াছে ও যাহারা শুনে তাহারা বাঁচিবেক কেননা যেমন পিতা স্বয়ংচৈতন্য আছেন সে মত পুত্রকেও স্বয়ংচৈতন্য হইতে দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যের পুত্র হইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহাকে বিচার করিতে পরাক্রম দিয়াছেন। ইহাতে চমৎকৃত হইও না কেননা যত লোক কবরে আছে সে সকলে যে কালে তাঁহার রব শুনিবে ও বাহিরে আসিবে যাহারা ভাল ক্রিয়া করিয়াছে তাহারা জীবনাধিকাররূপ পুনরুত্থানের জন্যে কিন্তু যাহারা কুক্রিয়া করিয়াছে তাহারা দণ্ডাতাধিকার-রূপ পুনরুত্থানের জন্যে সেই কাল আসিতেছে।" আরও প্রেরিতের দিগকে এই মত আজ্ঞা হইয়াছিল যে তাঁহারা সকল লোকেরদের নিকটে ঘোষণা করিয়া এই সাক্ষ্য দেন যে ঈশ্বর যিশু খ্রীষ্টকে জীবৎ ও মৃতেরদের বিচারকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছেন যথা প্রেরিতেরদের ক্রিয়া ১০ পর্ব্ব ৪২ পদ। তদনুসারে করিন্থিরদের প্রতি ২ পত্রের ৫ পর্ব্ব ১০ পদে লিখিত আছে যে "আমারদের কৃত ক্রিয়া ভাল হউক কি মন্দ হউক তদনুযায়ি প্রত্যেক জন আপনার শরীরে কৃত ক্রিয়ার ফল পাইবার জন্যে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমারদের সকলকে দাঁড়াইতে হবে।" এইক্ষণে আমারদের জিজ্ঞাস্য যে মহম্মদ কি মৃতেরদিগকে জীওয়াইবে

মহম্মদ কি সকল লোকেরদের বিচারকর্ত্তা হইবে। না মহম্মদ যে মৃতেরদিগকে সজীব করিবে কি সকল লোকের বিচার করিবে এই মত আপনিও কহে নাই বরং স্বীকার করিয়াছে যে যিশু খ্রীষ্টই সকলের বিচার করিবেন। তবে কি মহম্মদ যিশু খ্রীষ্ট হইতে অধম নহে। কিন্তু যিশু খ্রীষ্ট যদি সকলের বিচার করিবেন তবে মহম্মদ ও তাঁহাকর্ত্তৃক বিচারিত হইবেক এবং মহম্মদ যদি পরামনন না করিয়াছে তবে পাপিষ্ঠ হওয়া প্রযুক্ত সেও শেষ দিনে অন্যান্য পাপি লোকেরদের সঙ্গে যন্ত্রণায় পড়িবে। অতএব এমন লোক যে ঈশ্বরের নিরূপণমতে যিশু খ্রীষ্টের পদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইতে পারে না।

---

৪০ সংখ্যা।

ঋতু সংহার।

গ্রীষ্ম বর্ণনা।

গ্রীষ্ম কাল উপস্থিত হইল। এই কালে ভাস্করের কর সমূহ সুদুঃসহ, কৌমুদী লোচনানন্দদায়ক, ও সায়ংকাল সাতিশয় সুশোভিত হয়।

নিশাকর শোভিতা রজনী, বিচিত্র জলযন্ত্রশালি গৃহ, চন্দ্রকান্ত মণি, আর্দ্র চন্দন, এই সকল গ্রীষ্ম কালে মানব দিগের সুখসেব্য হইয়া থাকে।

প্রচণ্ডরৌদ্রোত্তাপিত এবং ঘূর্ণায়মান ও উষ্ণ সমীরণোত্থ

ধূলি ধূসরিত পৃথিবীতে পথিকদিগের দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করাও কঠিন হইয়া উঠিল।

রৌদ্রতাপিত ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হরিণ সকল দলিত কজ্জল তুল্য আকাশমণ্ডল অবলোকন করিয়া জলভ্রমে সেই দিকে ধাবমান হইতেছে।

ভুজঙ্গমগণ, প্রচণ্ড আতপতাপিত ও সন্তপ্তধূলি দ্বারা উত্যক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর গতি দ্বারা ময়ূরের পুচ্ছ ছায়ায় অধোমুখে নিষণ্ণ হইতেছে।

সিংহ সকল তৃষ্ণায় ক্ষীণকণ্ঠ, বিস্তৃতমুখ, চঞ্চল জিহ্বা ও কম্পিত কেশর হইয়া সম্মুখবর্ত্তি হস্তি বিনাশেও ভগ্নোদ্যম হইয়া রহিয়াছে।

প্রখর রবি কিরণে অভিতাপিত বিশুষ্ককণ্ঠ ও সাতিশয় তৃষ্ণার অধীন হস্তিগণ জলান্বেষণে তৎপর হইয়া সমীপবর্ত্তি সিংহকেও ভয় করিতেছে না।

প্রজ্বলিত অগ্নি তুল্য সূর্য্য কিরণ দ্বারা একান্ত ক্লান্তচিত্ত ও দগ্ধদেহ ময়ূরগণ আপন পুচ্ছ প্রবিষ্ট সর্পকেও ভক্ষণ করিতেছে না।

বরাহ কুল আতপাসহিষ্ণু হইয়া বোধ হয় রসাতল প্রবেশ করিবার নিমিত্তই যেন মুথাযুক্ত ও কর্দ্দমাবশিষ্ট সরোবর সকল খনন করিতেছে।

এই কালে জলাশয়ের পঙ্কময় সলিল এমত উষ্ণ হইল যে ভেক সমূহ তথা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পিপাসাকুল পুষ্করিণী সমীপবর্ত্তি হিংসক ভুজঙ্গগণের ফণা মণ্ডলচ্ছায়াতেও আশ্রিত হইতে লাগিল।

কুঞ্জর সকল পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শুষ্ক সরোবরের পঙ্ক বিলোড়ন ও মৃণালোৎপাটন করিতে লাগিল। মৎস্য সমূহ তাহাদিগের পদাঘাতে চেপ্‌টিয়া গেল এবং কূলবাসি সারস পক্ষিরা তথা হইতে পলায়ন করিল।

বিষধরেরা স্বশিরঃস্থিত মণি সকল সূর্য্য রশ্মি দ্বারা সাতিশয় প্রদীপ্ত হওয়াতে তদুত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত, বিশেষতঃ স্বকীয় বিষাগ্নি সম্বন্ধী নিঃশ্বাসোপহত হইয়া বিলোল জিহ্বা দ্বারা সমীরণ ভক্ষণ করিতেছে এবং তৃষ্ণা পারবশ্য প্রযুক্ত সম্মুখাগত ভেকগণের হিংসাতেও পরাঙ্মুখ রহিয়াছে।

বিবৃত রসন, ফেণ ধবলিত ও লালা ক্লিন্নবদন, মহিষীগণ পিপাসাতুর হইয়া জলের অন্বেষণে পর্ব্বতের গর্ত্ত হইতে ঊর্দ্ধ মুখে সমাগত হইতেছে।

প্রবল বনাগ্নিতে বৃক্ষ ও তৃণ সকল দগ্ধ হইতেছে। বায়ুবেগে শুষ্ক পত্র সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আতপতাপে জলাশয় পঙ্কময় হইতেছে। অতএব এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বন দৃষ্টে কাহার চিত্তে ভয় সঞ্চার না হয়।

পক্ষিগণ শুষ্ক বৃক্ষ ডালে উপবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বানর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ছায়া প্রচুর পর্ব্বত মধ্যে প্রস্থান করিতেছে। গবয় সকল জল অন্বেষণ করত চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে ও শরভগণ কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিতেছে।

প্রস্ফুটিত নবীন কুসুম্ভ কুসুমের ন্যায় অল্পরক্তবর্ণ ও প্রচণ্ড পবন দ্বারা দ্বিগুণীকৃত দাবানল বৃক্ষ পল্লব সকল ভস্মসাৎ করিতেছে এবং ক্রমে২ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে।

অরণ্য প্রান্ত বিলগ্ন দাবানল বায়ু সহকারে ভয়ঙ্কর হইয়া গিরি গহ্বরে শব্দায়মান হইতেছে ও শুষ্ক বংশ সমূহকে দগ্ধ করিতেছে এবং এক ক্ষণের মধ্যেই তৃণ ও মৃগগণকে ভস্মরাশি করিয়া ফেলিতেছে।

সুবর্ণ সদৃশ লোহিত বর্ণ দাবানল কুসুমিত শল্মলী বনে প্রবদ্ধ প্রায় দৃশ্যমান হইতেছে ও বৃক্ষ কোটরে শব্দায়মান হইতেছে এবং এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর দাহ করিয়া ক্রমে ২ পবন সহকারে বনমধ্যে ব্যাপিত হইতেছে।

মৃগেন্দ্র মাতঙ্গ ও গবয় সকল বহ্নি দ্বারা তাপিত কলেবর হইয়া পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিত্রের ন্যায় মিলিত ও তাপোপশমের নিমিত্ত গুহা হইতে বহির্গত হইয়া নদীর শরণাপন্ন হইতেছে।

বর্ষা বর্ণনা।

জলকণবর্ষী মেঘসমূহ রূপ হস্তিশালী, বিদ্যুৎ রূপ পতাকোপলক্ষিত ও বজ্রশব্দ রূপ মৃদঙ্গ ধ্বনি যুক্ত, বর্ষাকাল নরপতির ন্যায় সমাগত হইতেছে।

এই কালে সলিল ভারাবনম্র গভীর নিনাদশালী জলধরেরা তৃষিত চাতকগণকে জল প্রদান পূর্ব্বক মন্দ ২ গমন করে।

বজ্রশব্দগর্ভ মেঘ বৃন্দ, বিদ্যুৎ রূপ গুণোপলক্ষিত রামধনুঃ দ্বারা ভয়ঙ্কর ধ্বনি পূর্ব্বক বৃষ্টি ধারা রূপ বাণ বর্ষণ করত পথিকদিগের চিত্ত সভয় করিতেছে।

পৃথিবী, লোহিত বর্ণ তৃণাঙ্কুর অভিনব কদলী দল ও রক্ত-

বর্ণ কীট দ্বারা ব্যাপিত হইয়া রক্ত বর্ণ রত্নালঙ্কৃত কামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।

এই কালে ময়ূর সকল মেঘের গভীর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে নৃত্য করে।

নবপত্রশালি বৃক্ষ সমুদায়ে সুশোভিত, ও নীলবর্ণ তৃণাঙ্কুর ব্যাপ্ত, বন স্থল নিতান্ত রমণীয় হইয়াছে এবং সকলের মনোহরণ করিতেছে।

এই কালে বালুকাময় নির্জন স্থল সকল, চপলনয়ন মৃগগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত হইয়া রমণীয় হইয়াছে।

অনুরাগ পরবশ কামুকী বিশেষ ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জনে ও ঘোরতর অন্ধকারেও ভীত না হইয়া বিদ্যুৎ দীপ্তিতে পথ দর্শন করত রাত্রিতে প্রিয় নিকটে গমন করিতেছে।

এই কালে পথ সকল দুর্গম হওয়াতে পথিক স্ত্রীরা স্ব স্ব প্রিয়ার আগমনে নিরাশ হইয়া অনবরত রোদন করিতেছে ও মাল্য অনুলেপন এবং আভরণে হতাদর হইয়াছে।

পাণ্ডুরবর্ণ, কীট ধূলি ও তৃণমিশ্রিত, ভীত ভেক সমূহ কর্তৃক অবলোকিত বর্ষা জল সর্পের মত বক্র ভাবে নিম্ন-দিকেই গমন করিতেছে।

এই কালে প্রফুল্ল পদ্মিনীকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমর সকল মধুস্বরে গুনগুন্ ধ্বনি করত পদ্ম ভ্রমে নৃত্যশীল ময়ূরগণের পুচ্ছ দেশে উপবিষ্ট হইতেছে।

বন্য হস্তী অভিনব মেঘনিনাদে উন্মত্ত হইয়া বারম্বার, চীৎকার করিতেছে এবং ভ্রমরগণ উহাদিগের মদধারাবর্ষি কপোলদেশে উপবিষ্ট হইতেছে।

জল ভারাবনত মেঘাবলী উপরি ভাগে, নির্ঝর সমূহ নিম্নভাগে, ও ময়ূর কুল চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতকে সুশোভিত করিতেছে।

জলধর স্পর্শ শীতল বায়ু কদম্ব সাল অর্জ্জুন নীপ ও কেতকী বৃক্ষ সমূহকে প্রকম্পিত করত উহাদিগের পুষ্প গন্ধে আমোদিত হইয়া কাহাকে না সুখি করিতেছে।

এইকালে স্ত্রীগণ কদম্ব কেশর ও কেতকী পুষ্প গ্রথিত মালা মস্তকে এবং অর্জ্জুন মঞ্জরী বিরচিত কর্ণভূষণ কর্ণে ধারণ করিতেছে।

এই কালে বন সলিলসেক দ্বারা বিগত সন্তাপ হইয়া প্রফুল্ল কদম্ব পুষ্প দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক কেতকী শিখা বিকাশ দ্বারা হাস্য করত পবনকম্পিত বৃক্ষ শাখা দ্বারা যেন নৃত্যই করিতেছে।

জলদ সময়, বকুল যূথিকা মুকুল মালতী ও অন্যান্য সুরম্য বনপুষ্প দ্বারা বধূ সকলের মস্তক মাল্য, ও বিকসিত কদম্ব কুসুম দ্বারা ভূষণ রচনা করিতেছে।

অভিনব সলিল জলকণা স্পর্শ শীতল, কেতকী পুষ্পধূলি সুগন্ধ গন্ধবহ লোকদিগের চিত্ত অপহরণ করিতেছে।

আমরা জলভারাক্রান্ত হইলে এই পর্ব্বত আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করে অতএব ইহার সন্তাপ শান্তি করা কর্ত্তব্য। এই জানিয়াই যেন মেঘ সমূহ অতি কঠোর গ্রীষ্মানল সন্তপ্ত বিন্ধ্যাচলকে বারি বর্ষণ দ্বারা সন্তুষ্টই করিতেছে।

অশেষ গুণ সম্পন্ন, বৃক্ষ ও লতা সমূহের পরম মিত্র ও

প্রাণিদিগের প্রাণদাতা এই বর্ষাকাল তোমাদিগের বাঞ্ছিত ফল সফল করুক।

শরৎ বর্ণনা।

কাশস্তবক রূপ বসন, প্রফুল্ল পদ্মরূপ মুখ পরিপক্ক ধান্য রূপ মনোহর অবয়ব ধারণ করিয়া রাজহংস রব রূপ নূপুরধ্বনি করত শরৎকাল উপস্থিত হইল।

এই কালে পৃথিবী কাশ কুসুম দ্বারা, রজনী জ্যোৎস্না দ্বারা, নদী সলিল মরালকুল দ্বারা, সরোবর কুমুদিনী দ্বারা, অরণ্যানী সপ্তপর্ণ কুসুম দ্বারা, ও উপবন মালতী পুষ্প দ্বারা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে।

বর্ষাপগমে জলশূন্য, লঘুতা ও পবন বেগ নিবন্ধন শত খণ্ডে বিভক্ত শ্বেত মেঘ কর্তৃক পরিবেষ্টিত আকাশমণ্ডল শত২ চামর দ্বারা বীজ্যমান নরপতির ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

কজ্জলের ন্যায় নীলবর্ণ আকাশমণ্ডল, বন্ধুক পরাগ-লোহিত ভূভাগ, ও পরিণত ধান্য ব্যাপ্ত ক্ষেত্র সকল, কোন ব্যক্তির চিত্তকে উৎসুক না করে।

শাখা সকল, মন্দমন্দ গন্ধবহ গতিতে বিকম্পিত হইতেছে, পত্র সকল নবীন কুসুম স্তবক দ্বারা সুশোভিত হইতেছে। ভ্রমর পুষ্পোপরি উপবিষ্ট হইয়া গুণগুণ ধ্বনি করত মধু পান করিতেছে। এই রূপে রমণীয় রক্ত কাঞ্চন লোকদিগের মনোহরণ করিতেছে।

মেঘ নির্মুক্ত চন্দ্র মুখ স্বরূপ, তারাগণ অলঙ্কার রূপ, ও জ্যোৎস্না ধবল বসন স্বরূপ হওয়াতে রাত্রি যুবতীগণের

ন্যায় পরম রমণীয় হইয়াছে ও প্রতিদিন বৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

কারণ্ডবগণ তরঙ্গে বিহার করিতেছে। হংস ও সারস কুল তীর প্রদেশে উপবিষ্ট আছে। এবং পদ্ম পরাগ সকল সলিলে ভাসিতেছে। নদী সকল এই রূপে পরম রমণীয় হইয়াছে।

শরৎ বায়ু ফলাবনত ধান্য কুসুম বিনম্র কুরবক ও পঙ্কজ কাননকে পরিকম্পিত করিয়া লোকদিগের সুখাবহ হইতেছে।

বিকসিত পদ্ম ক্রীড়াপর হংস দ্বারা সুশোভিত এবং বায়ুর মন্দ মন্দ সঞ্চরণ দ্বারা তরঙ্গিত সরোবর, মনুষ্যদিগকে অত্যন্ত সুখী করিতেছে।

এইকালে রামধনুঃ বিনষ্ট হইল, বিদ্যুৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল, বক শ্রেণী আর গগণ মণ্ডলে লক্ষিত হয় না, এবং ময়ূরগণ উদ্গ্রীব হইয়া এখন আর আকাশ মণ্ডল অবলোকন করে না।

নৃত্য শূন্য ময়ূর সকল আর চিত্তকে আহ্লাদিত করিতে পারে না। এক্ষণে হংসগণ মধুর ধ্বনি দ্বারা মনোহরণ করিতেছে। এবং কুসুমশোভা, কদম্ব কুটজ অর্জুন শাল ও নীপ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অযুগ্মচ্ছদে উপগত হইয়াছে।

শেফালিকা পুষ্প বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। পক্ষি সকল সুখে ডালে উপবিষ্ট হইয়া কলরব করিতেছে ও তদ্দ্বারা বন প্রতিশব্দিত হইতেছে। এবং পদ্ম সদৃশ নেত্রশালি হরিণীগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে এই রূপে উপবন সকলেরি চিত্ত হরণ করিতে পারে।

এই কালে প্রভাত সময়ের সমীরণ, কহ্লার ও কুবলয় কুসুম কম্পমান ও পত্রান্ত বিলগ্ন হিম কণা হরণ করত তদীয় সম্পর্কে সুশীতল হইয়া লোকদিগকে সুখী করিতেছে।

কোন স্থান বা পরিণত শালিসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে। কোন স্থান বা গাভি সমাবৃত হইয়া সুশোভিত হইয়াছে। কোন স্থান বা মরাল ও সারস কুলের মধুর ধ্বনি দ্বারা প্রতি শব্দিত হইতেছে। সুতরাং এতাদৃশ ভূমিভাগ কাহাকে না আহ্লাদিত করে।

শ্যামালতা পুষ্পভরে অবনত হইয়া স্ত্রী গণের নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত বাহুলতার শোভা এবং বন্ধুক পুষ্পমিশ্রিত ললিত মালতীমালা, দন্তপ্রভা ধবলিত হাস্যযুক্ত মুখ কান্তিকে পরাভব করিতেছে।

এই কালে মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশ মণ্ডল উজ্জ্বল চন্দ্র ও তারাগণাবকীর্ণ হওয়াতে হংস, কুমুদ, ও মরকতমণি সদৃশ জলদ্বারা সুশোভিতসরোবরের শোভা ধারণ করিয়াছে।

পদ্ম প্রাতঃকালে দিনকর কিরণ দ্বারা প্রবুদ্ধ ও বিকসিত হইতেছে। এবং চন্দ্র অস্তাচল চূড়াবলম্বী হওয়াতে কুমুদিনী মুদ্রিত হইতেছে।

এই কালে সমীরণ কুমুদ বন সঞ্চার দ্বারা সাতিশয় শীতল হইয়া মন্দ মন্দ গমন করিতেছে। দিক্‌সকল মেঘোপরোধ হইতে নির্ম্মুক্ত ও প্রকাশিত হইতেছে। সলিল পরিষ্কৃত, পৃথিবী পরিণত শালিসম্পন্না ও আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল শশধর ও বিচিত্র তারা ব্যাপ্ত হইয়াছে।

হেমন্ত বর্ণনা।

হেমন্তকাল সমাগত হইল। এই কালে তরুগণ অভিনব পত্র ও কুসুমে পরম রমণীয় হইতেছে লোধ্রবৃক্ষ কুসুম ভরে অবনত হইতেছে। পদ্ম বন বিলীন হইয়া যাইতেছে এবং গগণমণ্ডল অবিশ্রান্ত তুষার বর্ষণ করিতেছে।

এই কালে পরিপক্ক ধান্য ব্যাপ্ত হরিণীগণ ব্যাপ্ত ও বক শব্দযুক্ত প্রদেশ সকল লোকদিগকে সুখি করে।

পাকশালিনী প্রিয়ঙ্গুলতা, তুষার স্পর্শ শীতল সমীরণ দ্বারা বিকম্পিত ও শ্বেত বর্ণ হইতেছে।

অশেষ গুণ সম্পন্ন, পরিপক্ক ধান্য ব্যাপ্ত গ্রামান্ত হিমকণবর্ষী বকবৃন্দ নিনাদিত, হেমন্তকাল তোমাদিগের শুভাবহ হউক।

কুবলয় শোভিত, শারিপক্ষি ও হংসকুল পরিবেষ্টিত নির্ম্মল সলিল ও শৈবালদ্বারা পূর্ণ, সরোবর সকল জীবগণকে আমোদিত করিতেছে।

শিশির বর্ণনা।

হেমন্তের পর শীতকাল উপস্থিত হইল এই কালে পৃথিবী ধান্য ও ইক্ষুদণ্ড সমুদায়ে আচ্ছাদিত ও বকগণের কণ্ঠরবে নিনাদিত হইতেছে।

এই কালে লোক সকল হিমাগম ভয়ে গৃহের গবাক্ষ দ্বার বন্ধ করিতেছে। অগ্নি সন্তাপ ও দিনকরের কিরণ পরম্পরা সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ, এবং স্থূল বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর আবরণ করিতেছে।

সুধাকরের অংশুর ন্যায় সুশীতল চন্দনরজঃ ধবল অট্টালিকা

পৃষ্ঠ, ও হিমসিক্ত গন্ধবহ, এই সময়ে আর কেহই প্রার্থনা করে না।

হিমসেক ও চন্দ্র অংশু সমূহ দ্বারা অত্যন্ত শীতল ও তারাগণ আচ্ছাদিত হইয়াও রজনী শীতকালে কাহারো প্রিয় হইতে পারে না।

শিশির বর্ণনা সমাপ্ত।

বসন্তকালে পাদপ সকল কুসুমোদ্গম দ্বারা অত্যন্ত রমণীয় সলিল বিকসিত সরোজ সহকারে সুশোভিত। গন্ধবহ সুগন্ধ শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার আধিক্য না থাকাতে দিন ও রাত্রি পরম শোভা সম্পন্ন অতএব এই কালকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া কে না স্বীকার করিবে।

বসন্ত সময়ে জলাশয় মণিময় কাঞ্চীদাম চন্দ্র ও কনিকা বিনম্র আম্র বৃক্ষ এই সকলের শোভা বৃদ্ধি হইতেছে।

কোকিল সকল আম্র মুকুলের রস পানে মত্ত ও অলিকুল পদ্ম নিষণ্ণ হইয়া স্বস্ব প্রণয়িনীদিগের অনুগত হইতেছে।

আম্র বৃক্ষ সকল, তাম্র বর্ণ পত্র স্তবক ও মুকুল সমূহ দ্বারা অবনত হইতেছে ও বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়া চিত্ত প্রফুল্ল করিতেছে।

অশোক বৃক্ষ সকল মূলাবধি লোহিত পল্লব ও কুসুম সম্ভারে সুশোভিত হইয়া পথিকদিগের চিত্ত ব্যথিত করিতেছে।

এই কালে বায়ু দ্বারা চালিত প্রদীপ্ত বহ্নি তুল্য কুসুম বিনম্র কিংশুক বৃক্ষ দ্বারা লোহিত পৃথিবী পরম রমণীয়া হইয়াছে।

শিশিরান্ত স্পৃহনীয় সমীরণ কুসুমাবনম্র আম্র বৃক্ষের পল্লব সকলকে কম্পিত করিতেছে কোকিল ধ্বনিকে বিস্তৃত করিতেছে ও মানস প্রফুল্ল করিতেছে।

কুসুমিত বৃক্ষে শিখরদেশ শোভমান হইতেছে উন্মত্ত কোকিল শব্দে গুহা সকল প্রতিনাদিত হইতেছে এবং প্রস্তর ও গহ্বর শৈলেয় সমুদায়ে সুবাসিত হইতেছে সুতরাং এতাদৃশ মনোরম পর্ব্বত দর্শনে কাহার চিত্ত সুখী না হয়।

প্রিয়া বিরহে নিতান্ত দুঃখিতমনা পথিকগণ কুসুমিত আম্র বৃক্ষ নেত্র গোচর করিবা মাত্র নয়ন মুদ্রিত করিতেছে, কর দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় আচ্ছাদন করিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে ও তৎক্ষণাৎ মোহ প্রাপ্ত হইতেছে।

দক্ষিণ পবনোল্লাসিত, কোকিল গান ললিত, মধু সুগন্ধ ও ভ্রমর কুলাকুলিত বসন্ত তোমারদিগের সুখের নিমিত্ত হউক।

৪১ সংখ্যা।

বহুরূপির গল্প।

দেখি সদা অহং জ্ঞানি তত্ত্ব হীন নর।
বাচাল নির্ব্বোধ বাদ করণে তৎপর॥
সংসারের গতি প্রতি নাহি কিছু বোধ।
নয়ন নিকটে স্তম্ভ তাহে দৃষ্টি রোধ॥
তথাপি বাক্যেতে পটু গর্ব্ব অতিশয়।
দেখিয়াছে যেন ধরাতল সমুদয়॥

ব্যাপকতা হয় তার প্রাপ্ত দশগুণ ।
যদ্যপি ভ্রমণ করি দেশে আসে পুনঃ ॥
তার কাছে যদি কিছু করহ প্রসঙ্গ ।
তখনি ভ্রামক ভ্রান্ত দেয় তাহে ভঙ্গ ॥
কহে "মহাশয় সব করহ শ্রবণ ;
দেখিয়াছি চক্ষে আমি করি দরশন"
মনে২ করে সেই বাঞ্ছা এই মত ।
সমক্ষে স্বীকার কর কথা কহে যত ॥
এইরূপ প্রবাসি পথিক দুই জন ।
ভ্রমণ করিতেছিল আরবের বন ॥
মিত্রভাবে ভ্রমিতে২ যায় যত ।
নানা বাঁধে নানা ছাঁদে গল্প ফাঁদে কত ॥
পরে আরম্ভিল বহুরূপির বিষয় ।
আকৃতি প্রকৃতি তার কি প্রকার হয় ॥
এক জন বলে "এই পশু অপরূপ ।
দিবাকর করতলে না দেখি এরূপ ॥
সরট শরীর সম দীর্ঘ ক্ষীণ কায় ।
মীন তুল্য শির জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায় ॥
বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয় ।
সুদীর্ঘ স্বরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয় ।
মন্দ২ গতি অতি সুন্দর বরণ ।
কে করেছে হেন নীলবর্ণ বিলোকন" ॥
আর জন বলে "বল কেন নীল কায় ।
দুর্ব্বাদল শ্যাম রূপ দেখিয়াছি তায় ॥

জৃম্ভণ করিয়া আছে দেখিলাম তারে।
তপনের তাপে তনু তপ্ত করিবারে।।
বিশ্রাম করিতেছিল করিয়া শয়ন।
খেতে ছিল সমীরণ আহার কারণ"।।
"সমভাবে উভয়ে হেরেছি রূপ তার।
অবশ্যই নীলবর্ণ কর পুনর্ব্বার।।
দেখিয়াছি তার প্রতি করি নিরীক্ষণ।
বৃক্ষের শীতল ছায়ে করেছে শয়ন"।।
"সবুজ সবুজ ইহা দেখেছি নিশ্চয়"।
সবুজ কেমনে"? ক্রোধে আর জন কয়।।
"কেন ভাই আমার কি চক্ষু নাই তবে"।
বন্ধু কন "তাহে বড় ক্ষতি নাহি হবে।।
নয়ন না করে যদি দর্শনের ক্রিয়া।
মিছা তবে কি করিবে সেই আঁখি নিয়া"।।
এরূপ বিবাদে ঘোর বিপদ উদয়।
মুখোমুখি ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয়।।
হেন কালে এক জন আইল তথায়।
বিবাদের বিবরণ বলিলেক তায়।।
দোঁহে কহে "বল যদি জান মহাশয়।
বহুরূপী শ্যামল কি নীলবর্ণ হয়"।।
মধ্যস্থ বলেন "কর দ্বন্দ্ব পরিহার।
শ্যাম কিম্বা নীল বর্ণ কিছু নহে তার।।
গত রাত্রে এই জন্তু রাখিয়াছি ধরে।
দীপ অগ্রে দেখিয়াছি স্থির দৃষ্টি করে।।

শিলাসম অতিশয় অসিত বরণ।
চমৎকৃত হও কেন ? কর নিরীক্ষণ ॥
এখনি দেখাব তারে করিয়া বাহির" ।
বাদি কহে "প্রাণপণ নীলবর্ণ স্থির" ॥
প্রতিবাদী কহে "কি করিয়া শপথ।
শ্যাম বর্ণ হবে তার নহে অন্যমত" ॥
মধ্যস্থ বলেন "ভাই শুন বন্ধুগণ।
এই দণ্ডে করি দেখ সন্দেহ ভঞ্জন ॥
যদ্যপি না হয় তার তিমির বরণ।
ক্ষণমাত্রে আমি তারে করিব ভক্ষণ" ॥
এই কথা কহি পশু করিল বাহির।
সবে দেখে চমৎকার ধবল শরীর ॥
লজ্জিত মধ্যস্থ নিজে মৌনী বাদি দ্বয়।
এমন সময় সেই বহুরূপী কয় ॥
কথনের শক্তি তদা প্রথম পাইল।
"শুন বৎসগণ বলি কহিতে লাগিল ॥
তোমাদের সকলের ভিন্ন২ কথা।
সত্য মিথ্যা দুই হয় নাহিক অন্যথা ॥
কোন বস্তু দেখে তার ব্যাখ্যান সময়।
মনে জেনো অনেকের দুষ্ট তাহা হয় ॥
অতএব মনে কিছু না ভাব বিচিত্র।
সবে ভাবে আপনার নয়ন পবিত্র" ॥

৪২ সংখ্যা।

মনুষ্যের শরীরের বিষয়।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিবেচনা করিলে জানা যায়, তাহারা স্ব২ কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে উপযুক্ত রূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বিশেষতঃ ঘ্রাণ ও রসনা ও ত্বক, এই ইন্দ্রিয় ত্রয়েতে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে। শরীরের অঙ্গ সমূহের বিষয় অত্যাশ্চর্য্য। দেখ আরেষ্টোটিল নামক মহাপণ্ডিত হস্তকে অঙ্গের অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে তাহার শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, যেহেতু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে অতিশক্ত এবং তাহাদের প্রতিমুখবর্ত্তী হওয়াতে বস্তু ধারণে অতি উপযুক্ত। পরন্তু পায়ের বিষয় বিবেচনা কর, কেননা চরণ দ্বয় শরীরের অবলম্বনে ও স্থানান্তরে প্রচালনে অত্যন্ত উপযুক্ত। সেই দুই হস্ত ও চরণের নির্ম্মাণে সৃষ্টি কর্ত্তার অসীম বুদ্ধি ও মনুষ্যদিগের প্রতি হিতেচ্ছা অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রকাশিত আছে। কিন্তু এ সকল বিষয়ের বাহুল্য রূপে বর্ণনা না করিয়া সাধারণ রূপে মনুষ্যের শরীরের বিষয় বিবরণ করি।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীরে দুই শত চল্লিশ খানি অস্থি থাকে। সে অস্থি সকল শরীররূপ গৃহের স্তম্ভ স্বরূপ এবং সেই সকল স্ব২ স্থানচ্যুত যেন না হয়, এবং নিয়-মিত কর্ম্ম নিষ্পাদনে যেন শক্ত হয়, এই নিমিত্তে তাহা স্থান বিশেষে এবং অঙ্গ বিশেষে বিশেষ বন্ধন ও চর্ম্ম

এবং মাংসপেষীদ্বারা কঠিন ও নিপুণ রূপে পরস্পর বদ্ধ আছে। কোন অস্থিদ্বয় সন্ধি দ্বারা স্পষ্ট ও সহজ রূপে চালান যায়। এবং কোন২ সন্ধিস্থানে অস্থি দ্বয়ের গতি অদৃশ্য হয়। সংযোগ স্থানের সর্ব্বদা ঘর্ষণ সম্ভাবনা হেতুক সন্ধি সকল কোমল উপাস্থিদ্বারা আবৃত আছে; এবং যন্ত্রের চক্র যেমন তৈলে আর্দ্র করা যায়, উপাস্থি সকলও সিনোবিয়া নামক এক প্রকার তৈল দ্বারা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, যদি যন্ত্রাদিরচক্রে তৈল দর্শনে তৈল-দায়কের উপলব্ধি হয়, তবে সন্ধি সকলের আর্দ্রতা দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে কি রূপে অস্বীকার করা যায়। অস্থি সকলের সন্ধিস্থান এক প্রকার নয়। যে কোন অস্থি যে কোন স্থানে এবং কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তদুপযুক্ত রূপে তাহার সন্ধিস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মেরুদণ্ড অর্থাৎ পৃষ্ঠের দাঁড়ার বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করি। ইহার গঠন জঙ্ঘার অস্থির গঠন হইতে সম্যক্ প্রকারে ভিন্ন, এবং ইহার সন্ধি সকল কটী ও হাঁটু ও পায়ের সন্ধি হইতে সম্যক্ রূপে প্রভিন্ন। এই সকল অস্থির রচনাতে ও পরস্পর বিভিন্নতাতে রচনাকর্ত্তার বিবেচনা ও জ্ঞান ও দয়া সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হয়। মেরুদণ্ড জঙ্ঘার ন্যায় এক খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইলে অনায়াসে ভগ্ন হইত, এবং কোন প্রকারে বাঁকিত না। অথবা সেই মেরুদণ্ড যদি কটী ও হাটুর ন্যায় দুই কিম্বা তিন খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইত, তবে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা প্রত্যেক সন্ধি স্থলে ছিঁড়িয়া যাইত, এবং শরীরের স্তম্ভরূপ মেরুদণ্ড শক্ত হইত না, এবং

তাহার গতি সহজ হইত না। মেরুদণ্ড চব্বিশ পর্ব্বেতে বিভক্ত আছে, ইহাদের লাটিন নাম বের্টেব্রা, এবং এই সকল পর্ব্বের পরস্পর সংযোগস্থানে একের ছিদ্রে অন্যের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হওয়াতে উত্তমরূপে আবদ্ধ আছে। এই রূপে সন্ধিচ্যুত হওন ভয়শূন্য হইয়া আমরা শরীরকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারি। জীবন রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ রূপে আবশ্যক মেরুদণ্ডস্থ যে মজ্জা তাহা নির্ব্বিঘ্নে এই পর্ব্ব সকলের মধ্যস্থিত নলেতে রক্ষিত আছে। এবং পর্ব্ব সকলের বিশেষ স্থানে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া রক্তশিরা সকল প্রবেশ করে, এবং নের্ব নামক শিরা সকল বহির্গত হয়, এই শিরা সকল মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের অঙ্গোপাঙ্গ সমূহে ব্যাপ্ত হয়।

এই অস্থিস্তম্ভের মধ্যে যে নল আছে, তদ্দ্বারা মজ্জা মস্তক হইতে নির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। এই অস্থিস্তম্ভে মস্তক অবলম্বিত আছে। অত্যুৎকৃষ্ট রূপে নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় যে মস্তকের খুলী তাহার মধ্যে বুদ্ধি ও মতি ও চেতনাদির রাজসিংহাসন স্বরূপ মজ্জা অতি যত্ন পুর্ব্বক রক্ষিত আছে। এবং চক্ষু ঘ্রাণ শ্রবণ ও রসনা এই ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় ঐ দুর্গের প্রাচীরেতে প্রহরিরূপে স্থাপিত প্রায় আছে। কেবল ত্বগিন্দ্রিয় তাবৎ শরীরেই ব্যাপ্ত আছে। অপর মেরুদণ্ডদ্বারা শরীরে আরও এক উপকার হয় অর্থাৎ তাহাতে শরীরের অন্যান্য অস্থি সকল সংলগ্ন আছে। সংক্ষেপে এই বক্তব্য স্থান বিশেষে ও

কার্য্য বিশেষে অস্থি সকলের গঠন ও সন্ধি বিশেষ২ হওয়াতে শরীরের বলবৃদ্ধি ও চালাওনের উপযুক্ত হয়। ইহা বিবেচনা করিলে স্থষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয়চ্ছেদ অবশ্যই হয়।

যদি অস্থি সকলের দ্বারা স্থষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধি ও রচনা কৌশল এবং মনুষ্যদের প্রতি হিতেচ্ছা প্রকাশ পায়, তবে মাংসপেষী ও শিরা সকলের বিষয় বিবেচনা করিলেও জগদীশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। মাংসপেষী সকল আকুঞ্চিত অথবা শিথিল হইয়া স্ব২ কার্য্য করে, এবং শরীরের মধ্যে স্বস্বস্থান ও কার্য্য অনুসারে তাহার বল ও গতি এবং পরিমাণ নিরূপিত হয়। মাংসপেষী সকলের কার্য্য প্রায় শরীরির ইচ্ছার অধীন হয়, এবং আমরা ইচ্ছানুসারে সেই সকলকে স্থির রাখিতে কিম্বা চালাইতে পারি। সকল মাংসপেষী এই রূপে নহে, কিন্তু তাহার কার্য্য শরীরির ইচ্ছার অধীন হউক বা না হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাহার রচনা দ্বারা স্থষ্টিকর্ত্তার নৈপুণ্য ও জ্ঞান এবং করুণা সুস্পষ্ট হয়। আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকে শরীরের মধ্যে নানা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। হৃদয় ও ফুসফুসীর কার্য্য, শরীরের মধ্যে রক্তের ভ্রমণ, অন্নাদি পরিপাক, শৌচ কর্ম্ম, এই সকল জাগ্রৎ ও নিদ্রা উভয় অবস্থাতেই সমান রূপে হয়। এবং ঐ সকল কর্ম্ম আমাদিগের ইচ্ছার অধীন নহে। ইহাতেও স্থষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ও দয়া স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু এই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা হয় না, এবং শরীর সুস্থ থাকে না, কিন্তু এই

সকল কার্য্য যদি আমাদিগের ইচ্ছার অধীন হইত, তবে সেই সকলের প্রতি মনোযোগ করিতে হইলে আমাদিগের অনেক কাল হরণ হইত, তাহা কেবল নয়, কিন্তু কোন ২ সময়ে সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাও উত্তম রূপে হইত না; এবং নিদ্রা কালীন ঐ সকল কর্ম্ম একেবারেই রহিত হইত। এই হেতু ঈশ্বর কৃত উত্তম নিয়ম দ্বারা জীবন রক্ষার উপযোগী এই সকল কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন হয়। অন্যান্য কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছার অধীন, এবং তাহার দ্বারাও জগদীশ্বরের জ্ঞান ও দয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। আমরা ইচ্ছা মাত্রে আলোক দর্শনার্থ নেত্রদ্বয়কে উন্মীলন অথবা আলোকের আতিশয্য জন্য হানি নিবারণার্থে মুদিত করিতে সতত সক্ষম হই। এবং ঐ নেত্রদ্বয় নিদ্রা কালীন আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও মুদিত হয়। আমরা স্বেচ্ছানুসারে কথা কহিতে কিম্বা চুপ করিতে, উঠিতে কিম্বা বসিতে, গমন কিম্বা দাঁড়াইতে সক্ষম হই, রক্ত দ্বারাই শরীরের পোষণ করিতে হয় এবং রক্ত হৃদয় রূপ উনুই হইতে উৎপন্ন হইয়া অত্যন্ত হিতকারি স্রোতের ন্যায় তাবৎ শরীরে ভ্রমণ করত সাঙ্গোপাঙ্গ রক্ষা করে। এই হৃদয় ডিম্বাকার এক মাংসপিণ্ড, এবং তাহা মনুষ্যের ইচ্ছার অনধীন হইয়া এক মিনিটের মধ্যে ষাটি বার হইতেও অধিক আকুঞ্চিত এবং প্রসারিত হয়, এবং সে বোমা কলের ন্যায় আর্ত্তেরি অর্থাৎ রক্তচালন শিরাদ্বারা রক্ত প্রচালিত করে। হৃদয়েতে চারিটি পৃথক ২ ঘর আছে; তাহার মধ্যে বড় দুইটিকে

বেণ্ট্রিকেল এবং ছোট দুইটিকে ওরিকেল বলে; দক্ষিণ দিগের বেণ্ট্রিকেল আকুঞ্চিত হইবার ফুসফুসিসংযুক্ত আর্ত্তেরি ও তাহার শাখা সমূহ দ্বারা ফুস্‌ফুসির মধ্যে রক্ত চালায়। ফুসফুসিতে রক্ত কেরবোনিক এসিড ত্যাগ ও আকসিজিন গ্রহণ করত এক নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এই কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই জীবন রক্ষা হইতে পারে না। রক্ত ফুসফুসি পরিত্যাগ করিয়া বাম দিগস্থ ওরিকেলেতে গমন করে। এবং তথাহইতে বামভাগস্থ বেণ্ট্রিকেলে যায়। এবং ইহা হইতে বিশেষ আর্ত্তেরি দ্বারা চালিত হইয়া শরীরের তাবৎ অংশে ভ্রমণ করে।

কিন্তু রক্তের চালন যে কেবল হৃদয়ের প্রক্ষেপ শক্তি দ্বারাই হয় এমত নহে, কিন্তু আর্ত্তেরির পেরিস্তালিতক নামক বিশেষ গতি দ্বারাও ইহার অনেক সাহায্য হয়। এই আর্ত্তেরি সকল বিশেষরূপে নির্ম্মিত এবং বেন অর্থাৎ রক্তপ্রত্যাগমনশিরা অপেক্ষা অধিক শক্ত। আর্ত্তেরি ও বেন এই উভয়ের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র কপাট আছে। আর্ত্তেরি সকলের যে কপাট তাহা হৃদয় হইতে নির্গত হওন স্থানে আছে, এবং ঐ সকল কপাট এমত রচিত যে হৃদয় হইতে রক্তের গমন নিবারণ করে না পুনরাগমন নিবারণ করে। বেন সকলের মধ্যে কপাট এমত গঠিত যে তদ্দ্বারা রক্তের প্রত্যাগমন বোধ হয় না কেবল তদ্বিপরীত গতি নিবারণ হয়। আর্ত্তেরি ও বেনের শাখাতে রক্তের কম্রবেগ, সেই সকলেতে বহুসংখ্যক কপাট আছে। এই সকল কপাটের রচনাতেও বিধাতার অসীম বুদ্ধি ও

বিবেচনা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ডাক্তর হারবি এই বিষয় অনুসন্ধান করত শরীরে রক্ত প্রচালনরূপ মহাশ্চর্য্য ব্যাপার নিরূপণ করিয়া চিরস্থায়ী সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্ত্তেরি ও বেনের কপাট সকলের অনুপম রচনার দর্শন ও বিবেচনা দ্বারা ঐ প্রধান চিকিৎসক রক্ত প্রবাহের এক অতি চমৎকার নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, তবে এই সকল বিধাতার সৃষ্টি কৌশল ও বিবেচনা ব্যতিরেকে আপনিই হইয়াছে এই কথা কোন মতে সম্ভবে? অজ্ঞান নাস্তিকগণ ব্যতিরিক্ত অন্য কেহই এই কথা সম্ভব জ্ঞান করে না।

রক্ত হৃদয়ের বাম বেণ্ট্রিকেল হইতে নির্গত হইয়া আর্ত্তেরি সকলের নানা শাখা ও উপশাখাদ্বারা তাবৎ শরীরে পরিভ্রমণ করিলে বেন সকল দ্বারা হৃদয়ে পুনর্ব্বার আগমন করে। আর্ত্তেরি সকল হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশ নানা শাখাতে বিভক্ত হইয়া উত্তরোত্তর ক্ষুদ্র হয় এবং বেন সকল হৃদয়ের নিকটে আসিতে ২ ক্রমশ সংমিলিত হইয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হয়। অপর পুনঃ২ মিলিত হইয়া এক বৃহৎ নলী হয় তদ্দ্বারা তাবৎ রক্ত হৃদয়ের দক্ষিণ ওরিকেলে প্রবিষ্ট হয়। রক্ত এই রূপে পরিভ্রমণ পর পুনঃ প্রস্থান করিয়া ফুসফুসির মধ্যে গিয়া আপন মলিনতা পরিত্যাগ করে এবং আরবার সর্ব্বাঙ্গে ভ্রমণ করিয়া শরীর পরিপোষণ করে। আর্ত্তেরি ও বেন নামক রক্তের নলী সকল সর্ব্বত্র এমত ব্যাপ্ত যে শরীরের মধ্যে যে কোন স্থানে হউক ছিদ্র করিবা মাত্রই রক্ত নির্গত হয়।

কিন্তু তাবৎ রক্ত এই রূপে প্রবাহিত হয় না। আর্ট্রেরি সকলের শাখা ও উপশাখার অগ্রভাগ এমন সুক্ষ্ম, যে তদ্দারা রক্তের স্থূল অংশ লাল ভাগ গমনাগমন করিতে পারে না, কেবল অত্যন্ত নির্ম্মল ও সুক্ষ্মভাগ গমন করিতে পারে, এবং ঐ সকল আর্ত্তেরির শাখার অতি সুক্ষ্ম অগ্র ভাগে বেন সকলের সহিত সংযোগ থাকে না, কিন্তু ঐ সুক্ষ্ম আর্ত্তেরির নির্ম্মল রস অস্থি মাংস গ্রন্থিও অন্যান্য অঙ্গে অর্পিত হয়। ঐ অস্থ্যাদিতে মনুষ্য চক্ষুর অগোচর আসিমিলাস্যন অর্থাৎ লীন হওন দ্বারা ঐ রস তাহাদিগেরই স্বরূপ হয়। শস্যও ফল ও শাক ও মুলাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি দর্শনে কে অনুভব করিতে পারে যে এই সকল দ্রব্যেতে রক্ত ও মাংস ও অস্থি জন্মে। তাহা কি প্রকারে হয় ইহা আমাদিগের বোধগম্য নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা অসীম শক্তি ও জ্ঞান বিশিষ্ট এক বিশ্বকর্ত্তার অনুভব হইতেছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত [illegible] উপশাখার অগ্রভাগ সকল শরীরের মধ্যস্থ নানা [illegible] আধারে রক্ত ঢালিয়া দেয়, এবং তথায় গমনানন্তর [illegible] হইতে বিশেষ২ কার্য্য অনুসারে বিশেষ২ রস [illegible] সন্ধি স্থানেও গতি বিশিষ্ট অঙ্গ সকলকে [illegible] কোন২ আধারের মধ্যে তৈল বি[illegible] [illegible] ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের উপযোগি [illegible] বিশেষ সঞ্চিত হয়। এবং [illegible] গাত্রীয় চর্ম্মের রক্ষা করণার্থ এবং তাহাকে বিবিধ কার্য্য নিষ্পন্ন করাওনার্থ এক বিশেষ রস উৎ[illegible]।

[illegible] অর্থাৎ কেশবৎ সুক্ষ্ম আর্ত্তেরির উপ[illegible]

দ্বারা রক্তের সূক্ষ্ম ভাগ অস্থি ও মাংসাদিতে নিত্য ২ সঞ্চিত হইলে হানি সম্ভাবনা, এই হেতু লিমফাটিক অর্থাৎ নির্ম্মল রসবাহক অন্য এক প্রকার নলী সৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা অত্যন্ত নির্ম্মল রক্তজ রস চালিত হয়। এই লিমফাটিক নলী শরীরের সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মের নীচে উৎপন্ন হইয়া বেনের ন্যায় অনেক ক্ষুদ্র নলী সংযোগ দ্বারা ক্রমেতে বড় ২ নলী হয়। শেষে নলী সকল সংমিলিত হইয়া দুইটা স্থূলাকার নলী জন্মে। এই দুই নলী বেন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপন রস বেনেতে ঢালিয়া দেয়। এই রূপে লিমফাটিক নামক নলী সকল শরীরের অনাবশ্যক রক্তের ক্ষুদ্র অংশ সকলকে পুনর্ব্বার হৃদয়েতে প্রবেশ করায়। যাহা হৃদয়ে প্রবেশের অযোগ্য সে সকল রস নলী বিশেষ দ্বারা পরিগৃহীত হয়। ঐ সকল নলীর মুখ চর্ম্মের উপর এবং ফুসফুসের উপরে ও কিডনে নামক মূত্রের জন্মস্থানে ও মলধারক নাড়ীভুঁড়িতে হয়। এই প্রকারে ঘর্ম্ম ও নিশ্বাসাদি দ্বারা শরীরে প্রচালনের অযোগ্য তাবৎ রস নির্গত হইয়া যায়।

জীবনরক্ষার প্রধান কারণস্বরূপ ফুসফুস কতক বিশেষ মাংসপিণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। এই পিণ্ডেতে সেল অর্থাৎ গৃহ অথবা ছিদ্র এবং বহুসংখ্যক পরস্পর সংযুক্ত আর্টেরি ও বেন ও লিমফাটিক নলীর [illegible] শাখাখাদি সৃষ্ট হয়। ফুসফুসের অধিকাংশে [illegible] [illegible] নানা আকার বিশিষ্ট, এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র। [illegible] [illegible] লক্ষাংশের একাংশ মাত্র নিরূপিত হইয়াছে। [illegible]

সংখ্যা অগণনীয়, পারিমাণও ক্ষুদ্র। প্রকৃত নির্দ্ধারিত হয় নাই।

সেল সকলের পরস্পর সংযোগ আছে, কিন্তু যে মাংস দ্বারা তাহারা সংযুক্ত ও আবদ্ধ আছে, তাহার সহিত কোন প্রকার সংযোগ নাই। সেল সকল হইতে ক্ষুদ্র ২ ফাঁপা নলী উৎপাদিত হয়। তাহার নাম ব্রণখ্যা ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, অপর বক্ষের উপরি ভাগে দুই দিগের সকল নলী দুইটা নলীতে মিলিত হয়, এবং ঐ দুইটার সংযোগ দ্বারা শ্বাসনলী জন্মে। অর্থাৎ ফুসফুসি স্থিত আর্ট্টেরী ও বেনের অসংখ্য শাখা উপশাখা সেল বিশিষ্ট ফুসফুসির সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত সেলের মধ্যে রক্ত প্রচালন করে তাহাতে ঐ রক্ত এবং সেল-স্থিত বায়ু পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে বিশেষ রূপে সংযুক্ত হয়। মেরুদণ্ডের বের্টেব্রাতে সংলগ্ন প্রত্যেক পাঁজরা ঐ বের্টেব্রার মধ্যেতে নড়িতে পারে এবং বক্ষঃস্থলের অস্থি ঐ পাঁজরা সকলের সহিত সংযুক্ত থাকাতে উহাদিগের সহিত নড়ে, এই হেতু ফুসফুসির আধার রূপ বক্ষঃস্থলস্থ গহ্বর আকুঞ্চিত অথবা প্রসারিত হওনের যোগ্য আছে। এবং ডিয়াফ্রাম নামক বক্ষ ও উদর ব্যবধানকারী চর্ম্মের উপরে ও নীচে গমন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আকুঞ্চন ও প্রসারণের অনেক আনুকূল্য হয়। আনাতমি অর্থাৎ মানব শরীরচ্ছেদ বিদ্যার মতানুসারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক [illegible] নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ বিষয়ে যাহা কহিলাম [illegible] বিস্তর, নিশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের গঠন ও কার্য্য